মহাপ্রস্থান

রূপশিল্পী—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

প্রথম অভিনয় রজনী—শুক্রবার ২৫এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ সাল
নাট্যমন্দির ও নাট্যনিকেতনের সমবেত অভিনেতৃবর্গের
দ্বারা নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সনস্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা ১৩২৯ সন

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্-এর পক্ষ হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত—২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীচরণে—

হে নট ! হে রূপশিল্পী ! কর আশীর্ব্বাদ ;
ফুটে যেন মনঃপদ্ম, ঘুচে পরিবাদ ॥
তোমার মর্ম্মের কথা লিখিয়াছি আমি ।
আর কেহ নাহি জানে, জানে অন্তর্যামী ॥

সত্যেন্দ্র গুপ্ত

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

উগ্রসেন, বসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা,
সারণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, বজ্র, জরা, দারুক, বেদব্যাস,
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কঞ্চুকী,
কালপুরুষ, পৌরজনগণ, যদুবালকগণ,
প্রতিহার ইত্যাদি।

স্ত্রী

দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, মায়াবতী, গান্ধারী,
কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী, লক্ষ্মণা, পৌরাঙ্গনাগণ, পূর্ণিমা,
বৃদ্ধাঠাকুরাণী, যদুবালিকাগণ, পতিহীনা
পাগলিনী, সারিকা ও মালিকা
তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীগণ।

রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা

পুরুষ

ঋতুপর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা।

স্ত্রী

মনোবতী অপ্সরা, নর্ত্তকীগণ ও সঙ্গীগণ।

মহাপ্রস্থান

মহাপ্রস্থান

প্রস্তাবনা

কুরুক্ষেত্র প্রান্তর

(পতিহীনা পাগলিনীর গান)

প্রলয় তালে নাচ্‌লে যে শিব
করলে একাকার।
পায়ের তলে ছুট্‌ল আগুন
পুড়্‌ল ত্রিসংসার।
এই যে মোহন ধরা—
ছিল সফল, হল বিফল
করলে সকল হারা,
নাচের দোলায় বাজিয়ে গেলে
সজল হাহাকার—
কোন্ সে বিধাতার?
রুদ্র তোমার বজ্র খেলা, নারীর বক্ষ করলে হেলা
এই করুণার অপার জ্বালা, জ্বাল্‌লে বক্ষে যায়,
সইতে জন্মতার—

বল, বল, বল ও শিব, এই যে হাহাকার
কোন্ সে বিধাতার !
কেবা দায়ী হবে বল তার ॥

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি ! বলিতে পার, পতিহীনা ওই
পাগলিনী আকুল ক্রন্দনে, তুলেছে যে
তীব্র হাহাকার, কোথা পরিণাম তার—
যে প্রশ্ন করিল নারী, পার দিতে তুমি
উত্তর তাহার ?

সাত্যকি। আমারে জিজ্ঞাসা কেন
কর হে কেশব, তুমি বিধায়ক এর ;
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র রচনা তোমার—
উত্তর তাহার, তুমি ভাল জান !

শ্রীকৃষ্ণ। কেবা
দায়ী ? ধর্ম্ম ? ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ্য তারি
তরে এত হিংসা, এত রক্তপাত...কেবা
দায়ী,···আমি ! আমি কেন ? না-না ক্ষত্রিয়ের
অত্যাচার, দুর্য্যোধন প্রতীক যাহার।

সাত্যকি। তাই লোকে বলে বিষ্ণুমায়া, বুঝিবারে
অশক্ত এ শিশু তব। কহ নারায়ণ !
ইঙ্গিতে তোমার অগ্নিগিরি মহাবহ্নি
করিল উদ্গার, উদগ্র অশনি ঘোর
রথের ঘর্ঘরে, কালানল জ্বালি পুণ্য
সমস্ত পঞ্চকতীর্থে, মহাতীর্থ রূপে

করিলে সৃজন, পুণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান
করিলে যেথায়, বিনাশি অধর্ম্ম, সেই
ধর্ম্মক্ষেত্র হেরি, একি এ বিরাগ তব
হরি!

[দূরে নারীগণের ক্রন্দনধ্বনি উঠিল]

সাত্যকি। কেশব! কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! সাত্যকি
ওহো, কেন করুণায় বিদীর্ণ রে এই
অন্তর আমার···ওঃ! ওঃ!

সাত্যকি। একি—কহ কৃষ্ণ!
মোহমায়া বিবর্জ্জিত পুরুষ প্রধান
নারীর ক্রন্দনে তব এত কাতরতা···

[কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণার হাত ধরিয়া গান্ধারীর প্রবেশ, পিছনে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদী। তাঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে সাত্যকিকে লইয়া অন্তরালে চলিয়া গেলেন]

গান্ধারী। কই! কই, কোথা বৎস দুর্য্যোধন, কই
পুত্র মোর, হিরণ্য সুমেরু চূড়া দীপ্ত
কৌরব কুলের, মহা অভিমানী, ওরে
কোথা—ওরে কোথা তুই—বৎস মোর!

ভীম। মা, মা!

গান্ধারী। কে রে! মেঘের গম্ভীর স্বরে ডাকে, মা—মা
বলে, দুর্য্যোধন? না-না—নহে দুর্য্যোধন,
তবে? কে কে—ওহো ভীম, ভীম! পুত্রহন্তা

পুত্র মোর, ভীম! ওঃ ওঃ···যথা ধর্ম্ম তথা
জয়···

ভীম। মাতা! অধর্ম্মে পাড়িনু পুত্রে তব
দুর্য্যোধনে, গদাঘাতে করিনু নিপাত
শত ভাই সাথে—তবু কহ, যথা ধর্ম্ম
তথা জয়···

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির পুনঃ প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। তবু কহি, আমি কৃষ্ণ, শুন
আর্য্য! মধ্যম পাণ্ডব! যথা ধর্ম্ম তথা
জয়!

ভীম। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ!
কহ, মাতা! মাতা! পাঞ্চালী! পাঞ্চালী! ধর্ম্ম!
ধর্ম্ম! ওঃ! ওঃ!

কৃষ্ণ। শান্ত হও, আর্য্য ভীমসেন!
স্তব্ধ কর বাসুকী নিঃশ্বাস সম স্বর,
মোহগ্রস্ত! রাখ শোকোচ্ছ্বাস, ধর্ম্ম নহে
শুধু মনের আবেশ।

গান্ধারী। কে?, কে-কে? কেশব!
এখন' সজ্জিত তুমি, কর নাই রথ
দ্বারকার পথে, এখন' এখানে?

শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে
যাব এইবার দ্বারকায় মাতা, তবে
সব কার্য্য হয় নাই শেষ···তাই

গান্ধারী। আরো
কার্য্য আছে বাকী? কৃতস্নাত হইয়াছ
রক্তধর্ম্ম ধারে, ধর্ম্মরাজ্য তব, ওহে
পুণ্যশ্লোক! হয়েছে স্থাপন, পুণ্যযশ
দিকে দিকে করে প্রস্ফুরণ, মহিমার
রক্তকীর্ত্তি অতুল গৌরব, পচ্যমান
মেদঅস্থি শোণিত সুবাসে আমোদিতা
বসুন্ধরা, শিবাগণ করে রোল, তব
বৈতালিক দল, গৃধ্রগণ পাকসাটে
দেয় করতালি, শকুনী কর্কশকণ্ঠে
করে বেদগান, বিবশা আকুলা যত
নারীর ক্রন্দনে, বাজে বীণার ঝঙ্কার
তব ধর্ম্মের ওঁকার ধ্বনি! এখন কি
তৃপ্ত নহ তুমি?···মিটেনি মিটেনি তৃষ্ণা,
ওহে তৃষ্ণি!···

সাত্যকি। এ কি কথা, এ কি অনুযোগ
মাতা, নিজের স্বার্থের-তরে কৃষ্ণ কভু,
চাহে নাই এই যুদ্ধ, পীড়িত ধরার
ব্যথা করিবারে দূর, ভগবান স্বয়ং
পূর্ণব্রহ্ম ··

গান্ধারী। যুগ-পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভার্গব
মাতৃঘাতী, এই সমস্ত পঞ্চক তীর্থে
নিঃক্ষত্রিয় করেছিল একবিংশবার,

পঞ্চহ্রদ পূর্ণ হ'ল শোণিত ধারায়,
ভারত গাহিল গান তার, সে ভার্গব
হ'য়ে গেছে পালয়িতা বিষ্ণু অবতার,
যুগোত্তরে তুমি কৃষ্ণ, নাশি ক্ষত্রকুল
পূর্ণব্রহ্ম হ'লে, আরো কার্য্য আছে বাকী
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ ইন্দ্রপ্রস্থাসনে
পাণ্ডবের অধিকার, তবে আর কেন,
যাও বৃষ্ণি সুত, যাও ফিরে দ্বারকায়—
স্বেচ্ছান্ধা গান্ধারী কর্ণে শুনায়োনা
ধর্ম্মবাণী তুমি আর!

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুকুলরাণী!
ধর্ম্মানুমোদিত অংশ করি পরিহার,
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র চেয়েছিল চির
শান্তি প্রিয়, শান্তি-রত রাজা যুধিষ্ঠির—
মাত্র শুধু পঞ্চখানি গ্রাম, পঞ্চভ্রাতা
তরে,—কি রূঢ় পরুষস্বরে অন্ধরাজা
পুত্র দুর্য্যোধন, কি রূঢ় পরুষ ভাষা
কয়েছিল দূতে, "সুচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি
বিনাযুদ্ধে দিব না পাণ্ডবে"...মদভরে
অন্ধ দুর্য্যোধন, মত্ততায় অধর্ম্মের
লইল আশ্রয়, অধর্ম্মের পরিণাম
যাহা, ঘটনার বিঘটনে সংঘটন
করি, করেছে নিঃশেষ তার,...তবে রাণী!

প্রস্তাবনা

গান্ধারী। তবে রাণী! শোন তবে বসুদেব সুত
কৃষ্ণ, শোন বচন রাণীর—ধর্ম্মরাজ্য!
ধর্ম্মরাজ্য, সত্য যদি মনস্বিনী হয়
এ গান্ধারী, মানসে মনন যদি করে
থাকি ধ্যান, শোন কৃষ্ণ কহি তোমা, আমি—
তোমার এ ধর্ম্মরাজ্য চিরদিন রবে
এ ভারতে, চিরদিন নারীর লাঞ্ছনা,
অত্যাচার, হাহাকার, চিরদিন আর্ত্ত
স্বরে ধর্ম্মের চীৎকার, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
বৈশ্য-শূদ্রে হবে, এমনি পীড়ন, রক্ত-
ধারে তপ্ত বালু হইবে সিঞ্চিত, বার
বার কুরুক্ষেত্রে বহিবে শোণিত স্রোত,
এই ধর্ম্ম যুদ্ধ, এই রক্ত ধর্ম্মরাজ্য
চিরদিন রবে হে প্রতীক হয়ে বক্ষে
ভারতের। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! আরে বৃষ্ণিসূত
বাসুদেব, মায়াধর্ম্ম ধারী, ধর্ম্ম কথা
আমারে শোনাও তুমি!

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা শোকে তাপে
অন্তরে তোমার, বন দাবানল সম
জ্বালা জ্বলে, অর্থহীন এই বাক্যে তব,
ব্যথা নাহি বিন্ধে হৃদে, আকাশ মানস
মোর, নিরাস্পদ মন, কত মেঘ আসে
ভেসে চলে যায়, আত্ম মন্ত্রে দীক্ষিত যে

আমি—কিন্তু মৃতা ! যদুকুল বধূ-করে
ধৃতকরা তুমি, এই পুণ্য ধর্ম্মক্ষেত্র
কুরুক্ষেত্র রণস্থল মাঝে, আসিয়াছ
যে কারণে, ভুলে গিয়ে তাহা, ক্ষুব্ধ শোকে
অসংযত বচন বিন্যাসে, আর যেন
অয়ি মনস্বিনী ! ঘটায়োনা মনঃক্ষোভ
তার···দেবি !

গান্ধারী। কার মনঃক্ষোভ, যদুকুল
বধূ লক্ষ্মণার, তার মনঃক্ষোভ ? আরে
কৃষ্ণ, নিজ কুলবধূ মনঃক্ষোভ হেতু
আগে হ'তে হও সাবধান ? হায় ! হায় !
কৌরবকুলের কন্যা, গান্ধারীর প্রিয়
পৌত্রী, পিতৃকুল করিলে নির্ম্মূল তার,
মনঃক্ষোভ কিবা !

সাত্যকি। আত্মপর কৃষ্ণ কভু,
করেনি বিচার, পরদুঃখ হেতু তিনি
চিরজন্ম ধরি···

গান্ধারী। পরের মনের দুঃখে
এত দুঃখ বোধ, এত সাবধান ? কবে
হ'তে এত সাবধানী, এতদিন কোথা
ছিল এই বুদ্ধি তব, ওহে দুঃখ-বৃদ্ধি
জ্ঞাত-বোদ্ধা, শুনি, শুনি,···বিকল বিবশ
অঙ্গ শরাঘাতে যবে কর্ণ, রথচক্র

পাশে, প্রথিত করিয়া জানু স্কন্ধ দিয়া
তুলে চক্র ধরা গ্রাস হ'তে, ছিন্নবর্ম্ম
অস্ত্রহীন যোধ,—জানিতে, জানিতে তুমি
জন্মকথা তার, মর্ম্মসনে পরিচয়
আছিল তোমার তব, কেন কর নাই সেই
ক্ষণে সাবধান অর্জ্জুন সখারে, কেন
পূর্ব্বে কহ নাই পুত্র যুধিষ্ঠিরে,
কেন কহ নাই মোরে, তাহলে ত' এই
যুদ্ধ হ'তনা কেশব।

শ্রীকৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের প্রতি) সখা! সখা! লয়ে
যাও জননীরে তব···

[অর্জ্জুনের সঙ্গে কুন্তীদেবীর প্রস্থান]

বৃথা মোরে কর
দোষী, সত্যেবদ্ধ, সত্যেবদ্ধ কর্ণপাশে
আমি, রাধার তনয় বলি তাঁর সেই
দীপ্ত অভিমান···চির-সত্যাশ্রয়ী বীর,
সত্য হেতু করে মৃত্যুরে বরণ, মাতা!
আছিল বারণ, পণেবদ্ধ, ধর্ম্মবোধে
সত্য হেতু বলি নাই!

গান্ধারী। সত্য হেতু বটে, বটে? সপ্তরথী ঘিরে
যবে পাপবুদ্ধি দিয়ে অভিমন্যে করে
বধ, সাবধান কোথা ছিল তব? যবে
ঘোর অন্ধকারে, অশ্বত্থামা বিনিদ্রিত

পঞ্চ পুত্র দ্রৌপদীর করিল নিধন,
মুহূর্ত্তেকে কুরুকুল পিণ্ড লোপ হ'ল,
সাবধান কোথা ছিল তব ? যাজ্ঞসেনী
তোমার না প্রাণসখি, আত্মার আত্মীয়,
এত ভালবাস যে তাহারে, পঞ্চ পুত্র
তার অকালে, নিধন হল কেন, কহ—
আমার ত' শত পুত্র অধর্ম্মে মরিল,
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কোন্ ধর্ম্মে গেল,
ওহে ধার্ম্মিক সুজন সাবধানী ! বল,
বল শুনি ! ধর্ম্মহেতু সবি যদি তব,
তবে কি হেতু কেশব, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র
নাহি ধরিবে যাদব, করেছিলে পণ,
নিজ কুল রক্ষা হেতু বুঝি সাবধান ?
মহাযুদ্ধে যদুকুল রক্ষা পেল তায় !
কিন্তু সেই কুরুবৃদ্ধ পিতামহ রণে,
বাণে বাণে অগ্নিজ্বালা পারনি সহিতে,
প্রতিজ্ঞা করেছ ভঙ্গ, পণ রাখ নাই,
জনমিয়া হীন বৃষ্ণিবংশে, ভারতের
মহাযুদ্ধে শেষ করি অপর ক্ষত্রিয়
কুল, নিজ কুল রক্ষিলে কেশব, যাহে
লোকে কহে, নির্ব্বিরোধী যদুকুল শ্রেষ্ঠ
এ ভারতে, হিংসা কার নাহি করে তারা।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা চিরদিন ক্ষমাশীল আমি, কিন্তু

কোন মিথ্যা, কোনদিন ক্ষমা করি নাই ;
নারী তুমি, শোক জড়িমায় জড়ীভূত
মন বুদ্ধি তব, বাতুলের প্রায় তাই
কি বলিতে কি বল আমায়, হায় ! হায়
শুনে হাসি পায়, নিজ কুল রক্ষাহেতু
কেশব ডরায়···যাও যুধিষ্ঠির শোক
মোহ-গ্রস্তা মাতা, আক্ষেপ বিক্ষেপ আর
শুনিতে না পারি।

গান্ধারী। বিক্ষেপ আক্ষেপ আর
শুনিতে না পার, শোক জড়িমায় জড়
বুদ্ধি মোর, তুমি ত ধরনি গর্ভে, ওঃ ওঃ
শত পুত্র শত পুত্র, পুত্রশোকে কত
জ্বালা জান কি কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ। আর কত জ্বালা
সহি আমি, জান মহারাণী, দুঃখ ভারে
বক্ষ মোর নীল হয়ে গেছে, লোকে বলে
কৌস্তভ রতন ধরি বুকে,···শত পুত্র
তরে মাতা কাঁদ তুমি আজ, আর এই
ভারত পূর্ণিত হাহাকার, চারিদিকে
উন্মাদ চীৎকার, দৃপ্ত অত্যাচার,
লাঞ্ছনা অপার, রোগে শোকে দুঃখ দৈন্যে
মহামারী ধুন্ধুমারে সব হয়ে গেল
ক্ষয়, সে বেদনা কোন দিন জেনেছ কি

রাণী, ভারত সম্রাজ্ঞী তুমি ! কহ রাজ্ঞী
গান্ধার তনয়া, তুমি কি জাননা নিজে,
গান্ধারকুলের প্রতি কত অত্যাচার,
করেছিল ওই তব পুত্র, তব পিতা
সহ শত ভাই, তপ্তমরু বালুকার
মাঝে, প্রস্তর প্রাচীর ঘেরা কারা, এক
বিন্দু জল মিলে নাই, মনে নাই তব
সুবল নন্দিনী ? শকুনীর মুখ হতে
গলিত পতিত মাংস খেয়ে বেঁচেছিল
একমাত্র ভাই, মনে নাই ? ঐশ্বর্য্যের
তাপতপ্ত কি মদ গর্ব্বিত ওই পুত্র
তব, করেছিল অত্যাচার রাজসভা
মাঝে, এই পাঞ্চালীর পরে, মনে নাই ?
তোমারি না কুল বধু, তবে ?···সেই দম্ভ,
সেই পাপাচার করিতে দমন এত
বড় আয়োজন মোর, ভারতের অঙ্গ
হ'তে, সেই ব্যাধি করিবারে দূর, আমি
কৃষ্ণ, কারাগারে জনম আমার, চির
দিন ধর্ম্মাশ্রয়ী আমি, ধর্ম্মের সহায়
ঈর্ষাবশে ভেদজ্ঞান করি নাই কভু,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে জাগাই মানবে
ভেদাভেদ করি দূর, শোনাই অমৃত
বাণী, রে মৃত ভারত ! মহাসত্যে হও

প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান-বর্ম্মে কর জয়লাভ,
ধর্ম্ম তব একমাত্র গতি, তাই সন্ধি
আশে, এতেক করিনু যত্ন, তাই সেই
সন্দীপণি ঋষি পার্শ্বে করি অস্ত্রালাভ,
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরি নাই, হীন সূত
পণে হয়েছিনু রথের সারথী, ইচ্ছা
হ'লে, এ মেরু পৃথিবী বাণে বাণে হ'ত
খান খান, করি নাই তাহা, শুধু সৌখ্য,
শান্তি আশে সকলেরি মেগেছি সখ্যতা,
চণ্ডালেরে কোনদিন হীন করি নাই,
বৈশ্যেরে দিয়েছি স্থান লক্ষ্মীকান্ত বলি,
ক্ষত্র হয়ে রক্ষিয়াছি চির ক্ষাত্র ধর্ম্ম
আর্ত্তত্রাণ সাধনা আমার, গুণকর্ম্মে
চাতুর্ব্বণ্য করেছি বিভাগ, জাতি জাতি
করি নাই ভেদ, সকলে সমান, কেহ
ছোট কেহ নহে বড়, সম অধিকার
ল'য়ে জন্মিয়াছে সবে, বিধাতার এই
বিশ্বমাঝে, এই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম, এই
মর্ম্মে এ মহাভারত, বুঝেছ গান্ধারী !

গান্ধারী। বুঝেছি কেশব ··কিন্তু আমিও বুঝাব
তোমা, রে কপট ছল কৃষ্ণ, ধর্ম্মধ্বজী
যদুকুল সূত ! কতটুকু বুঝিয়াছ
তুমি, কত দুঃখ দেখেছ জীবনে, আর'—

আরো আছে বাকী, কুরুক্ষেত্রে যত জ্বালা
বিষদিগ্ধ বাণে জ্বালিয়াছ লক্ষ লক্ষ
রমণী হৃদয়, খাণ্ডব দাহন সম
পুড়ায়েছ ধরাবক্ষ, দিয়েছ যে তাপ,
সেই তাপ, প্রতি রোমে রোমে করাইব
পান—দুঃখ ঝঞ্ঝাহত সুনীল কৌস্তুভ
ওই, সেইদিন দুঃখের মহাগ্নি তাপে
হইবে উজ্জ্বল, বুঝিবে তখন কত
দুঃখ, কত, কত তাপ সহিছে গান্ধারী···
ঝড়াকারে বিজরীর রেখা, নীল ঘন
অন্ধ মেঘে যথা গ্রাস করে, লেলিহান
অগ্নিশিখা দিয়ে ; সিংহিকা তনয়
গ্রাসে মহাকাল ছায়, চন্দ্র সূর্য্য তারা,
তেমনি করিবে গ্রাস ঘোর মহা তমে—
বিস্ফূর্জ্জিত মহোদধি বাড়ব অনলে,
যথা গ্রাস করয়ে মেদিনী প্রলয়ের
কালে, তেমনি গ্রাসিবে তব স্বর্ণসৌধা
বিচিত্রা দ্বারকা পুরী···

[যুধিষ্ঠির ও ভীম—"মা, মা," বলিয়া গান্ধারীর পদপ্রান্তে জানু পাতিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন]

ওই ! ওই ! কৃষ্ণ
চক্ষুহীনা গান্ধারীর বস্ত্র আবরণ
ভেদি আসিছে আলোক,···দূরে দূরে, ওই

প্রস্তাবনা

তব দ্বারকা নগরে, পাপের বিচিত্র-
খেলা খেলিছে কেমন, পতি নাহি চাহে
আর পত্নীর সম্ভোগ, উন্মত্ত আসব
পানে প্রমত্ত যাদব, হিতাহিত জ্ঞান
শূন্য হয়ে, সম্পর্ক বিরুদ্ধ কার্য্যে অতি
পরিণামী, পরস্ত্রীর করিছে লাঞ্ছনা,
বীভৎস নারকী-লীলা তোমার আগারে
স্বপ্নময় ধর্ম্মরাজ্য উড়িল ফুৎকারে ;—
মহাপাপাচার,...ওই তব পুত্রে পুত্রে
আত্মীয় স্বজনে বেধে গেল রণ, হাহা !
নিজ হাতে ধ্বংস হ'ল, যদুকুল তব,
উঠিল কি হাহাকার, দস্যুতে লুণ্ঠিল
যত যদুকুল নারী,...পৃথ্বী ভেদী ওই
উঠিল অনল, সব জ্বলে গেল, হা হা !
দ্বারকা করিল গ্রাস, গর্জ্জিল সাগর
ধর্ম্মরাজ্য, ধর্ম্মস্মৃতি, ধর্ম্মের রচনা
নিঃশ্বাসে আমার সব উড়ে গেল, হাহা..

[বিকম্পিতা গান্ধারীকে কুন্তী ও ভীম
আসিয়া ধরিলেন]

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! মাতা, মাতা !
গান্ধারী। একি যুধিষ্ঠির !
কি দেখিনু, কি কহিনু আমি জিহ্বা মম

করিল কি অনল উদ্গার, প্রলয়ের
বহ্নিধুমে অন্তর কেমন যেন, তীব্র
বহ্নি উগারিল নাসারন্ধ্র দিয়ে—

যুধিষ্ঠির। শান্ত
হও মাতা…

গান্ধারী। দিয়েছি দিয়েছি অভিশাপ
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দিয়েছি দিয়েছি অভিশাপ,
হায়! হায়! কি করিনু বাসুদেব, মাতা
হ'য়ে, সন্তানেরে দিনু অভিশাপ কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও ধর্ম্মরাজ! লয়ে যাও জননীরে
এস মাতা, কেশব প্রণাম করে তোমা,
তব অভিশাপ, হোক আশীর্ব্বাদ মোর,
তাই যদি হয়, যদি তাই হয় সেই,
হোক্ যদু কুলনাশ, তবু ধর্ম্ম, তবু
ধর্ম্মরাজ্য হোক্ এ ভারতে…

[যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, গান্ধারী ও লক্ষ্মণার প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। শান্তি!…শান্তি!…
সাত্যকি এখন দাঁড়ায়ে যে তুমি, যাও
সজ্জিত করহ রথ…যাও…

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

সাত্যকি। বাসুদেব!
বাসুদেব! ভয়ত্রাতা গুরু, রক্ষা কর…
একি এ দৌর্ব্বল্য চিত্তে মোর, জগদীশ!

প্রস্তাবনা

কেন মনে হয় এই, তুমি, তুমি এর
মূল, তুমি দায়ী, সনাতন ধর্ম্মবেত্তা
মহার্ঘ্য কেশব, ঘুচাও এ ভ্রান্তি মোর
বল, বল নারায়ণ, এই হাহাকার
আর্ত্তনাদ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অপার
নহ তুমি এর, তুমি নহ, তুমি নহ!

মহাপ্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা প্রাসাদ কানন

(বলরাম ও সাত্যকি)

বলরাম। চলে গেছে হস্তিনার দুত, কি বলিল ?
দেবতা হইবে রুষ্ট, দেবতা, দেবতা !

সাত্যকি। ক্রোধ ত্যজ মহাভাগ !

বলরাম। অপ্রমত্ত আমি
বলরাম চিরদিন, ক্রোধ কভু মোর
দেখেছ কি ? না, তা নয় রে সাত্যকি, এই
দ্বারকায় বসি, কৃষ্ণ করিছে শাসন
এ-ভারত ধর্ম্মরাজ্য, কুরুক্ষেত্রে যেই
দিন গেছে দুর্য্যোধন, সেই দিন হতে

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। মনে মনে ক্ষুণ্ণ
সদা যাদবের প্রতি···

সাত্যকি। এ কি কথা কহ
নরোত্তম, যুধিষ্ঠির ক্ষুণ্ণ!

বলরাম। আশ্চর্য্য কি!
এইত স্বভাব মানুষের, আত্ম পর
ভুলি কৃষ্ণ করিল প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই
যাহাদের তরে কুরু ও পাঞ্চাল যুদ্ধ
হ'ল, আত্মীয় বিয়োগে ক্ষুব্ধ হ'ল তারা,
কৃষ্ণ নির্ব্বিকার,—আমি সদা রহিলাম
লোক অগোচরে,···যুধিষ্ঠির ভুলিল না
কুরুক্ষেত্র, তা না হ'লে, কি কারণে আজ
হস্তিনার দূত আসে জানাতে আমায়
বিন্ধ্যাচলে হতেছে অন্যায়

সাত্যকি। সত্য যদি
ঘটে থাকে তাই, দ্বারকা শাসন ভার···

বলরাম। তাইত চাহিছে তারা, ইঙ্গিতে কহিছে
তাই, বলিতেছে যাদবেরা অনাচারী,
ধর্ম্মরাজ্য চায় সাদাচার, দেব অংশে
জন্ম তাহাদের, তাই গর্ব্বে বলে আজ
দেবতা হইবে রুষ্ট—

সাত্যকি। এ সকল মাত্র
অনুমান তব।

বলরাম। 　ন্যায় খণ্ডে অনুমান
প্রমাণের অঙ্গ রূপে হয়েছে গৃহীত।
সাত্যকি। 　ভাল মানিলাম সব…

(প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

বলরাম। 　এই যে প্রদ্যুম্ন!
শুনি নাকি মৃগয়ায় অনার্য্যের সাথে
করেছ কলহ ?
প্রদ্যুম্ন। 　কলহ নয়ত' তাত!
বলরাম। 　তবে ?
প্রদ্যুম্ন। 　ক্রীড়াচ্ছলে কেহ কেহ করে
পরিহাস অনার্য্যের সনে, বুদ্ধিহীন
তারা, না বুঝিয়া করেছিল গোল,
বলরাম। 　দেখ—
কৃষ্ণ পুত্র তুমি, ধর্ম্মত্রাতা যেই, তার
বংশধর, তোমাদের অতুল গৌরব!
যাদবের সপ্তশতী বাণিজ্য তরণী,
দেশে দেশে দিকে দিকে সভ্যতার আলো
করেতেছে দান, সপ্তসাগরের পারে
করে গতাগতি, স্বর্ণময়ী এই পুণ্য
দ্বারকা নগরী, ঐশ্বর্য্যের জ্যোতিঃমুখে
মনিরত্ন দীপে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা
সম গীত বাদ্যে মুখরিত, তোমাদের

শৌর্য্যে যশে আমোদিত দিক্‌দশ, কিন্তু
তার মাঝে একি !—চিরদুঃখী বনচর
বনবাসী সাথে, তোমাদের পরিহাস
সাজেবা কেমনে···কোথায় তোমরা দিবে
জ্ঞান, দিবে শান্তি, তোমাদের জ্ঞানালোকে
হবে উদ্ভাসিত তারা, তাহা নয়, কর
কটু-তিক্ত রসাভাষ তাহাদের সনে,
তার তরে হস্তিনা পাঠায় দূত, আর
আমারে শুনিতে হয়···

প্রদ্যুম্ন। শাম্ব মত্ত হয়ে
সেথা,

বলরাম। শাম্ব ! শাম্ব ! দ্বিতীয় যে বলদেব
যাদবের ঘরে, নিজহাতে সর্ব্ববিদ্যা
শিখায়েছি যারে, তার এই···

সাত্যকি। কিছু নয়,
কিছু নয় মহাভাগ ! যৌবন সুলভ
চপলতা ভরে হয়ত বা চাঞ্চল্যের
হয়েছে প্রকাশ

বলরাম। যৌবনের চঞ্চলতা
কৃষ্ণপুত্রে নাহি সাজে, যাও দেখ, কোথা
শাম্ব···

[প্রদ্যুম্নের প্রস্থান]

সাত্যকি ! সাত্যকি ! আমি দেখিতেছি
নহে এই হস্তিনার দূত, হস্তিনার
রাজপাট বুঝি বা হইল শেষ

সাত্যকি। কহ
কিবা, বিবাদ হস্তিনা সাথে এই হেতু !

বলরাম। ওরে মূর্খ্য ! না না—বিবাদ নিজের সাথে
দেখা দেবে দ্বারকায় আজ...তাই ভাবি...
যাক্...কৃষ্ণ শুনিয়াছে...

সাত্যকি। বলি নাই তাঁরে,

বলরাম। বল নাই ?
হস্তিনার রাজদূত এসে বলে গেল,
অথচ এ কথা, কৃষ্ণকে না জানাইলে
তুমি...

সাত্যকি। শুধু আপনাকে জানাবার কথা
বলে গেছে দূত,

বলরাম। যুধিষ্ঠির বলিবারে
পারে, ওরে ! কৃষ্ণ ছাড়া আমি কেবা, যাই
দেখি,...যা হবার হবে—

সাত্যকি। বৃথা ভয় তাত !

বলরাম। ভয় ! ভয় ! হবে ভয় !

[বলরামের প্রস্থান]

(সারণের প্রবেশ)

সারণ। আর্য্য!

সাত্যকি। কে সারণ!

সারণ। কয়দিন ধরি বড়ই বিমনা যেন
হেরি আপনারে—

সাত্যকি। হঁ্যা সারণ কয়দিন
হ'তে কেবলি পড়িছে মনে কুরুক্ষেত্রে
মহাযুদ্ধ কথা—

সারণ। সে যুদ্ধের কত গল্প
শুনেছি শ্রীমুখে দেব···

সাত্যকি। জাননা সারণ,
তোমারাত ছিলেনা তখন, কি ভীষণ
ভয়াবহ রণ! কত গল্প করিয়াছি
তোমাদের কাছে, ব্যাসমুখে কালে তাহা
জানিবে ভারতে এ মহা-ভারত কথা।

সারণ। সম্প্রতি এমন কিবা হ'ল সংঘটন
যাহে আর্য্য বিচক্ষণ এত···হস্তিনার
দূত আসি···

সাত্যকি। হস্তিনার দূত তরে নহে,
আজ এই ছত্রিশ বৎসর পরে কেন
মন রহি রহি উঠিছে চমকি, সেই

প্রিয়তম সখা দুর্য্যোধন সাথে যুদ্ধ-
কথা মোর, আর মন যেন শোকভারে
হয়ে আসে নত। যবে সেই কৌরবের
মহামহাগুরু পিতামহ ভীষ্ম নিল
শরশয্যা তাঁর, কুরুক্ষেত্র সন্ধ্যাকাশে
উঠিল ফুটিয়া কি আরক্ত রক্ত আভা!
সেই কর্ণ মহাবীর, কেশবের সেই
অভূত পূর্ব্ব সে অপূর্ব্ব সারথ্য, সেই
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু অভিমন্যে যবে
সপ্তরথী ঘিরে অধর্ম্ম আশ্রয় করে
করিল নিধন, জয়দ্রথবধকালে
ফাল্গুনীর সেই অগ্নি মূর্ত্তি আর সেই
শকুনীর অট্টহাসি, কি মহা প্রলয়
তাণ্ডব, ওঃ···তারপর, তারপর সেই,
সুপবিত্রা অরুন্ধতী সমা মনস্বিনী
গান্ধারীর—রুদ্ধ আঁখি হতে বিগলিত
শোকধারা, কম্পমান স্ফুরিত অধর
রোষদীপ্ত, বস্ত্র আচ্ছাদন ভেদি সেই
তীব্র বহ্নি জ্বালা, এখন এখন যেন
হেরিতেছি চক্ষের সম্মুখে, আর সঙ্গে
সঙ্গে সেই অভিশাপ···

সারণ। গান্ধারীর সেই
অভিশাপে, আমাদের কিবা হবে!

সাত্যকি। জানি,

জানি রে সারণ, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ
বংশ তাঁর, থাকিতে কেশব কেবা করে
ধ্বংস তার, তবু এ ছত্রিশবর্ষ পূর্ণ
হবে আজ, জানি নাহি ভয়, তবু মন
কেন যেন হয় রে অবশ।

সারণ। কি আশ্চর্য্য!

আর্য্য! আপনার ভয়—

সাত্যকি। ভয়, ভয়, সেই

কথা বলে গেল বলরাম, কিন্তু ভাই
চক্রপতি কেশব যেথায়, মহামতি
উগ্রসেন সভাপাল যেথা, বন্ধু যার,
পরামর্শ দাতা যার, দেবর্ষি নারদ—
সেথা, এ সকল কি আরম্ভ হল—

সারণ। আর্য্য!

যৌবন চাঞ্চল্য এই করিয়া মার্জ্জনা
কর আশীর্ব্বাদ, বংশের গৌরব সদা
রাখিতে অক্ষুণ্ণ, দেহ রবে যতদিন
ক্রুটী নাহি হয়!

সাত্যকি। আমরা ত' বৃদ্ধ হ'য়ে

এনু, একদিন কাল, অসীম কালের
মাঝে করে দেবে লীন, কিন্তু একি, কৃষ্ণ
বলরাম এখন বিরাজমান, যদি

ঐশ্বর্য্যের দাপে এত দর্পী হয় এই
যদু বালকেরা—এর পর, তাই ভয় !

সারণ। এত কিবা ভয়ের কারণ

সাত্যকি। নাহি জানি—
রহি রহি মন কেন হতেছে উতলা,
চল যাই রাষ্ট্রপতি উগ্রসেন এবে
সুধর্ম্ম সভায়, সবে করেন আহ্বান,
নাহি জানি কেন—হয় ভয়, চল যাই !

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা প্রাসাদ কক্ষ

(লক্ষ্মণা উপবিষ্টা, সম্মুখে ধূনি জ্বলিতেছে)

লক্ষ্মণা। জাগো ! জাগো ! ত্রিনয়নী মহাঝড়াকারা
বিদ্যুৎ অলকদামে নৃমুণ্ডমালিনী
জাগো ঝঞ্ঝা ! ভৈরবী ভীষণা, ঘোরারাবা
মহারৌদ্রা কাল-কপালিনী, জাগো, জাগো,
বালার্ক মণ্ডলাকারা, হে মহা ভৈরবী !
মহাবিশ্ব কর আলোড়ন, সূর্য্যচন্দ্র
বিঘূর্ণন, মৃত্যুর দামিনী দ্যুতি, হাস

মা আমার, মহাতমে আবর গগন,
বজ্রপাণী ভীমা! শক্তি দাও, শক্তি দাও
বজ্রভেদী শক্তি দাও, সাধিতে এ নাশ!

(মায়াবতীর প্রবেশ)

মায়া। কাহার ধ্বংসের তরে নিত্য এই ধূনি
জ্বালি, থাক বসে ভৈরবীর বেশে
মহাকাপালিকে, একি কার্য্য তব, একি!

লক্ষণা। হে কাম-মোহিনী মায়া এতদিনে নাহি
জান, এল গেল কতেক বসন্ত, ব্যর্থ
হ'ল পঞ্চমের বাণ, কোন সাড়া নাহি
পেল তার, তবু, তবু বুঝিলে না
কেন কুরুকন্যা, এতকাল ধূনি জ্বেলে
বসে আছে, দ্বারকার অন্ধকক্ষ মাঝে—
কেন এই চিতা-অগ্নি দীপ্ত ধূনি
ভরি হস্তিনা করেছি ত্যাগ…

মায়া। চিতা-অগ্নি!
চিতা-অগ্নি দ্বারকা প্রাসাদে!

চূড়া পিতা দুর্য্যোধন, তাঁরই চিতার
অগ্নি।

মায়া। লক্ষ্মীর আবাসে আনিয়াছ অগ্নি

তুলি, কুরুক্ষেত্র শ্মশানের চিতা, এই
তব স্বামীর এ গৃহে...

লক্ষ্মণা। 　　　　ন মাতা, ন পিতা
ন বন্ধু ন ভ্রাতা, স্বামী কেবা মায়া

মায়া। 　　　　স্বামী
কেবা, কুলকন্যা, কুলবধূ আর্য্য ঘরে,
ভারত বংশের নারী, স্বামী কেবা, নাহি
জান তুমি? লজ্জা নাহি জিহ্বারে করিল
রোধ তব, লজ্জাহীনা!—স্বয়ম্বরে সেই,
দেবর আমার শাম্ব, করেছে হরণ।

লক্ষ্মণা। 　　মিথ্যা কথা, চুরি করি তুলেছিল রথে,
কুরুপতি বাঁধি তারে, হেয় বানরের
মত, পাশবদ্ধ করি, রাখে হস্তিনায়,
স্বয়ম্বরে করিনি বরণ আমি তারে।

মায়া। 　　তাই বটে, তব পিতা রাজা দুর্য্যোধন
দেবরের জানু ধরি শাস্ত্রমতে মন্ত্র
পড়ি উচ্চারি 'দদানি', কন্যাদান করে
নাই তারে? কুরুকন্যা নহ তুমি শুধু,
যদুকুল গোত্রে তুমি,—যাদবের বধূ
হ'য়ে আহিতা-আগ্নিকা মত দীপ্ত বহ্নি
জ্বালি, করিতেছ অকল্যাণ! শ্মশানের
চিতাধূমে দ্বারকা প্রাসাদ চূড়া কর
কালিমাখা, কি সাহসে, কোন্ অধিকারে...

লক্ষ্মণা। কোন্ অধিকারে, সে আমারে আনে এই
পাপ পুরে ?—পিতা করিয়াছে দান, হায় !
হায় ! এ দেহ আমার নয় ; এই মন
সে আমার নয়, এই দেহবাসী আত্মা
সে আমার নয়, যার ইচ্ছা, সেই, ইচ্ছা
হ'লে করিবে গ্রহণ, কেন, নারী বলি,
নয় ?

মায়া। স্বামী ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, কোথা
পাবে নারী···আরে কালামুখী এত তোর
অহংজ্ঞান ?

লক্ষ্মণা। যাও মায়া, তব স্বামী, হর
কোপানলে ভস্ম হয়ে নবজন্ম পেল
কৃষ্ণের ঔরসে, আর তুমি রতি, তাই
শম্বর অসুর গৃহে থাকি, এতদিনে
পেয়েছ মদনে, আছ সুখে দুইজনে,
তোমার মমতা হতে পারে,···সম্রাটের
কন্যা আমি, অবনত হবেনা মস্তক,
হীনবীর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত কাপুরুষ ওই
ব্রাত্যক্ষত্র পায়।

মায়া। স্বামী 'পরে এ অশ্রদ্ধা
তোর, ভাল, স্বামী যদি তোর মনে নাহি
ধরে, তার 'পরে এতই বিরাগ যদি,
যদুকুলে আনিয়াছে বলি, তাই যদি

হয় অপরাধ তার; স্বামী সনে কর্
বোঝা-পড়া, ইথেঁ, এই যদুবংশ কিসে
হ'ল অপরাধী ?

লক্ষ্মণা। কর গিয়া বাসুদেবে
এই প্রশ্ন—তিনি ভাল দিবেন উত্তর
কেবা অপরাধী।

মায়া। এত স্পর্দ্ধা, বাসুদেবে
করিব জিজ্ঞাসা, এই···

লক্ষ্মণা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসুদেবে···
বাকপটু সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, ধর্ম্মদ্রষ্টা,
ধর্ম্মহেতু সর্ব্ব কর্ম্ম যাঁর, ধর্ম্মরাজ্য
গড়েছেন যিনি, কুরুক্ষেত্র শ্মশানের
বুকে, পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে সিংহাসন
পাতি, ধর্ম্ম হেতু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
বসালেন যিনি।

মায়া। অন্যায় কি করেছেন
তিনি, ধর্ম্মের স্থাপন হেতু অধর্ম্মের
করিতে বিলয় তাঁর অভ্যুদয়, তাই
লোকে কহে "কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান"···

লক্ষ্মণা। যে আমার পিতৃকুল করেছে উচ্ছেদ ;
পিতৃপিণ্ড করে যেই লোপ, হন তিনি
নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন, কেহ নন
মোর, তাঁর রক্ত যতদুর গেছে, তাঁর

বংশ জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, যতদিন রবে
ধরামাঝে, ততদিন, লক্ষ্মণার ধুনি
জ্বলিবে এখানে, যদুবংশ মেদ অস্থি
শোণিত তর্পণে নিভিবে এ চিতা অগ্নি।

মায়া। দুর্লক্ষণে, আমি যদি হতেম্ জননী
নুন টিপে মারিতাম জন্মকালে তোর.

লক্ষ্মণা। তাই শুধু পারে ভারতের নারী, আত্ম-
সম্মানের জ্ঞান, সম্মানের ধারা তার
চিরদিন রাখিয়াছে দাসী করে তাই।
আত্মারে করিয়া ব্যভিচারী, ধর্ম্মভাণে
ধর্ম্ম করে, ভাবে তায় চতুর্ব্বর্গ ফল।

মায়া। না না ধর্ম্ম হবে কেন তায়, ধর্ম্ম হবে
তোর মত হিংসার আশ্রয় নিলে, ধর্ম্ম
হবে, স্বামীবংশ মৃত্যুকামী হলে, ধর্ম্ম
হবে সর্ব্বনাশ কামনায় পিশাচীর
মত জ্বালিলে শ্মশান অগ্নি, ধর্ম্ম হবে...

লক্ষ্মণা। না না—তাতে কেন হবে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হবে
পুরুষের ব্যভিচারে হইলে সুহায়,
ধর্ম্ম হবে তোমা সম দাসীত্বের খত
লিখে জন্ম-জন্মান্তের, সতীত্বের ধর্ম্ম
ব্যাখ্যা শিখালে নারীরে, ধর্ম্ম হবে হীন
কাপুরুষ বীর্য্যহীন নরে নারায়ণ
জ্ঞানে কায়মনবাক্যে করিলে আরতি!

মায়া।　　　কি কুক্ষণে এসেছিলি ওরে ও রাক্ষসী
এ সংসারে···

লক্ষ্মণা।　　　যাও মায়া মদন তোমার
ভাবিয়া আকুল হবে, পূর্ব্ব জন্মে কাম
গেল রুদ্রের সন্তাপে, এই জন্মে বুঝি
রতিহারা হতে হয় ফিরে, আজি নিশি
ঘোরা, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, ধীরে চন্দ্র ফেলে
পদ, অমাবস্যা আসে, অষ্টমে মঙ্গল
কেন্দ্রগত শনি, সূর্য্য-চন্দ্র বিমর্দ্দক
রাহু, শনি সাথে মিলিবে এখনি, অতি
শুভক্ষণ, গান্ধারীর অভিশাপ পূর্ণ
হবে সাধনায় মোর, হবে ফলবতী।

মায়া।　　　ওরে অলক্ষণে, তুচ্ছ সেই গান্ধারীর
অভিশাপ, বহ্নি-শ্বাস ঢালা ; যদি পতি
মোর, আর আর দেবর প্রধান, কুল
ধর্ম্ম আচরিয়া চলে ধর্ম্মপথে, যদি
মোরা যদুকুল-বধু, স্বামী পদে থাকে
মতি, না করি অধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম মানিয়া
চলি, না করি বিকার ; তুচ্ছ অভিশাপ
প্রলয় সন্তাপ, শিবের ললাট বহ্নি
তুচ্ছ তাঁর কাছে যদি ধর্ম্ম থাকে—

লক্ষ্মণা।　　　আর
যদি নাহি থাকে···

মায়া।　　অধর্ম্মের ক্ষয় হবে
ধর্ম্ম হবে জয়ী, যথাধর্ম্ম তথা জয় !

(মত্ত অবস্থায় শাম্বের প্রবেশ)

শাম্ব।　　জয় হোক্ রতিঠাকুরাণী, ধর্ম্ম হবে ;
ধর্ম্ম হবে, বিশ্বময় সুধা ধর্ম্ম তব
শিখাও মানবে, আমারে শিখাও কিছু
ধর্ম্ম হবে !

মায়া।　　একি শাম্ব···

শাম্ব।　　আহা, ধর্ম্মরাজ্য
গড়িয়াছে যেই, তার পুত্র আমি, কৃষ্ণ
পুত্র, আমি, ধর্ম্ম হবে, কানন বল্লরী
ঘেরি কুঞ্জবনে লতায় পাতায় মিলে
সহকার সাথে, বাঁধা তব প্রেমধর্ম্মে
ওহো, সুধা-ধর্ম্মময়ী হে কাম মোহিনী !
আহা কর সুধা দান, ধর্ম্ম হবে···

মায়া।　　একি
শাম্ব ! উন্মত্তের মত কাহারে অশ্রাব্য
কথা কহ, ছিঃ ছিঃ···

শাম্ব।　　আহা, যাও কোথা, যাও
কোথা আহা !

মায়া।　　ছাড় পথ, একি অনাসৃষ্টি

শাম্ব।　　কৃপাদৃষ্টি কর মায়াময়ি, যাবে কোথা

হে চন্দ্র বদনা, রাখ প্রাণ ধর্ম্ম হবে,
যাবে কোথা—

মায়া। ছাড়্ ছাড়্

লক্ষ্মণা। কামান্ধ কুক্কুর!
সাবধান বৃষ্ণি বংশ পশু!

শাম্ব। আরে কে অ…
লক্ষ্মণা—হা হা হা · ধূনি জ্বেলে ভাল করে
দেখহ ভৈরবী, তুমি কি জানিবে মর্ম্ম
এর, শালতরু অগ্নি সংস্কারে আছ
শুষ্ক হয়ে—যাও, যাও…

মায়া। রে রাক্ষস ছাড়্
মাতৃসমা আমি তোর

শাম্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, জানি

মায়া। কে কোথায় আছ রক্ষা কর, রক্ষা কর

লক্ষ্মণা। আরে রে পিশাচ কুরু-কন্যা আমি, এত
স্পর্দ্ধা তোর; সম্মুখে আমার পাপ বৃষ্ণি
সুত, দূর হ' পিশাচ,

(শাম্বকে এক ধাক্কা দিতেই শাম্ব পড়িয়া গেল)

[বেগে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ, পশ্চাতে রুক্মিণী,
কৃষ্ণকে দেখিয়া মাথা নত করিয়া শাম্বের প্রস্থান]

রুক্মিণী। জানি, জানি আমি
জাম্ববতী সুত, আজি প্রাতে এই ঘৃণ্য

নির্লজ্জ প্রমত্ত, নারী সাজে কণ্ব-আদি
ঋষিগণ পাশে গিয়া, কয়েছিল, আমি
বভ্রু-পত্নী, গর্ভভারে ক্লান্ত বড়—কহ
ঋষি কি সন্তান হবে গর্ভে মোর, দেখ—
সুরাসুর পুজিত নারদ, বিশ্বামিত্র
কণ্ব মহাতপা, তাঁহাদের অসম্মান
করে এই শাম্ব, ভল্লুকের কন্যা তুমি
আনিয়াছ গৃহে যেই দিন, সেই
হতে জানি, দুর্লক্ষণ প্রবেশিল পুরে
জাম্ববতী হতে জম্বুকের মত পুত্র তব···
চল মা আমার ; ছিঃ ছিঃ কি কহিব···

[মায়াবতীকে লইয়া রুক্মিণীর প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। যে পাপ করিতে দূর জীবনের সর্ব্ব
কাম্যদান, সেই পাপ গৃহে মোর ; সেই
অনাচার, নারীর লাঞ্ছনা, সেই পাপ
পুনঃ এই দ্বারকায়, নিজ পুত্রে, নিজ
গৃহে, সেই পাপ, পাপ, পাপ, পাপ···

লক্ষ্মণা। কাল
পূর্ণ হ'ল এতদিনে, আজি ত্র্যহস্পর্শে
অমাবস্যা, কালপূর্ণ হ'ল বাসুদেব,
গান্ধারীর অভিশাপ করহ স্মরণ ;
জাগো জাগো শক্তিরূপা মহাবিদ্যামায়া,
লোলচর্ম্মা হে ধূম্রাক্ষী গলিত দশনা,

পলিতা বিকৃতা রুচি শ্মশান পালিনী,
ধবক্-ধবক্ অগ্নি জ্বলে মহাধূমাকারা,
উড়ে এস কাকধ্বজ রথে, চর্ম্মণ্বতী
নদী হ'তে শোনিতের ধারা, পান কর
পান কর ; পান কর মিটাও ও তৃষা !
যদুকুল নিধনৈঃ স্বাহা !
যদুকুল নিধনৈঃ স্বাহা !
যদুকুল নিধনৈঃ স্বাহা !

[সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ও বজ্রপাত শব্দ]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সুধর্ম্ম সমুদ্র সভাগৃহের অলিন্দ

(বাহিরে ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত শব্দ)

[নেপথ্যে কলরব···গেল, গেল, সব গেল, সব গেল,
নারায়ণ রক্ষা কর, নারায়ণ রক্ষা কর]

(ছুটিতে ছুটিতে পৌরজনগণের প্রবেশ)

প্রথম পৌরজন। এখন টলছে, না—না—থেমেছে, থেমেছে,

দ্বিতীয় পৌরজন। উঃ কি ভীষণ ; মা বসুমতী যখন টাল খায়···

তৃতীয় পৌরজন। কৃষ্ণ বললেন, এই সুধর্ম্ম সভার এইখানে আশ্রয় নিতে, এখানে কিন্তু কিছু হয়নি, ইন্দ্রের রচা সভা কিনা—

দ্বিতীয় পৌরজন। ওই, ওই, দেখ দেখ প্রাসাদ এখন' জ্বলছে

তৃতীয় পৌরজন। কে বলছিল লক্ষ্মণারি প্রাসাদ থেকেই প্রথম নাকি অগ্নি জ্বলেছে, কৃষ্ণ দেখেছেন, সে অগ্নি জ্বলে উঠতে।

চতুর্থ পৌরজন। আরে না না, আগে হল ভুমিকম্প, তারপর বাড়ীগুলো যখন পড়তে সুরু হল, তখন দেখা গেল, এখানে সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে।

পঞ্চম পৌরজন। আরে না না তুমি ঠিক দেখনি, মাটী দু-ফাঁক হয়ে পাতাল থেকে আগুন উঠেছে…

দ্বিতীয় পৌরজন। কোন্‌টা আগে আর, কোন্‌টা পরে, তা বলা যাচ্ছে না। আমার ত' মনে হল, সব এক সঙ্গেই…

তৃতীয় পৌরজন। আরে এই যাদবপতি উগ্রসেন মহোদয়ের সামনে বড় ঠাকুর মহাশয়, কাঠি পুঁতে সূর্য্যের ছায়া মেপে, গ্রহণকাল গণনা করতে করতে বললেন,—ওরে এক্ষুনি গ্রহণ লাগবে,—কলি প্রবেশ করছে, ওই লেগে গেল—ছায়া পরিবর্ত্তন হয়েছে…দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে গেল, কাল ধোঁয়ার মত কি যেন আকাশে উঠতে লাগল, রাত্রি যে কখন এল তা জানতেই দিলে না।

চতুর্থ পৌরজন। আরে একদিনে তিন তিথি গেছে, তার পরেই এই কাণ্ড!

(ষষ্ঠ পৌরজনের দ্রুত প্রবেশ)

ষষ্ঠ পৌরজন। ওহে শুনছ, চন্দ্রভাগা, দুর্গা-মন্দির বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল, মা দেবকীর সামনে, কি হল বল দেখি?

প্রথম পৌরজন। অ্যাঁ অ্যাঁ, বল কি বল কি, চন্দ্রভাগা দুর্গা বজ্রাঘাতে চূর্ণ! দুর্গে কি করলে! কলি কলি, দ্বাপর শেষ হল, দ্বাপর শেষ হল।

দ্বিতীয় পৌরজন। বল কি, কৃষ্ণ বলরাম এখন ধরায়, কলি কি করে প্রবেশ করলে?

প্রথম পৌরজন। কলি যে কোন্‌খান দিয়ে আসে কখন তা কি জানা যায়; কাল পূর্ণ হলেই কলি আসে···

তৃতীয় পৌরজন। ওদিকে কি ঝড় উঠেছে, ওঃ দেখ, দেখ, বিদ্যুৎগুলো সাপের মত হিলমিল করে নেমে আসছে, ওঃ সমুদ্র যেন আকাশকে গিলতে আসছে, গেল—গেল, দ্বারকা ভাসিয়ে দেবে...হায়! হায়!

(সপ্তম পৌরজনের দ্রুত প্রবেশ)

সপ্তম পৌরজন। এইদিকে একটা লোককে যেতে দেখেছ?

প্রথম পৌরজন। কে, কে, কাকেও ত দেখিনি···

সপ্তম পৌরজন। আরে সে হাঁ করছে আর তার মুখ থেকে উল্কামুখী শেয়ালের মত আগুন বেরুচ্ছে···

প্রথম পৌরজন। দেখতে কাল, বলেছি কলি, কলি প্রবেশ করল।

দ্বিতীয় পৌরজন। সেই তবে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়েছে··· অ্যাঁ···

(নেপথ্যে···হাহা হাহা হাহা···)

সকলে। ওরে বাবারে, পালাও···পালাও···

[সকলে গোলমাল করিতে করিতে প্রস্থান]

(উগ্রসেনের প্রবেশ)

উগ্রসেন। শোন শোন পৌরজন নাহি ভয়, নাহি
ভয়, সুধর্ম্ম সমুদ্র-সভাগৃহ, সর্ব্ব
শ্রেষ্ঠ এ আশ্রয়, কোথা যাও, শোন সবে !

[প্রস্থান]

(বৃদ্ধাঠাকুরাণী ও একজন পৌরাঙ্গনা ও পূর্ণিমার প্রবেশ)

ঠাকুরাণী। ওই, ওই, আবার, আবার, দেখ্ ত বাছা, বলি এদের হ'ল কি ? কানের কাছে অমন করে ঢাক পেটাচ্ছিস্ কেন,...নাঃ, ছেলে-পুলেগুলো এখন আর যদি একটা কথাও শোনে...

প্রথম পৌরাঙ্গনা। ঠাকরুণদিদি, ওদিকে যেয়ো না, বুড়োমানুষ কোথায় চাপা পড়বে...যেয়ো না।

ঠাকুরাণী। অ্যাঁ বলব না, খুব বলব, মাথা ধরিয়ে দিলে, আবার বলছে, দিন দুপুরে সুয্যি ডুবে গেল, যত অনাছিষ্টি কথা, দাঁড়া কেষ্টা আসুক, বলাচ্ছি, দুপুর র‍্যাত্তিরে কানের কাছে ঢাক বাজাচ্ছে গা ! দস্যি ছোঁড়ারা, মেঘের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাদ্যি বাজাচ্ছে।

পূর্ণিমা। ঢাক বাজাবে কেন, ওযে বাজ পড়ছে।

ঠাকুরাণী। কি—কাজ করছে, কি কাজই করছে ! কেষ্ট এত করে দ্বারকা নগর পিতিষ্ঠে করলে। অমন অমন বাড়ী,

অ্যাঁ ছোঁড়ারা বড় বড় থামগুলো নেড়ে নেড়ে বাড়ী-ঘর-দ্বোর চূর্ণ করলে।

পূর্ণিমা। ছোঁড়ারা বাড়ী-ঘর-দোর চূর্ণ করবে কেন, ভূমিকম্প হল দেখলে না…

ঠাকুরাণী। কি হ'ল, ভুঁইচম্পর গাছ হল, আ মরি মরি, বলে অমন পারিজাত এনে দিলে তাতে ছোঁড়াদের মন উঠ্‌ল না, ভুঁইচম্পর গাছ হ'ল, বাড়ী ঘর দ্বোর ভেঙে ভুঁইচম্পর গাছ হল…অ দেবকী, দেবকী,—

প্রথম পৌরাঙ্গনা। দেবকী ঠাকরুণ কি এখানে আছেন! চল চল—আমরা ওদিকে যাই, ওইখানে গিয়ে একটু বোসবে চল না…

ঠাকুরাণী। পঁয়তাল্লিস গণ্ডা বয়েস হল, এমন দৌরাত্মি ত' কখন দেখিনি মা, হ্যাঁরা কেষ্টা-বলা গেল কোথায়? ছোঁড়াদের একটু শাসন করতে পারে না—ওই দেখ,…ওই, অ সাত্যকি, সাত্যরে, অ সাত্য, বলি তোদের হোল কি রে, এত রেতে অমন মারমুখো হয়ে কোথা যাচ্ছিস্—হ্যাঁরা, এরা সব ক্ষেপল নাকি…

(নেপথ্যে কলরব)। ওই পালাচ্ছে,…ওই পালাচ্ছে…

পূর্ণিমা। ঠাকরুণ দিদি! চল, চল, এদিকে আবার ভিড় হবে। আবার কিসের গোলমাল, চল চল ওদিকের ঘরে চল।

[ঠাকুরাণীকে লইয়া পৌরাঙ্গনারা নিষ্ক্রান্ত হইল]

(নেপথ্যে)। এই দিকে, এই দিকে, ওই পালাচ্ছে।

(কালপুরুষকে তাড়া করিতে করিতে
ধনুর্ব্বাণ হস্তে সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। এইবার, এইবার বিন্ধিব তোমায়,
রে পিঙ্গল বিকট বরণ কালমূর্ত্তি,
প্রবেশিছ সুধর্ম্ম সভায়, আর নাহি
পথ, যাবে কোথা, পালাবে কোথায়, রেণু
রেণু করি ওই মূর্ত্তি তোর, উড়াইব
ঝড়ের বাতাসে…

(বার বার তীর নিক্ষেপ)

কালপুরুষ। হাহা হাহা হাহা—হাহা…

[নিষ্ক্রমণ।]

সাত্যকি। একি, প্লাবনের ধারা সম বর্ষিলাম
মহা অস্ত্র যত, সব ব্যর্থ, যত করি
অস্ত্রাঘাত, শূন্যে শুধু উঠে হাহা ধ্বনি
কই কোথা মূর্ত্তি, কেমনে মিলাল, কেহ
নাই, শেষ হল তুনীরের শর।

(উগ্রসেন, বসুদেব, সারণ প্রভৃতির প্রবেশ)

উগ্রসেন। একি
শূন্যে বিচকিত হয়ে, ঘন শ্বাস বহে,
সাত্যকি! সাত্যকি! দেখেছ কি তুমি, সেই

মুণ্ডিত মস্তক পিঙ্গল বরণ রক্ত
আঁখি বিঘূর্ণিত ভাঁটার মতন—

সাত্যকি। শেষ
হ'ল তূণীরের শর, প্রতি পদে তারে
করিনু তাড়না, নারিলাম বিন্ধিতে সে
মায়া-কায়া…

বসুদেব। কোন্ পথে গেল, এই
দেখিনু সকলে সুধর্ম্ম সমুদ্র-গৃহ
দ্বারে, এইমাত্র দেখিলাম সবে, কোন্
পথে পলাইল।

সাত্যকি। নাহি জানি তাত, একি
এ বিস্ময়…প্রথম হেরেছি লক্ষ্মণার
প্রাসাদ অলিন্দে, জিজ্ঞাসিনু সেইক্ষণে
কেবা তুমি, দিল না উত্তর, শুধু রক্ত
আঁখি মেলি হাসিল বিকট হাস্য।

সারণ। হাসি
নয় যেন বজ্রপাত পরতে পরতে!

সাত্যকি। হানিলাম বাণ, মিলাল অমনি
ছায়ার মতন, এই আছে এই নাই।

বসুদেব। কৃষ্ণ কোথা—কৃষ্ণ কোথা!

সাত্যকি। অন্ধকারে মাত্র
একবার বিদ্যুৎ আলোকে দেখিয়াছি
তাঁরে। ছুটিছেন রাজপথে, আর্ত্তত্রাণ

হেতু, তাত! চিরঅভীঃ আমি, ভয় হতে
ভীষণ প্রকৃতি মোর, তবু বিকম্পিত
হৃদয় আমার, সত্য কিম্বা ছায়ামূর্ত্তি!

উগ্রসেন। কি বুঝিলে বসুদেব, জীবনে এমন
কভু দেখি নাই আমি···

বসুদেব। মহা দুর্লক্ষণ,
দেখিয়াছি বহু ঝঞ্ঝা অশনি নিপাত,
ভীষণ করকাধারা অগ্নি বরিষণ,
দেখিয়াছি মহোর্শ্মি চঞ্চল সিন্ধু, উগ্র
ফেন মুখে বাড়ব অনল তুলি ঊর্দ্ধে
চায় গ্রাসিবারে বজ্রগর্ভ মেঘে,
কিন্তু তাত এ হেন নিশায় দেখি নাই
কভু, ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস মহাঝড়
অগ্নি বরিষণ, সব এক সাথে, যেন
মহা প্রলয় সূচনা···

উগ্রসেন। আবার, আবার
ওই যায়!

বসুদেব। সাত্যকি, সারণ! লহ অস্ত্র
ধাও তীব্র বেগে, ওই যে পলায়, ওই
ওই, কর অস্ত্রাঘাত, কর অস্ত্রাঘাত।

(নেপথ্যে)। হাহা হাহা হাহা হাহা···

উগ্রসেন। হে ইন্দ্র! হে পর্জ্জণ্য! রক্ষ এ দ্বারকায়
সম্বর, সম্বর তব ক্রোধ।

(সারণ ও সাত্যকির পুনঃ প্রবেশ)

সারণ।　　　　করিলাম
অস্ত্রাঘাত, অগ্নিদগ্ধ মোর তরবারি
দ্বিখণ্ডিত হের শুধু, মূর্ত্তি কোথা গেল !
কি আশ্চর্য্য তাত···কি এ অসুরীয় মায়া···

(দেবকীব প্রবেশ)

দেবকী।　ওরে কৃষ্ণ কোথা, হায়, হায়, সাত্যকিরে
সব গেল, সব গেল, সাধের দ্বারকা
দ্বাদশ যোজন ব্যাপী স্বর্ণসৌধ তার
মণিময়া ভূষণ-নগরী, গেল গেল—

(নারদের প্রবেশ)

সব গেল···
এই যে দেবর্ষি !　কোথা কৃষ্ণ !

নারদ।　　বলদেব সনে কৃষ্ণ আহত পতিত
যারা, তাহাদের সুব্যবস্থা শুশ্রূষার
তরে, ফিরিছেন ঘরে ঘরে, দেবি ! দেবি !
এমন দুর্দ্দিন ভারতে দেখিনি কভু।

দেবকী।　　হে দেবর্ষি ! রক্ষা কর, কৃষ্ণের জননী
আমি, নারায়ণে গর্ভে ধরি যত কিছু

পুণ্য আমি করেছি সঞ্চয়, সব দেব,
সব দেব, নিবেদন করি তব পায়—
রক্ষ দ্বারকায়,—রক্ষ দ্বারকায়।

নারদ। রাম!
রাম! দেবক নন্দিনি! কৃষ্ণের জননী
তুমি? নারায়ণ! নারায়ণ! যাঁর সৃষ্টি
তিনি রক্ষা করিবেন এসে, আমি কেবা,
মহাকাল ছায়ামূর্ত্তি হেরিয়াছি পথে
বড়ই অশুভক্ষণ···

দেবকী। কুক্ষণে দেবর্ষি
আমি বধূরূপে কুরুকন্যা আনিলাম
গৃহে, কুক্ষণে মথুরা ত্যজি' দ্বারকায়
বসানু নগর···

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কুক্ষণে ধর্ম্মের ঘরে
পাপ প্রবেশিল, কুক্ষণে মানব হয়ে
ধর্ম্মরাজ্য আসে করি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান,
কুক্ষণে জনম লভি কংস কারাগারে,
করিলাম এত, মাতা! মাতা!

দেবকী। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ
রক্ষা কর! রক্ষা কর! লক্ষ লক্ষ প্রজা

কোটী কোটী সন্তানের জননীরে আমি,
সব গেল রক্ষা কর...

শ্রীকৃষ্ণ।　　　　কাহারে রক্ষিব
মাতা, সামান্য মানব আমি। দৈব! দৈব!
দৈব অতিক্রম করি, করি অনুষ্ঠান,
সে শক্তি আমার কেথা, চূর্ণ আজি সব
পৌরুষ আমার দৈবের প্রতাপে। হের,
মাতা, দিকে দিকে দিক্ দাহ আগ্ন্যুৎপাত
নৈসর্গিক আড়ম্বর কত, কত কত
অগ্নিশীর্ষ সর্পের মতন, মহাকাশ
হ'তে নামিছে ধরণীবক্ষে, অগ্নিরাশি
করিছে উদ্গার, ওই, ওই, পারিজাত
বৃক্ষশীর্ষে হল বজ্রাঘাত, ধ্বংশ হল
সুরভি কানন, মাতা! মাতা! কৃষ্ণ যদি
হইত সমর্থ্য তব রক্ষিতে সংসার,
যদি তব কৃষ্ণ হ'ত সত্য ভগবান,
তাহলে কি কুরুক্ষেত্র হত, তা হলে কি
মানবের আর্ত্তনাদ, নারীর ক্রন্দন ধ্বনি
শুনি, আমি ভগবান, স্তব্ধ জড়বৎ
হ'য়ে দ্রষ্টাভাবে হেরিতাম এই ধ্বংশ
লীলা, তা হলে কি নিজগৃহে ব্যভিচার
হেরি, আত্মজ পুত্রেরে আজ' শেষ নাহি
করি...

(কালপুরুষকে ধরিয়া টানিতে টানিতে বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। কোথা যাবে, কোথা যাবে, রে পিঙ্গল
মহাকাল কালের কপাল, কোথা যাবে
আমি বলরাম···সৃষ্টি ধ্বংস করিবারে
আসিয়াছ তুমি, সৃষ্টি হতে তোরে আজি
করিব বিলোপ···

কালপুরুষ। হাহা হাহা হাহা হাহা···(মূর্ত্তি বিনয়)

বলরাম। আরে রে ভৈরব ছায়া—রে সত্যিকি আন্
শরাসন, মহাকালে করিব শাসন
আজ, ভাবিয়াছ সুরস মৈরেয় পানে
মত্ত বলরাম, কি করিবে আর···আন্
আন্ শরাসন, ধ্বংস কার সৃষ্টি কার
দেখাইব আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর কি কর ভ্রাতঃ!
কায়া কোথা ওর, শুধু ছায়া, কার পিছু···

বলরাম। কৃষ্ণ! তুমিও ভেবেছ মোরে বুঝি, মত্ত
সুরাপানে বলদেব কহিছে প্রলাপ,
আরে কায়া বিনা ছায়ার জনম কোথা ?
কোথা হতে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হল এই,
ছায়া যদি শুধু, কোথা হতে, এই হাস্য
ধ্বনি, বিকম্পিত করিতেছে দ্বারকার
প্রতি গৃহচুড়া···নিশ্চয় এ কায়া, কেন

আসে, কেন আসে, নাহি জানে সেই
কৃষ্ণ বলরাম জীবিত এখন ধরা
বক্ষে, যতদিন ধরা পৃষ্ঠে রবে এই
পাদপীঠ, ততদিন কালেরে দিবনা
কভু পশিতে হেথায়···

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। মা, মা সর্ব্বনাশ
হয় বুঝি আর', শাম্ব আর প্রদ্যুম্নের
সাথে বেধেছে কলহ, কোন মতে তারা
শুনে নাক কথা, এখনি, এখনি বুঝি
করে কাটাকাটি···

দেবকী। সেকি! সেকি! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ

(জাম্ববতীর প্রবেশ)

জাম্ববতী। পিতা! পিতা!

বসুদেব। কেন, কেন, কি হল' মা,

জাম্ববতী। শাম্ব
আর প্রদ্যুম্ন দুজনে, ভীষণ কলহে
মত্ত, দুই ভাই করে বুঝি হানাহানি
কেহ নাহি শুনে কোন কথা, দারুকেরে
কহিয়াছে কটু কথা কত···

বসুদেব। কি কারণে—

(দারুকের প্রবেশ)

দারুক। 　মহাত্মন! ক্ষম অপরাধ—রথ লয়ে…

বসুদেব। 　কি দারুক স্তব্ধ হলে কেন,

দারুক। 　মহাত্মন!
বাক্য না যুয়ায় মোর, রথ লয়ে যবে
লয়ে যাই গৃহে, পথে শাম্ব অশ্ব রজ্জু
লয়ে করে টানাটানি, অশ্ব দ্রুত ধায়,
অশ্ববল্গা হস্তচ্যুত হয়ে রথশুদ্ধ
পড়ে গিয়া সাগরের জলে ; নভস্পর্শী
তরঙ্গ ভীষণ করিল করিল প্রভু,
গ্রাস, রথ অশ্ব সব, এক সাথে গেছে
প্রভু, বরুণ ভাণ্ডারে, অতলান্ত জলে…

শ্রীকৃষ্ণ। 　সুসংবাদ! হে দারুক! অতি সুসংবাদ
সাগরে গ্রাসিল রথ, প্রয়োজন কিবা
আর,—যে বস্তুতে নাহি প্রয়োজন, তার
তরে কেন বা ব্যাকুল—মেদিনীর বক্ষে
আর সে গরুড়ধ্বজ, করিবেনা কভু
বজ্রের নির্ঘোষ সম রথের ঘর্ঘর,
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর আর নাহি হবে,
আর কভু ক্ষত্রিয়ের উন্মাদ চীৎকার
সাথে ভয়ার্ত্তের কাতর ক্রন্দন শুনি,
কাঁদিবে না প্রাণ, আর রাজসূয়, যজ্ঞ-

অশ্বমেধ, কুরুক্ষেত্র, ধর্ম্ম সিংহাসন
আর নাহি হবে, কার্য্যশেষ, কার্য্যশেষ !
না না···আরো আছে বাকী, চল চল, আরো
আছে বাকী···

[বলরামের হাত ধরিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান]

দেবকী ।　　দেবর্ষি ! দেবর্ষি ! একি কথা
কৃষ্ণ বলে গেল···

নারদ ।　　মাতা ! কৃষ্ণ বলে গেল,
আরো আছে বাকী, আরো আরো আছে বাকী !

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রতীর

(প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব)

প্রদ্যুম্ন ।　　বংশের কলঙ্ক তুই,

শাম্ব ।　　আর তুমি এই
বংশের গৌরব, যদুকুলে গরিমার
ধ্বজা ।

প্রদ্যুম্ন ।　　ব্যভিচারী মূর্ত্তিমন্ত পাপ,
আরে ভল্লুকী সন্তান !

শাম্ব ।　　সাবধান, পুনঃ
যদি মাতৃনামে কহ কটু কথা আর,

উপাড়িয়া ওই জিহ্বা তব, দিব ফেলি
পথের কুক্কুরে।

প্রদ্যুম্ন। আরে কামান্ধ কুক্কুর !
এত স্পর্দ্ধা, অস্ত্র ধর্, অস্ত্র ধর্,

শাম্ব। অস্ত্র !
না না—অস্ত্র না ধরিব, খর নখে ওই
বক্ষ তোর, বিদারিয়া দেখাইব আমি
ভল্লুকীর স্তন্যদুগ্ধ কত গাঢ়, আমি
শাম্ব, আয় দেখি, কত বলে বলী তুই !

[শাম্ব প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করিল]

(মায়াবতীর প্রবেশ)

মায়া। আর্য্যপুত্র ! আর্য্যপুত্র ! কি কর, কি কর
দেবর, জ্যেষ্ঠ যে তব !

শাম্ব। তুমি, তুমি,—তুমি
কেন এস মাতা হেথা, সুরাপান-মত্ত
বিহ্বল পরাণ, জ্ঞানহীন, করিয়াছি
মাতৃ-অমর্য্যাদা, ক্ষমা,—ক্ষমা কর দেবি !

[মায়ার পদতলে পড়িল]

প্রদ্যুম্ন। সরে যাও রতি, তোমার ও বিলাসিনী
মূর্ত্তি আর হবে না দেখাতে ! আসিয়াছ
রক্ষিতে দেবরে, নির্লজ্জা !

মায়া। না প্রভু! না—না—
দেবরে রক্ষিতে আমি আসি নাই হেথা,
আসিয়াছি যাদবের এ ঘোর দুর্দ্দিনে
রোধিবারে এই অনাচার···এ অধর্ম্ম,
এ অন্যায়···

প্রদ্যুম্ন। আরে কাল ভুজঙ্গিনী, কথা
দিয়ে আমারে ভোলাও, তুমি নাহি দিলে
এ প্রশ্রয়, কি সাহসে শাম্ব স্পর্শে, অঙ্গ
তব, পুনঃ দেখি দেবরে মমতা বড়।

মায়া। নারায়ণ পুত্র তুমি, নারায়ণ সম
তুমি স্বামী, প্রভু! তুমি জান, তুমি জান
অন্তর আমার, কোন পাপ করি নাই
কায়-মন-বাক্যে আমি।

প্রদ্যুম্ন। কোন পাপ কর
নাই তুমি, মায়াবিনী নরকনাগিনী
শম্বর অসুর গৃহে থাকি শিখিয়াছ
মায়াবিদ্যা যত, আজি তার করি এই
শেষ—

মায়া। হান, হান অস্ত্র! মৃত্যুরে না ডরে
মায়া!

শাম্ব। সম্বর! সম্বর! কামদেব! আমি
করেছি অন্যায়, দ্বন্দ্বে যদি থাকে সাধ
কর দ্বন্দ্ব মোর সনে—

মায়া।　　না না, হোক্ মৃত্যু
তাহে যদি মিটে এ বিবাদ, হয় শান্তি
রক্ষা হয় যদুকুল···

প্রদ্যুম্ন।　　দেখি কেবা রক্ষে
তোরে,—

শাম্ব।　　আরে মূর্খ—নারী অঙ্গে তুল হাত—

[উভয়ের আক্রমণ]

মায়া।　　কে কোথায় আছ দ্বারকায় শীঘ্র এস,
শীঘ্র এস, রক্ষা কর, হয় সর্ব্বনাশ!

(দ্রুত জরার প্রবেশ)

জরা।　　নারীকণ্ঠে আর্ত্তনাদ হেথা ··কে কে, একি
শাম্ব! প্রদ্যুম্ন! কে? কি ব্যাপার!

[উভয়কে পৃথক করিয়া দিল]

(জাম্ববতীর প্রবেশ)

জাম্ববতী।　　শাম্ব! শাম্ব!
ছিঃ ছিঃ—একি মায়া! মা—মা!

শাম্ব।　　মাতা, লয়ে যাও
বধূরে তোমার, দ্বন্দ্ব হয় হোক্, দ্বন্দ্বে
নাহি ডরি···

জরা।　　শাম্ব!

জাম্ববতী।　　হতভাগ্য পুত্র, ছিঃ ছিঃ
এ কলঙ্ক কালি, লিখে দিলি ভালে মোর,
ধিক্ ধিক্ ভাগ্যে, এর চেয়ে, বন্ধ্যা ছিল
ভাল,

জরা।　　অ, অ···বধূঠাকুরাণী! লয়ে যাও
মাতারে আলয়ে, আমি মিটাতেছি দ্বন্দ্ব,
একি কথা! শাম্ব! একি!

প্রদ্যুম্ন।　　তোমারে মধ্যস্থ
কেহ ডাকেনি নিষাদ

জরা।　　নিষাদ! নিষাদ!
কারে কি বলিতে হয় নাহি জান, লঘু-
গুরু জ্ঞান গেছে চলে, মাথা তুলে' কথা
সম্মুখে আমার...নাহি জান কেবা আমি?

শাম্ব।　　আরে কে অ! জরা খুড়ো, বটে, পিতামহ
মৃগয়ার ছলে, বিন্ধ্যাচলে বিন্ধিলেন
বান, আর সোনার টোপর পরি শিরে
বন হতে বাহিরিল কৃষ্ণবস্তু জরা
পুণ্যবান, খুড়ো সরে পড়, সরে পড়!

জরা।　　কি, কি, বড় বাড় বেড়েছে তোদের দেখি—

প্রদ্যুম্ন।　　কে তুমি কানীন পুত্র, স্পর্দ্ধা এত, যাও—
কেশবের পুত্র মোরা, বাসব বিজয়ী
পিতা, জানে সুরাসুরে,—তুমি কোন, আরে
চণ্ডালিনী গর্ভজাত অসভ্য বর্ব্বর

তাম্রজটা ব্যাঘ্র চর্ম্ম লৌহধনু ধরি
আসিয়াছ কৃষ্ণপুত্রে করিতে শাসন।

জরা। মতিচ্ছন্ন ঘটেছে তোদের!

প্রদ্যুম্ন। এত স্পর্দ্ধা!

[উভয়ে তরবারি খুলিল, জরা দুই জনের দুই হাত চাপিয়া ধরিল]

(বসুদেবের প্রবেশ)

বসুদেব। শাম্ব! শাম্ব! একি অনাসৃষ্টি, জরা! জরা!
তুমি হেথা? এই শুনিলাম দুই পৌত্রে
হতেছে কলহ, তুমি…

জরা। পিতা! পিতা! তব
পুরে অপমান পুত্রের তোমার, তোমা
হেতু কহে কটু মায়েরে আমার!

বসুদেব। শান্ত
হও জরা,

প্রদ্যুম্ন। অপমান কিবা পিতামহ
সত্য কথা কহিয়াছি মোরা, অনার্য্যের
স্পর্দ্ধা এত…

বসুদেব। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! নতজানু
হয়ে মাগহ মার্জ্জনা, নাহি জান কৃষ্ণ
বলরাম তুল্য সম্ভ্রম সম্মান প্রাপ্য
এঁর, পিতৃব্য তোদের! গুরুজন তব!

(বলরাম ও দারুকের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। পিতামহ! ভায়ে ভায়ে যাই হোক্ কেন,
অনার্য্যের কাছে কেন নত হব মোরা।

বলরাম। কি বলিলি, আরে অশিষ্ট বালক! কি, কি,
পিতারও পিতা যিনি, আদেশ অমান্য
কর তাঁর, শীঘ্র চাহ ক্ষমা…

জরা। থাক্ থাক্
জ্যেষ্ঠ, করনা তাড়না!

বলরাম। অবশ্য করিব—
চাহ ক্ষমা, নতজানু হয়ে

(প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব নতজানু হইল)

যাও গৃহে,
ভায়ে ভায়ে করিবে কলহ, গুরুজনে
নাহি শ্রদ্ধা, অবাধ্য সন্তান, হে দারুক!
লয়ে যাও দোঁহে!

[প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব দারুকের সঙ্গে চলিয়া গেল]

বসুদেব। বলরাম! বলরাম!

বলরাম। শান্ত হ'ন পিতা!

বসুদেব। বলরাম! বলরাম! এসবও হ'ল
দেখিতে আমায়; এই বৃদ্ধকালে, এত
গ্লানি যদুকুলে আজ, একদিকে এই
ধ্বংস লীলা প্রকৃতির; আর, আর একি!

জরা। প্রকৃতির পরিশোধ পিতা, এই হয় !
পুত্রের সম্মান রাখ নাই, পৌত্রে কিবা
দিবে হে সম্মান।

বসুদেব। শক্তিহীন আমি বৎস
করেছি অন্যায়।

জরা। শুধু কি অন্যায় পিতা,
অধর্ম্ম করেছ তুমি, ধর্ম্মরাজ্য পুত্র
কৃষ্ণ করিল প্রতিষ্ঠা, আর মাতা মোর,
বিবাহিতা পত্নী তব, কহ পিতা কোন্
রাজ্যে করে সেই বাস ?

বসুদেব। জরা ! জরা !

জরা। কহ,
কোন্ ধর্ম্মে, পুত্রবতী পত্নী ত্যাগ কর
পিতা তুমি, কোন্ ধর্ম্মে, অন্যের পরম
অধিকার কাড়ি লও বলে, শবরী কি
নারী নহে, শবরীর দেহে বহেনা কি
রক্তধারা, নাহি প্রাণ, নাহি মন, নাহি
স্নেহ, নাহিক মমতা, সুখ দুঃখ বোধ,
নাহি তার !

বলরাম। জরা ! জরা ! ভাই ! শান্ত হও।

জরা। কহ, কত দিন আর এই অত্যাচার,
অনাচার চলিবে ভারতে, আত্মজে না
করিলে স্বীকার, পত্নীরে বর্জ্জন করি

ধর্ম্মেরে ঠারিলে আঁখি, বিবেকের কণ্ঠ
চাপি নিজে দুই হাতে, সমাজের শীর্ষে
বসি রাষ্টপতি হলে, নাহি জান—নাহি
জান পিতা, বিধাতার রুদ্রদণ্ড চূর্ণ
করি দিবে একদিন।

বসুদেব। দণ্ড কি হয়নি
জরা, পৌত্রে করে পুত্রে অসম্মান, আমি
দেখিনু দাঁড়ায়ে। সমাজ শাসন ভয়ে
পুত্রে মোর করিনু অনার্য্য, পারি নাই
করিতে আপন, দণ্ড কি হয়নি মোর!
অন্ধকার বনগৃহে মাতা তোর সদা,
ফেলে আঁখি জল, দণ্ড কি হয়নি তায়!
বিধাতার রুদ্র দণ্ড আর' কতখানি
—কতখানি জরা!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বিধাতার রুদ্র দণ্ড
পিতা!...বিধাতার রুদ্রদণ্ড উঠিয়াছে
আর্য্যের আকাশে, নাহি ভয়, নাহি ভয়
আর! শোন জরা, অন্যায় যে করে আর
অন্যায় যে সহে, সম অধার্ম্মিক দোঁহে,
সম অপরাধী। উভয়ের সম শাস্তি
শাস্ত্রের বিহিত। পুত্রের অন্যায়ে পিতা

অপরাধী, পিতার অন্যায়ে পুত্র সম
অপরাধী। ধর্ম্মের শাসিত রাজ্য, পুত্র
বলি ধর্ম্ম না করয়ে ক্ষমা, পিতা বলি
ধর্ম্ম তারে না করে মার্জ্জনা, পুত্রগণ
করেছে অন্যায়, শাস্তি অবশ্য বিহিত,
পাবে শাস্তি, পাবে শাস্তি—বিধির নির্ব্বন্ধ
কেবা করে হে খণ্ডন, হয় ত বা তুমি,
কিম্বা আমি, হব শুধু নিমিত্ত তাহার।

জরা। চমৎকার! বাকপটু—বাক্যের পরম
ঘটা দেখি এবে। আজীবন পাপ পুণ্য
ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ে, অপূর্ব্ব চাতুর্য্য দ্বন্দ্ব
করিয়াছ তুমি, পাপ ত' গেল না চলে,
অধর্ম্ম ত মরিল না, অনার্য্য ত সেই
চিরতরে রহিল অনার্য্য! তবে—তবে
কিবা হেতু কর এত ছল? জানি সব,
অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরি বসে আছ এই
দাক্ষিণাত্যে, অনার্য্যের চরম নিঃশ্বাস
রুদ্ধ করি দিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভুল, ভুল জরা, বুঝ
নাই তুমি মোরে। আসিয়াছি দাক্ষিণাত্যে
অনার্য্যেরি তরে শুধু। আর্য্যের এ দৃপ্ত
অত্যাচার করিতে দমন, আমি কৃষ্ণ—
চির এ সাধনা মোর! তুমি নাহি জান

কিছু, জানে জ্যেষ্ঠ বলদেব সব। তাই
কুরুরাজ আতিথ্য না করিয়ে গ্রহণ,
হস্তিনার রাজৈশ্বর্য্য করি পরিহার,
দাসীপুত্র বিদুরের গৃহে নিজে গিয়া
মেগেছি আশ্রয়! চিরদিন দীনবন্ধু
আমি, বিক্ষোভিত এ হৃদয় মোর, দীন
হেতু।

জরা। রাখ তব হেতু কৃষ্ণ! অহেতুকী
মায়া তব, সব জানি আমি। ছল নাহি
কর মোর সনে, কহ সত্য, করিবে কি
প্রতিকার এর ?…

বলরাম। অবশ্য করিব জরা!

শ্রীকৃষ্ণ। হে সর্ব্বতোচক্ষু বীর বলভদ্র! নহ
শুধু জ্যেষ্ঠ তুমি মোর, কৃষ্ণের শ্রদ্ধেয়
শুধু নহ, সহকর্ম্মী, বন্ধু তুমি তার,
জীবাত্মার পরম আত্মীয়, তুমি জান—
তুমি জান হায় মরমের কথা মোর!
ধরায় অমর সৃষ্টি এই ইলাবৃত
ভারতের তরে, কায়-মন-বাক্যে কৃষ্ণ
করিয়াছে সেবা, কোন ত্রুটী করি নাই
শক্তি ছিল যতখানি মোর! এই পুণ্য
সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-কাবেরী-গোমতী
নর্ম্মদা-বিধৌত ভূমি, সরস্বতী তটে

উৎসাহিত সামগান মাখা, অনাহত
বেদধ্বনি ভরা…স্তূয়মান অগ্নি যেথা—
সেই ভূমি, পুনঃ আজি পাপের কবলে !
কি করিব—কি করিব, মদৈশ্বর্য্যে মত্ত
যদুকুল আজ, বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়ের
উন্মাদ বিকারগ্রস্ত রোগে অভিভূত,
কি করিব—কি করিব কহ বলদেব !

বলরাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ! সামান্য কারণে তুমি এত
অভিভূত, পুত্রগণ করে থাকে পাপ—
করিব ব্যবস্থা তার, তার তরে তুমি
এত কাতর কেশব ! জরা, ভাই, চল।

জরা। রহ, রহ জ্যেষ্ঠ, সহজ সরল প্রাণ
তব, বুঝ না এ কৃষ্ণের ছলনা, তুমি।
আমি ভাল জানি ওরে চিরদিন ধরি !
শোন কৃষ্ণ, ভাবস্রোতে ভাসিতে আসিনি
আমি ! আসিয়াছি তোমা সাথে বোঝা-পড়া
তরে, এতদিন করেছ যা যুগ যুগ
ধরি, সহিয়াছি সব, চাই জানিবারে
তুমি কি করিতে চাও এবে, এই সব
অনাচার কদাচার অরণ্য পর্ব্বতে,
মৃগয়ার ছলে পশি আরণ্যক গৃহে,
নারীর লাঞ্ছনা—এই উৎপীড়ন সব,
এর কি করিবে প্রতিকার—স্পষ্ট কহ !

শ্রীকৃষ্ণ। হবে হবে প্রতিকার, ভাই! ভাই! জরা—
অন্যের অন্যায় করিতে দমন, যদি
করে থাকি কুরুক্ষেত্র রণ, আত্মজের
অন্যায়ের তরে ততোধিক ক্রূরক্ষেত্র
করিব সৃজন। হলে প্রয়োজন, নিজ
হাতে করিব নিধন। পুত্র, ভ্রাতা, পৌত্র
তথা আত্মীয় স্বজন, নাহি দিব ক্ষমা।
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরি নাই, যদুক্ষেত্রে
প্রয়োজন হলে, কোন অস্ত্র না রাখিব
বাদ। রবে না বিষাদ আর, রে নিষাদ
ভাই, হবে হবে পূর্ণ তব সাধ, ক্ষাত্র
শক্তি করেছি নির্ম্মূল দ্বৈপায়ন হ্রদে
দুর্য্যোধন সাথে, শক্তি মোর যদুবংশ
সাথে করিব নিঃশেষ। জহ্নু মুনি সম
এই পাপ গঙ্গা আমি গণ্ডুষে করিব
পান। হে বিশ্ব আত্মন্! শক্তি দাও—
শক্তি দাও— [নিষ্ক্রান্ত]

বসুদেব। বলরাম! বলরাম! একি,
প্রমত্ত কি হইল কেশব! একি দৃশ্য।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

বলরাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কোথা যাও, কৃষ্ণ!
[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

জরা। অপূর্ব্ব ছলনা কৃষ্ণ পরম চতুর।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা—প্রাসাদ কক্ষ

(উগ্রসেন ও বসুদেব)

উগ্রসেন। শোন বসুদেব! তুমি স্নেহপাত্র মোর,
পুত্র তুল্য স্নেহ করি তোমা, জান তুমি,
আজ এই জরাজীর্ণ অবস্থা আমার ;
এতকাল ধরি করিলাম যাদবের
সেবা, যদুকুল অন্ত প্রাণ মোর—
জানি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছে সম্মান
সভাপাল রাষ্ট্রপতি বলে···

বসুদেব। বুঝিয়াছি
সব···

উগ্রসেন। বুঝ নাই বৎস···মুখ দেখি মনে
হয় ভুল বুঝিয়াছ, ভাবিতেছ তাই,
ভুলিতে পারিনি আমি কংসের নিধন্ ;
পুত্রহন্তা বলি কৃষ্ণ প্রতি কোথা কোন্
কণ্টক বিন্ধিয়া আছে নিভৃত এ বক্ষে
মোর···না তা নয় বৎস! পুত্র তরে মোর
মমতা থাকিতে পারে, পুত্রের অধর্ম্ম
তরে মমতা রাখিনি আমি···

বসুদেব। গত কথা
তুলি কেন···
উগ্রসেন। আছে প্রয়োজন, যে অধর্ম্মে
অনাচারে গেছে পুত্র কংস, জরাসন্ধ
গেছে, গেছে কুরুকুল, ভয় হয়, বুঝি
যদুবংশ ডুবে আজ কালের প্লাবনে।
আমি রাষ্ট্রপতি, যত দোষ, যত পাপ,
যতেক অন্যায়, সব করিছে আঘাত
আজি এই জীর্ণ বক্ষে মোর। গৃহ মাঝে
অন্তর বিপ্লব, বাহিরে প্রকৃতি বক্ষে
এই মহা ঝড়ে বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত
হৈমময়ী সুন্দরী দ্বারকা হয়ে গেল
ভগ্নস্তূপ, অতঃপর···
বসুদেব। দেখে শুনে জড়বুদ্ধি আমি।
তবু মনে হয় আজিকার নহে এই
পাপ, বীজ হতে অঙ্কুর যেমন, সৃষ্টি
কল্পে মহা মহীরুহরূপে পরিণত
হয়, তেমনি হয়েছে আজ। পক্ক ফল
তার অবশ্য ভুঞ্জিতে হবে···
উগ্রসেন। হবে! হবে
বলি স্থিরই বা থাকি সে কেমনে, বল,
সুরাপান নিবারণ করিনু ঘোষণা,
হল কি বারণ, মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে

যার তরে, তথাপি—তথাপি তাহা, কেন
হয় নাই নিবারণ! রাজমুদ্রা বিনা
দ্বারকা প্রাসাদ হতে, কেহ কভু কোথা
পারিবে না যেতে, করেছি নিয়ম, কই
মানিল কি কেহ? মৃগয়ার ছলে কত
অনাচার করিল এ পুত্রগণ,—তবে
কিবা হেতু সভাপাল, কিবা হেতু এই
ভোজরাজ দ্বারকার রাষ্ট্রপাল নাম?
শাসন করিলে যদি শাসন না মানে
কেবা হবে দায়ী? কর্ম্মফল পৃষ্ঠোপরি
চাপাইয়া ভার, দায়ী কর দেবতায়—
এতদিন কেন জরা পায় নাই স্থান,
আর্য্যের সম্মান কেন দাও নাই তারে?
দেবকী সম্রাজ্ঞীরূপে বেড়ায় সংসারে—
শবরী কেন বা রহে পর্ণ গৃহ মাঝে?…
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এত, তাহলে কি
হইত এমন, তুমি যারে একদিন
পত্নীরূপে করেছ গ্রহণ, কন্যা সেই
মোর,…এখন কর্ত্তব্য তব বসুদেব…
প্রতিহার…

(প্রতিহারের প্রবেশ)

সাত্যকি, হ্যাঁ শোন, বলরাম…

[প্রতিহারের প্রস্থান]

শুধু কর্ত্তব্য এ নয়, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হেতু
মনুষ্য জনম, যৌবনে করেছ ভুল
বলি, বৃদ্ধকালে সংশোধন কেন নাহি
করিবে তাহার ? শোন বসুদেব, তুমি
নিজে যাও, লয়ে এস শবরী মাতারে,
পাপ স্রোত রুদ্ধ যদি করিবারে চাও,
যদি রক্ষিবারে চাও এ আর্য্য সভ্যতা,
আনহ সংযম, ভেদজ্ঞান কর দূর,
নহে এই অনার্য্য-প্লাবন দেবতা না
পারিবে ফিরাতে।

বসুদেব। এই মরুত যজ্ঞের
অবসানে যাহা হয়—

উগ্রসেন। যজ্ঞ ! যজ্ঞ কর,
কর আয়োজন তার প্রভাসের তীরে,
পশ্চিম বাহিনী যেথা সরস্বতী নদী,
দেবোদ্দেশে শান্তি আশে দেবতার পূজা
করিতে আপত্তি কার ? কিন্তু আজি মনে
হয়, যজ্ঞ' ত অনেক হল, ইন্দ্র যজ্ঞ
বরুণ আহ্বান, পর্জ্জন্যের পূজা, এই
ভব মরুত যজ্ঞের হোম, এতকাল
ধার করিতেছি মোরা। উষশী মরুর
দেশ হতে যেই দিন আসে আর্য্য এই
ইলাবৃতে সেইদিন, হতে যজ্ঞ, যজ্ঞ,

যজ্ঞানল ধূমে আর্য্যাবর্ত্ত ধূমাকার।
কিন্তু যে সভ্যতা প্রচারের তরে, এত
ঘটা, এত যুদ্ধ, অনার্য্যের উপকার
কিবা হ'ল তায়, যজ্ঞানলে শুধু যত
অনার্য্য মরিল পুড়ে, গৃহহীন হল
তারা। সত্যই ত মনে হয়, বলদৃপ্ত
হয়ে সব নিছি কেড়ে, করেছি পতিত
তাহাদের। সেই দেবতার আবাহন
আজি পুনঃ কাহারে রক্ষিতে বসুদেব ?
মানুষেরে করিলাম হীন, জড়, মূক
বেদহীন করিয়া তাদের, করিলাম
অপমান, দেবতা করিবে রক্ষা কেন ?

বসুদেব। কুলপ্রথা—দেবতার কাছে চিরদিন
যাচিতেছি তাই···

উগ্রসেন। সন্দেহ এসেছে মোর,
এই ধর্ম্ম কিনা···বিধাতার সৃষ্টি তারা,
তারাও মানুষ, দেবতা কি মুখ তুলে
চাবে আর···দেবতা কি আমাদেরি শুধু
তাহাদের কেহ নয়···সন্দেহ হতেছে
বসুদেব !

বসুদেব। ভাবিবার কথা বটে তাত

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি।　　প্রভাসের আয়োজন সকলি প্রস্তুত
তাত ! সারণের 'পরে দিয়েছি বাহিনী
ভার, আমি কৃষ্ণ, এক সাথে যাব।

উগ্রসেন।　　আর
লক্ষ্মণার কি ব্যবস্থা হ'ল ?

সাত্যকি।　　লক্ষ্মণারে
করেছি জিজ্ঞাসা, বলে যজ্ঞ মহোৎসবে
আমি কেন···

বসুদেব।　　না না তাকি হয় এই
ভগ্ন দ্বারকা প্রাসাদ, সেকি কথা,

উগ্রসেন।　　শোন
বসুদেব, কহ গিয়া দেবকীরে যাতে
সেই লয়ে যায় লক্ষ্মণারে সঙ্গে তার
বুঝায়ে-সুঝায়ে, সব যাব চলে, একি
কথা···

[দূরে ভেরীর শব্দ উঠিল]

সাত্যকি।　　বাহিনী প্রস্তুত মহাভাগ তবে
মোরা হই অগ্রসর।

উগ্রসেন।　　সুসম্পন্ন সব
আয়োজন তবে, ভাল, হও অগ্রসর

সবে···হ্যাঁ হ্যাঁ শোন, উৎসব আনন্দ তরে
কি ব্যবস্থা করিয়াছ ?

সাত্যকি। হল্লিশ নৃত্যের
করিয়াছি আয়োজন, নট নটী আর
সুত্রধর, অভিনয় করিবে সেথায়—

উগ্রসেন। ভাল, ভাল, অগ্রসর হও তবে সবে

[সাত্যকির প্রস্থান]

যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর বসুদেব ! কিন্তু
কিন্তু, দেবতা কি মুখ তুলে চাবে আর !

বসুদেব। দৈব ছাড়া কোন্ পথ আছে মহাত্মন !

উগ্রসেন। দৈব বড় বলবান, কার কথা নাহি
মানে, কর্ম্মভার চাপায়ে তুলায়, তোল
করে মানদণ্ড ধরি—তাই ভয়, এস !

[উগ্রসেনের প্রস্থান]

(দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী। পূজা দিতে চলেছ প্রভাসে ?

বসুদেব। হ্যাঁ দেবকী।

দেবকী। করিবে মরুত যজ্ঞ !

বসুদেব। সেই মত সব
করেছি ব্যবস্থা···যতদিন রব বেঁচে
ততদিন যজ্ঞ অগ্নি রবে প্রজ্জ্বলিত।

দেবকী। নারায়ণ পুত্র তব, নারায়ণ রক্ষা

নাহি করিল দ্বারকা,—মনে পড়ে আজ,
মথুরার কারাগারে যৌবনের স্বপ্ন
মোর, দেখেছিনু অর্দ্ধজাগরিত তন্দ্রা
ঘোরে, "নাহি ভয়, নাহি ভয় মা আমার!
আমি বিষ্ণু, পুত্র রূপে এনু এইবার
ঘুচাতে ধরার ভার, এই অনাচার
হাহাকার ঘুচিবে এবার"···কৃষ্ণ রূপে—

বসুদেব। কৃষ্ণই করেছে আয়োজন এ যজ্ঞের।

দেবকী। কিন্তু আমি শুনিয়াছি নারদের মুখে,
যে ভূমিতে এই যজ্ঞ হয়, সেই ভূমি
হয় যে শ্মশান। কুরুক্ষেত্রে হয়েছিল
পূর্ব্বকালে একবার, এই যজ্ঞ, ধূ ধূ
করে আজ সেথা, তপ্ত বালু রক্তস্মৃতি!

বসুদেব। নাহি ভয়, শাস্ত্র-মন্ত্রে, হবে যজ্ঞ, হবে
পূজা দেবতার, দেবোদ্দেশে দান-ধ্যান।

দেবকী। আমি ত জানিনা প্রভু, অন্য যজ্ঞ আর,
পুত্ররূপে পাইয়াছি কৃষ্ণ, সেই মম
ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই ভগবান মোর।

(লক্ষ্মণার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বজ্রের প্রবেশ)

বজ্র। দেখ দেখ ঠাকুরণ্ দিদি, দেবী লক্ষ্মণা বলছে, প্রভাসে যাব না···

লক্ষ্মণা। কেন টানছ, আমি সেখানে গিয়ে কি করব!

বজ্র। বাঃ রে, সবাই আমরা যাব, সেখানে উৎসব হবে, না—তোমায় যেতেই হবে।

লক্ষ্মণা। বজ্র! বজ্র! আমায় ছেড়ে দাও…

বসুদেব। তাকি হয়, আমরা সকলে সেখানে যাচ্ছি, এ ভগ্ন প্রাসাদ, এখানে তোমাকে একলা রেখে কি করে যাব—

দেবকী। সেকি কথা লক্ষ্মণা, তোমাকে এখানে রেখে আমি কি করে যাব, একলা—

লক্ষ্মণা। একলাইত চিরদিন আমি…

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। পাগল মেয়ে, চল চল, মা তুমি চল, আমি লক্ষ্মণাকে নিয়ে যাচ্ছি…

বজ্র। এইবার কেমন, যাবে না বৈকি, আমাদের সেখানে কত উৎসব হবে…বলাই দাদা বলেছেন আমরা উৎসবের পর সপ্তশতী তরণী করে লোহিত সাগরে বেড়াতে যাব—চল চল …হ্যাঁ ঠাকুরমা লোহিত সাগর রক্তের মত লাল…

রুক্মিণী। আমি ত দেখিনি চল এইবার দেখব।

লক্ষ্মণা। রক্তের মত লাল, রক্তের মত লাল—অ্যাঁ অ্যাঁ!

[দূরে শঙ্খের শব্দ]

বজ্র। চল চল ওই পাঞ্চজন্য বেজে উঠেছে।

[বজ্র, রুক্মিণী ও লক্ষ্মণার প্রস্থান]

দেবকী।　　নারায়ণ ! নারায়ণ ! বিকম্পিত কেন
　　হৃদি প্রভু ! মনে হল যেন মহাকাল
　　বাজালে বিষাণ,

বসুদেব।　　ঈশানে রঞ্জিত রক্ত
　　মেঘ...

দেবকী।　　কেবা জানে কি আছে কপালে মোর !

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রভাস প্রাসাদ-সংলগ্ন কানন,—দূরে চন্দ্রভাগা-দুর্গা মন্দির

(বসুদেব ও দেবকী)

বসুদেব। যজ্ঞ ত হইল শেষ, ভাবিতেছি তাই,···

দেবকী। দ্বারকা প্রতিষ্ঠা,—কিন্তু স্বামী !—

বসুদেব। কি দেবকী ?

দেবকী। প্রতি পলে রহি রহি কাঁপিছে অন্তর,
ক্ষমা কর প্রভু. নহি আমি বিচারক
পতির কার্য্যের, কিন্তু,···ন্যায় কি অন্যায়—
না, না···তুমি স্বামী, বেদনা তোমার যত,
ততখানি মোর,—তাই,···

বসুদেব। শবরীর কথা
শুনি—পেয়েছ বেদনা—

দেবকী। সতিনীর ভয় !
হায় ! হায় ! সতিনীর অভাব কি মোর !
আসমুদ্র হিমাচল তার পুত্র কন্যা
যার, কতখানি বেদনা তাহার, তুমি

জান, নাথ ! ম্লান মুখে জরা ফিরে, আর
ভগিনী শবরী কত দুঃখ, কত দুঃখ
তার ··কংসের ভগিনী, আমি, যদুকুলে
সম্রাজ্ঞীর মত প্রতি পদক্ষেপ মোর,
আর, সন্ধ্যাতারা হতে প্রভাতের তারা
পানে চাহি বিন্ধ্যের বনান্ত পারে বসি
পল পল, দিন দিন, বৎসর, বৎসর,
গণিতেছে অনুক্ষণ কালের তরঙ্গ···
ন্যায় কি অন্যায় তুমিই বিচার কর !

বসুদেব। সমাজের শ্যেন দৃষ্টি হ'তে,

দেবকী। বাঁচায়েছ
নিজেকে তোমার, এইমাত্র, কিন্তু ধর্ম্ম !
বিশ্বের নিয়ন্তা, সে বিশ্বতঃ চক্ষু ?
তাঁর দৃষ্টি ! কৃষ্ণের জননী আমি, কম
দুঃখ নহে মোর,···ভারত-ধর্ম্মের ত্রাতা,
জননী আমি সে তার, তুমি পিতা
তার···দেখছ কি কোন দিন, কোন ভয়,
কোন স্নেহ, কোনও মমতা, পারিয়াছে
বাধা দিতে কৃষ্ণের সম্মুখে ?

(বসুদেব মাথা নাড়িলেন)

বসুদেব। না—না—

দেবকী। তবে ?

বসুদেব।　　সে শক্তি আমার কোথা !

দেবকী।　　তোমার না পুত্র কৃষ্ণ, তোমার না পুত্র
জরা,...সাত্যকিরে বল, আমি যাব নিজে
বিন্ধ্যাচলে, আনিতে শবরী !

বসুদেব।　　যজ্ঞ অগ্নি
লয়ে ফিরিতে হইবে দ্বারকায়,

দেবকী।　　যাও
ফিরে দ্বারকায়...

(প্রস্থানোদ্যত)

বসুদেব।　　শোন, শোন,

দেবকী।　　কি শুনিব ?
সতী স্ত্রীর আকুল ক্রন্দনে,...নারায়ণ !
নারায়ণ ! তপ, যপ, যজ্ঞ, ধ্যান সব
কৃষ্ণ মোর, জগতের সর্ব্বদুঃখ ভার
বক্ষে যে আমার, তাইত পেয়েছি কৃষ্ণে...

(বলরামের প্রবেশ)

দেবকী।　　বলরাম জরা কোথা।

বলরাম।　　শাস্ত্রতর্ক করে
বসি' দেবর্ষির সাথে।

দেবকী।　　শাস্ত্রতর্ক ! সে কি
দেবর্ষির সনে ?

বলরাম।　　চতুর্ব্বেদ, ষড়ঙ্গের

অধিকারী জরা, উগ্রশ্রবা পাশে করে
সব অধ্যয়ন, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য তার !

দেবকী। হেন পুত্রে রেখেছ অনার্য্য !

বলরাম। অনার্য্যেরে
আর্য্য করিবারে এত কিবা প্রয়োজন
মাতা ? আমি ত বুঝি না,—অপরাধ এই,
তাহাদের মনুষ্যত্ব করি না স্বীকার ;
ছোট বলি তারে ; করি অত্যাচার বলে
কাড়ি লই ন্যায্য অধিকার।

(উগ্রসেনের প্রবেশ)

উগ্রসেন। জান যদি,
তবে, এতদিন কেন করিয়াছ বৎস,
এই কার্য্য ? যে প্রশ্ন করেছে জরা, সেই
প্রশ্ন আমি করি তোমা, এতদিন কিবা
হেতু, হয় নাই প্রতিকার তার, বল ?
যজ্ঞ ত' করিলে শেষ, যজ্ঞ অগ্নি লয়ে
ফিরিতেছ দ্বারকায় চিরপ্রথা মত,...
অনার্য্যের ব্যাধি যজ্ঞে কি হইল দূর ?

বলরাম। সেই প্রতিকার হেতু দাক্ষিণাত্যে মোরা
করেছি পত্তন, আর্য্যাবর্ত্তে সিংহাসন,
দাক্ষিণাত্যে সমুদ্র শাসন, সেই হেতু
ভাঙ্গিয়াছি কংস কারাগার, তারি তরে

মুক্ত করি জরাসন্ধ কারা, অত্যাচারে
করেছি দমন···

উগ্রসেন। কংস ত' মরেনি রাম!
জরাসন্ধ গেছে গদাঘাতে, কিন্তু, এই
ধরা বক্ষ কংস-কারা সম, লৌহদ্বার
দিয়া দেছ রুদ্ধ করে, মুখে বল মুক্ত
বটে, কিন্তু কংসের প্রকৃতি তেমনি ত
দাক্ষিণাত্যে করিতেছে খেলা···যাক্, শোন
বসুদেব, ঋষিরা যাবেন চলি সবে
আশ্রমে তাঁদের, বিদায়ের পাদ্য অর্ঘ্য
দিবে চল, তারপর, করিয়া বিচার
ব্যবস্থা করিতে হবে!···মা দেবকী

দেবকী। তাত!

উগ্রসেন। তুমি নিজে গিয়ে লয়ে এস শবরীরে।

দেবকী। নিশ্চয়, নিশ্চয় তাত, আমি যাব নিজে।

[সকলের প্রস্থান]

(শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জাননা নারদ, জ্ঞাতির পরম গ্লানি
আমি!

নারদ। একি কথা কহ কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য কহি'
তোমা, সহিষ্ণুতাচ্ছলে যথা লোকে করে

অরণি মথন, জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মোরে
করয়ে-দহন সদা। কি করিব, এক
দিকে চিরকাঙ্ক্ষ মমতা আমার, অন্য
দিকে কঠোর কর্ত্তব্য···নারদ! নারদ!
বিক্ষত এ বক্ষ মোর, দাও উপদেশ
ভাই, একমাত্র পরামর্শদাতা, বন্ধু,
তুমি এ সংসারে। মরুত যজ্ঞের দান-
ধ্যান হেরি ঈর্ষান্বিত জ্ঞাতিবর্গ, কহে
দেবোদ্দেশে পূজা নহে, ঐশ্বর্য্য দেখায়···
হয়েছি ব্যথিত!

নারদ। হে বিশ্ব কল্পনা মায়া
ছলনার শ্রেষ্ঠ সুরতন, সৃষ্টিস্থিতি
প্রলয়ের দিব্যমূর্ত্তি ধরি' নারদেরে
কর ছল।

শ্রীকৃষ্ণ। ছল নহে, সন্দেহ দোলায়
দুলিতেছি আমি, ভারতের তরে আমি
কি করিনু এতদিন! জ্ঞাতিবর্গ নহে
তুষ্ট, পুত্রগণ পাপ পরায়ণ, রুষ্ট
জরা; দাক্ষিণাত্যে অশান্ত অনার্য্য,
বহিঃদ্বারে ম্লেচ্ছ-দস্যু অনার্য্যের সাথে মিলি
মাঝে মাঝে রাজ্যে দেয় হানা, তবে ধর্ম্ম
প্রতিষ্ঠান কি হ'ল আমার, বল ঋষি!

নারদ। বাসুদেব! বন্ধু বলি দিয়েছ সম্মান,

বন্ধু সম কহিব হে হিতকথা। যেই
অস্ত্র হলে পরিগ্রহ, জ্ঞাতিগণ হয়
মুক, সেই অস্ত্র করহ ধারণ, বন্ধু!
জ্ঞাতির বিরোধ জন্মে যাহে, হেন কার্য্য
কভু নাহি কর, এইমাত্র উপদেশ!

শ্রীকৃষ্ণ। আর এই বিক্ষত এ মনের বিরোধ?

নারদ। বিরোধের স্রষ্টা তুমি নিজে, আমি কিবা
বলিব তোমায়, শাস্ত্র জ্ঞান, শাস্ত্রমর্ম্ম
জ্ঞান, ধ্যানগত ধ্যানমর্ম্ম অবগত
তুমি সব, তবে, আমি কিবা কব আর।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য, সত্য, আমি করেছি বিরোধ, সত্য,
যেই বহ্নি জ্বালিয়াছি নিজহাতে আমি,
পূর্ণাহুতি নিজে দিব তায়, চল বন্ধু!

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ কাননের অপরাংশ—দূরে পুষ্পকুঞ্জ

[নেপথ্যে উৎসব কলরব···হো হো···হা হা হা হা,
উৎসব আনন্দ-মত্তা বহু-বালিকাগণের গান
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

(গান)

প্রথম। এনেছি বকুল মালা পরাব লো তার গলে।
দ্বিতীয়। কার গলে লো কার গলে ?
প্রথম ও তৃতীয়। তার গলে॥
চতুর্থ। চোখে যে রচবে স্বপন ?
পঞ্চম। আনবে যে বিজয় কেতন ?
ষষ্ঠ। সাগরে করবে শাসন ?
দ্বিতীয়। বল্‌না ওলো, কার গলে ?
প্রথম ও তৃতীয়। তার গলে ওলো, তার গলে॥

[গানের সঙ্গে সকলের নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রস্থান]

(একজন যদু বালক ও বজ্রের প্রবেশ)

বজ্র। বেশ, বেশ, বেশ হয়েছে, চল ভাই। না তুমি বড় বিলম্ব করছ। দেবে, ভাই দেবে, বকুলের মালা তোমার গলায় দেবে।

যদুবালক। আঃ দাঁড়াও না ভাই, আমার ফুলের কুণ্ডলটা খুলে পড়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক করে নিই।

বজ্র। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি,…এইবার হয়েছে চল, চল।

(লক্ষ্মণার প্রবেশ)

লক্ষ্মণা। বজ্র কোথায় যাচ্ছ ?

বজ্র। আমরা উৎসবে যাচ্ছি দেবি !

লক্ষ্মণা। উৎসব ! উৎসব !

বজ্র। তুমি জাননা দেবি ! আমাদের যে অভিনয় মণ্ডপ রচনা হয়েছে, ওই প্রাসাদ-কাননের ওই পশ্চিম প্রান্তে। সেখানে নৃত্যগীত হবে, কত শত সব কলাকুশল গুণী এসেছে।…যাই দেবি তুমি, যাবে না ? আমাদের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে আমাদের আবার গানে যোগ দিতে হবে।

লক্ষ্মণা। উৎসব ! উৎসব !…এস বৎস ! চিরজীবি হও !

[যদুবালক ও বজ্রের প্রস্থান]

[বজ্র ও যদুবালক যে দিকে চলিয়া গেল. লক্ষ্মণা সেই দিকে চাহিয়া দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ উগ্র মূর্ত্তিতে উর্দ্ধে চাহিয়া রহিল]

(জাম্ববতী ও জনৈক পৌরাঙ্গনার প্রবেশ)

জাম্ববতী। একি, মা আমার একা হেথা,

লক্ষ্মণা। জানত' মা

চিরদিন ধরি একা, আমি কেহ নহি

তোমাদের

জাম্বকতী।　　নহ কেহ তাইত এতেক
দুঃখ, সংসারের এত বড় সাধ মোর
এত বড় দুঃখে ভরে গেছে…

লক্ষ্মণা।　　দুঃখ ?　দুঃখ
কিবা, ধর্ম্মরাজ্য…

জাম্ববতী।　　ধর্ম্ম কোথা কন্যা, বল,
কুলবধূ হয়ে কুলাচার সংসারের
রাখিলেনা তুমি, তুমি না হ'লে এমন
পুত্র বুঝি হ'তনা এমন।

লক্ষ্মণা।　　মোরে কেন
কর অনুযোগ, আর' তব আছে কত
কন্যা…

জাম্ববতী　　কার সনে তুলনা তোমার বল !
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি, কন্যা তাঁর
তুমি, মনস্বিনী গান্ধারীর পৌত্রী যেই,
যদুকুলে আলো করা বধূ, রূপে গুণে
বিদ্যা জ্ঞানে লক্ষ্মী স্বরস্বতী সমা !　ভাগ্য
মোর, এ হেন বধূরে করিতে নারিনু
সুখী, পুত্র মোর হ'ল উচ্ছৃঙ্খল !　নিজে
চিরদিন নারায়ণ স্বামী করি লাভ,
পুত্র লয়ে এতই কাতর, কি বলিব
মা আমার…যদুকুলে মত্ততার পাপ
আমারে দেখিতে হল !

লক্ষ্মণা। আরো কত হবে!

পৌরাঙ্গনা। কেন দেবি! কহ কথা পাগলিনী সনে।

লক্ষ্মণা। কে বলে কহিতে কথা, কথা যত ছিল,
চিতাগ্নির হোমাগ্নি শিখায়, স্বাহা মন্ত্রে
হ'য়ে গেছে শেষ···

জাম্ববতী। মাতা হ'য়ে পুত্র তরে
চাহি ক্ষমা...আর অগ্নি মন্ত্র লয়ে

লক্ষ্মণা। কেন
মাতা, কর উত্তেজিতা, যদুকুল! না-না
যাও, যাও · তোমরা উৎসবে যাও ··

[লক্ষ্মণার প্রস্থান]

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। দেবি! দেবী রুক্মিণী উৎসবে যাবার জন্য ত্বরা করতে বললেন।

জাম্ববতী। চল যাই!

[সকলের প্রস্থান]

(শাম্ব ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ—পশ্চাতে প্রদ্যুম্ন)

শাম্ব। কৃতবর্ম্মা! আজ সব সমান, বলদেব আদেশ দিয়েছেন, যজ্ঞ ত' হয়ে গেল, এখন এ উৎসবে, যত পার মৈরেয় পান কর···

কৃতবর্ম্মা। অ্যাঁ অ্যাঁ মৈরেয়, মৈরেয়, কাদম্বী দেবেনা, কাদম্বী···

শাম্ব। না যত পার মৈরেয় পান কর—

কৃতবর্ম্মা। হ্যাঁ, মৈরেয় পান কর, আর মর কেমন, আচ্ছা বলদেব কি ভেবেছেন, যে তাঁর মত সুরাভাণ্ড সবাই উজাড় করতে পারে···দেখ শাম্ব! ও কাদম্বী না হলে...উহুঁ··· আমোদ হবে না, চল চল·কাদম্বীর ব্যবস্থা করবে চল···

সাত্যকি। হো হো কৃতবর্ম্মা, কাদম্বীর সুযোগ হয়েছে, সুযোগ হয়েছে, চল চল···ওই বলাদাদার ঘরে ছিল আমি একটু যোগাড় করে নিয়েছি চল চল!

প্রদ্যুম্ন। আর আমরা বুঝি বাদ যাব···

কৃতবর্ম্মা। না, ওই দেখ বাজের পেছনে ফিঙে লাগল···

প্রদ্যুম্ন। কি তুমি আমায় ফিঙে বলে পরিহাস কর!

শাম্ব। আহাহা···কলরব কর কেন, কলরব কর কেন, আরে বলাই দাদা কলরব করতে বারণ করেছে যে···সাত্যকি সাত্যকি···চল···চল···কাদম্বী! আহা···কাদম্বী!

সাত্যকি। শাম্ব তুমিইত সবার চেয়ে কলরব করছ, না এর মধ্যেই মাতাল!

শাম্ব। মাতাল নয়, মাতাল নয়, আমরা পাতাল পানে যাচ্ছি চল চল কাদম্বী দেবে চল···হো···হো···কাদম্বী! কাদম্বী!

[সকলের প্রস্থান]

[নেপথ্যে কলরব···হো হো···হা হা হা হা]

(গান করিতে করিতে যদুবালকগণের প্রবেশ)

অম্বরে বাজে মেঘের ডমরু
　　অরুণ পেয়েছে ভয়।
সাগরের জল করিব মথন
　　বরুণে করিব জয়॥
রুদ্র মোদের হইবে সহায়
　　গরজিবে ফণী ফণা,
পাকে পাকে তারে করিব মথন
　　তুলিব অমৃত কণা—
পান করি হব অজার অমর
　　দেবতারা গাবে জয়।
অম্বরে বাজে মেঘের ডমরু
　　অরুণ পেয়েছে ভয়।
সাগরের জল করিব মথন
　　বরুণে করিব জয়॥

প্রথম বালক। ওরে ভাই! আমাদের এক নতুন ঠাকুরদাদা এসেছে জানিস?

দ্বিতীয় বালক। আরে সে ত' অনার্য্য, আমাদের—

তৃতীয় বালক। এই, সাবধান, চুপ্, বলরাম দাদা বারণ করেছে না, তাঁকে অনার্য্য বলতে, জানিস নি?

চতুর্থ-পঞ্চম। (সমস্বরে) নিশ্চয়ই সে অনার্য্য, নিশ্চয়ই অনার্য্য, বলরাম দাদা বল্‌লে কি হবে।

প্রথম বালক। আমি তাকে দেখিনি ভাই!

দ্বিতীয় বালক। আমি তাকে দেখেছি, পিতামহ তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। উঃ তার গায়ে ভাই বুনো বরাহের গন্ধ!

তৃতীয় বালক। তোরা শুনচিস নি, আমি এখুনি বলাইদাদাকে বলে দেব, দেখবি এখন।

চতুর্থ-পঞ্চম বালক। না ভাই, তোদের পায়ে পড়ি—আর বলব না—চল্ চল্, আমরা রঙ্গমঞ্চ সাজান দেখিগে।

ষষ্ঠ বালক। ওরে, ভাই দেবকী দিদি পূজো করে আসছেন। চল্ চল্ আমরা আগে যাই, প্রসাদ পাব চল চল।

রুদ্র মোদের হইবে সহায়
গরজিবে ফণী ফণা—

[গাইতে গাইতে বালকদলের প্রস্থান]

(বৃদ্ধাঠাকুরাণী ও পূর্ণিমার প্রবেশ)

ঠাকুরাণী। পেরলয় অ্যাঁ, পেরলয়! হ্যাঁলা অ পূন্নিমে, ওরা সব কি বলছে। পেরলয়! পেরলয়!

পূর্ণিমা। প্রলয় বলবে কেন, ওরা জয়গান গাইছে। তুমি শুনতে ত' পাও না, ওরা সমুদ্দুর মথন করবে।

ঠাকুরাণী। কি বললি, সমুদ্দুর মন্থন! এরা প্রেভাসে এল কি সমুদ্দুর মন্থন কবতে?

পূর্ণিমা। সমুদ্দুর মন্থন করতে আসবে কেন। নাঃ, তোমার সঙ্গে আর বকতে পারিনি।

ঠাকুরাণী। সমুদ্দুর মন্থন কি হয়েছিল তা' জানিস নি, আ আমার পোড়াকপাল! সমুদ্দুর মন্থনে একদিকে দেবতারা

আর একদিক অসুররা, দুয়ে মিলে ঘোল-মৌনীর মত সমুদ্দ্‌রটাকে ঘুঁটে দিলে। উঠল বিষ, সে ত এমন তেমন বিষ নয়, সে বিষ তখন খায় কে···

(জরার প্রবেশ)

তুমি! তুমি! তুমি কে শিব, অ পুন্নিমে, বিষ উঠেছে, বিষ উঠেছে, ওই দেখ, ওই দেখ আবার ওই শিব···

জরা। শিব নয় ঠাকরুণদিদি, ঘোর অশিব আমি।

ঠাকুরাণী। রামি,—রামি নয় ঠাকুর, আমি। কেষ্টা-বলাকে কোলে কাঁকে করে মানুষ করেছি, তা জান, ওরে আমার শিব রে!

পূর্ণিমা। শিব কেন হতে যাবে, ও যে আমাদের জরা-খুড়ো।

ঠাকুরাণী। কি বুড়ো, আমায় কি পেয়েছিস লা? শিব কি কখন বুড়ো হয়,—তা হ্যাঁগা শিব, ছেলেরা ত সমুদ্দুর মন্থন করে বিষ তুললে—তুমি কি সেই বিষ পান করতে এসেছ?

জরা। বিষে জরে আছি ঠাকরুণদিদি, তাই ত আমার নাম জরা!

ঠাকুরাণী। রিষ! রিষ! কি বললে, শিবের রিষ! এ ত কখন শুনিনি। ওমা কোথায় যাব, শিবের রিষ তা বুঝেছি, তুমি যখন এসেছ তখন একটা ওলট-পালট হবেই—দক্ষ যজ্ঞে কি তুমি কম নাচ নেচেছিলে, আবার এখানেও নাচ্‌বে। প্রেরভাসে এসে সতীর পেটের জ্বালা ভুলতে পারনি, তাই পেটের জ্বালায় বিষ খেতে এসেছ, দাঁড়াও দাঁড়াও—অ

পুন্নিমে, নিয়ে আয় ত' দুটো বেলপাতা, দেখি কেমন তোর শিব আর নাচে—নমঃ শিবায়—নমঃ শিবায় শান্তায়···

জরা। রক্ষা কর ঠাক্রুণদিদি, ঝড় তুল না, ঝড় তুল না, আমি শিব নই, আমি শিব নই··· (প্রস্থানোদ্যত)

(যাদব বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সাগরের জল করিব মথন
বরুণে করিব জয়···

বালকগণ। (সমস্বরে) জরা দাদা, জরা দাদা, আমরা তোমার বাঘছাল কেড়ে নেব। আমাদের আজ উৎসব জরা দাদা! জরা দাদা!

ঠাকুরাণী। নমঃ শিবায়···নমঃ শিবায়···

প্রথম বালক। ওকি! ওকি! ঠাকরুণদিদি, কাকে ঢিব-ঢিব করে প্রণাম করছ, ওযে জরা দাদা···জরা দাদা!

জরা। আরে—আরে করিস কি···

পূর্ণিমা। ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি—ঠাকরুণদিদি করছ কি···

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। এই-তোরা সব কি করছিস, বুড়ো মানুষকে নিয়ে!

ঠাকুরাণী। অ রুক্মিণী! অ রুক্মিণী! বেলপাতা, বেলপাতা—শিব এসেছে ঠাণ্ডা কর্, ঠাণ্ডা কর্···

রুক্মিণী। কাকে কি বলছ, ওযে আমার দেবর জরা···যা পূর্ণিমা

ওঁকে মার কাছে নিয়ে যা—দেবী-মন্দিরে মা পূজোয় আছেন।

পূর্ণিমা। ঠাকরুণদিদি, চল, চল···

ঠাকুরাণী। অ্যাঁ! শিব তুষ্ট হ'ল, হবে না—হবে না, নমঃ শিবায় বলেছি, পাগল দেবতা, তুষ্ট হল।

[প্রস্থান]

রুক্মিণী। আসুন দেবর, উপবিষ্ট হ'ন হেথা,
আর্য্যপুত্র এখনি···

জরা। না দেবি, লহ মম
নমস্কার, যাই এবে আমি।

রুক্মিণী। কেন, কেন!

জরা। ঝড় উঠিতেছে দেবি এ বক্ষে আমার,
না না যাই আমি। [প্রস্থানোদ্যত]

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। জরা! জরা, ভাই,—

জরা। কৃষ্ণ!
কৃষ্ণ! না না···নমস্কার দেবি, আসি কৃষ্ণ।

[দ্রুত প্রস্থান]

রুক্মিণী। একি দৃশ্য দেখিলাম প্রভু, অগ্নি-শিখা
সম দীপ্ত কটাক্ষ জরার···ভয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় কিবা প্রিয়তমে! আজীবন বন্য
শিকারীর আঁখি, সম্মুখে দেখেছে মৃগ,

ক্ষুধিত তরক্ষু'জ্বালা অক্ষি তারকায়
উঠিয়াছে জ্বলি।

রুক্মিণী। আর্য্যপুত্র! আর্য্যপুত্র!

শ্রীকৃষ্ণ। দেবী রুক্মাবতী!

রুক্মিণী। প্রিয়তম!

শ্রীকৃষ্ণ। ঘোর ঝঞ্ঝা
উন্মাদ হুঙ্কার বক্ষে মোর, রহি রহি
উঠিছে শ্বসিয়া, কি করিনু, কি করিনু!
দ্বাদশ বৎসর হিমাদ্রির তুঙ্গ শিরে
বসি, এই হেতু করিনু তপস্যা আমি,
এই হেতু ধর্ম্মরাজ্য, এই হেতু কংস
বধ, শিশুপাল জরাসন্ধ কুরুক্ষেত্র
রণ...ওহো! ওহো!

রুক্মিণী। ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার
করিতে দমন...

শ্রীকৃষ্ণ। অত্যাচার দমিল সে
কোথা! নিজ চক্ষে হেরিয়াছ তুমি সেই
পাপ তব অন্তঃপুরে, তবে, সেই পাপ
দাক্ষিণাত্যে আরণ্যক গৃহে সেই মত
করিছে উৎখাত...দমিল কোথায় কবে?

[নেপথ্যে—সুরামত্ত যাদবগণের হাস্যরোল]

দেবোদ্দেশে পূজার্চ্চনা দিতে আসিলাম
তীর্থে প্রভাসের, ওই শোন উঠে কিবা

কাদম্বীর মত্ত কলহাস···প্রকৃতির
এই বিড়ম্বনা, জানকি কিসের খেলা ?
কার লীলা এই ? ভাবিতে শিহরে দেবি
পরাণ আমার, এর পর, এর পর
কিবা !

রুক্মিণী। স্বামী তুমি নারায়ণ, সৃষ্টি-স্থিতি
প্রলয় কারণ···

শ্রীকৃষ্ণ। নারায়ণ ! নারায়ণ !
কেবা নারায়ণ ! আশ্চর্য্য করেছ মোরে,
কি ভুল রুক্মিণী, এ হ'তে অধিক ভুল
মাতার আমার, গর্ভে ধরি মোরে, গর্ব্ব
তাঁর আমি সেই বিষ্ণু মায়া, নারায়ণ
আমি, এতদূর অভিভূত মাতা, পূজা
দিতে আসেন চরণে, অভিভূত হই
আমি, শিহরি পরাণে।

রুক্মিণী। সত্য, তুমি সেই
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী মহাবিষ্ণু,
পদতলে মহালক্ষ্মী আমি···

শ্রীকৃষ্ণ। রহ রহ
এই হেতু এ ভারত হয়েছে নাস্তিক !
মানুষে কহিনু আমি হইতে মানুষ,
ভগবান বলিল আমায়, হায় ! হায় !
কত বর্ষ, কত যুগ ওই চলে যায়,

নারিনু ফিরাতে স্রোত, সেই কুরুক্ষেত্র
শশ্মাণের রক্ত-বক্ষ পরে, ভয়ে তারা
ভগবান বলি, করিল আমার পূজা,
অলক্ষ্যে হাসিল ভগবান !

রুক্মিণী। 　একি মূর্ত্তি তব প্রভু, একি !

শ্রীকৃষ্ণ। 　ওই দেখ !
ওই যে জরার আঁখি দীপ্তবহ্নি সম
জ্বলে আজ, কার আঁখি জানকি রুক্মিণী ?
যুগ যুগান্তের পাপের সঞ্চিত জ্বালা,
ক্ষুব্ধ দীপ্ত হয়ে, বিধাতার রৌদ্ররোষ
বহ্নি রূপে দেখা দেছে আজ। অনার্য্যের
প্রতি চিরন্তন এই অত্যাচারে, যারা
নিপীড়িত, বিলাঞ্ছিত, বিতাড়িত সেই
ব্রহ্মাবর্ত্ত হতে, আজি ভাই জরা মোর
তারই প্রতীক···রুক্মাবতী ! রুক্মাবতী
ভুল, ভুল, মহা ভুল করেছিনু আমি,
পাপ দিয়ে করেছিনু পাপের নিগ্রহ,
সেই পাপ কায়া সাথে ছায়ার মতন,
অঙ্গে অঙ্গে ঘেরি মম, আত্মজে দিয়েছে
দেখা আজ, কহ কিবা করি প্রতিকার
তার, পিতা বসুদেব শবরী মাতারে
মোর,

রুক্মিণী। 　আর্য্যপুত্র ! একি কহ !

শ্রীকৃষ্ণ। না, না, দেবি!
পিতৃদ্রোহী নহি আমি, তবুও বলিব
আমি, পিতার অন্যায়, আমার অন্যায়
অপ্রমত্ত বিশ্বচক্ষু শান্ত বলরাম
তাঁরও অন্যায়—

[নেপথ্যে যদুবালকেরা—"অম্বরে বাজে মেঘের ডমরু" ইত্যাদি গান]

ওই! শোন বালকেরা
গাহে জয় গান—

রুক্মিণী। আজি তব সর্ব্বোত্তম
জয় দেব!

শ্রীকৃষ্ণ। আজি মম সর্ব্বোত্তম জয়
দেবি! হবে সর্ব্বোত্তম জয় তবে, হবে!

(বজ্রের প্রবেশ)

বজ্র। পিতামহ, পিতামহ, রঙ্গমঞ্চ সাজান হয়ে গেছে, তুমি চল শীগ্‌গির চল, তবে ত অভিনয় আরম্ভ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি অভিনয় হবে ভাই! আজ তোমাদের?

বজ্র। হরিষে-বিষাদ—

শ্রীকৃষ্ণ। হরিষে-বিষাদ! দেবি! হরিষে-বিষাদ।

[সকলের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণার প্রবেশ)

লক্ষ্মণা। অভিনয়, অভিনয়···হরিষে-বিষাদ!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রভাস উৎসব সভা—একপার্শ্বে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চ

[উগ্রসেন, বসুদেব, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও যাদবগণ উপবিষ্ট। তাম্বুলকরকাবাহিনীরা পানপাত্র লইয়া পেয় দিতেছে]

[মনোবতী অপ্সরা ও অন্যান্য নর্ত্তকীদিগের হল্লিশ নৃত্য]

গান

কে বাজায় আর কেবা শোনে।
হরি নাচে, হর নাচে, নাচে সাথে জগজ্জনে ॥
থিয়া থিয়া তাথিয়া রোল, থৈ থৈ কি হিল্লোল,
জনম মরণ দোল, দুলে উঠে ত্রিভুবনে ॥
নাচে ছন্দ নাচে তালে, ছয় রাগ বহ্নি ভালে,
(নাচে) নিশির কেশের জালে—নাচে চন্দ্র তারাগণে।
জীবন স্বপন রচে, মৃত্যু আসি মোহ মোছে,
হরিষে বিষাদ রচে, জীবন মরণ সনে ॥

সাত্যকি। সাধু···সাধু···সাধু···

কৃতবর্ম্মা। আহা, চলুক্, চলুক্
উৎসব ঘোরাল হ'য়ে আসে···বাঃ বাঃ হো হো !

সাত্যকি। কিন্তু ··কিন্তু উৎসবের মাঝে, একি গান,

(জরার প্রবেশ)

বসুদেব। আয় জরা বোস্ এইখানে,

জরা। আমি থাকি
এইখানে পিতা,

বলরাম। 　　জরা, জরা, মোর পার্শ্বে
　　এস।

জরা। 　　নিষাধের ভাগ্য আজি সুপ্রসন্ন
　　দেখি, থাক্ জ্যেষ্ঠ, আমি রহি হেথা।

বলরাম। 　　কেন,
　　কেন, কার' হতে নহ হীন তুমি, কেন
　　ভাই, এস।

জরা। 　　জীবনে প্রথম পেনু শুভ
　　সম্ভাষণ, শুভ কি অশুভ ইহা নারি
　　বুঝিবারে···না না জ্যেষ্ঠ! 　নিষাধ, নিষাধ
　　আমি···

(শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে রুক্মিণী, জাম্ববতী ও সত্যভামার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। 　　কোথায় হে···একি জরা, নিম্নভূমি
　　আসন তোমার উঠ ভাই, উঠ, একি
　　এস মোর পার্শ্বে বোস···উঠ, এস ভাই!

[হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন]

সাত্যকি। 　　(জনান্তিকে) কৃতবর্ম্মা
　　বুঝিলে না বুঝি অর্থ তার
　　সর্ব্ব জীবে সমজ্ঞান দেখান শ্রীকৃষ্ণ।

কৃতবর্ম্মা। 　　এ অন্যায়, নিষাধ বসিবে একাসনে,
　　আমরা বসিব ওর সাথে, এক পান
　　পাত্রে এই পেয় নিষাধ করিবে পান···

[শ্রীকৃষ্ণ কৃতবর্ম্মার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন]

সাত্যকি। কৃষ্ণ পেয়েছে শুনিতে, দেখিলে না আঁখি
ভঙ্গী…

কৃতবর্ম্মা। আমি বলি—

সাত্যকি। না না রহ…

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় হে
অভিনয় হবে আজ…

সাত্যকি। এখনি আরম্ভ
হবে, শুধু তোমা তরে অপেক্ষায় আছি…

শ্রীকৃষ্ণ। আমা তরে !…কোথা সূত্রধর !

(সূত্রধরের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের
নাট্যচার্য্য, বৃদ্ধ ঋতুপর্ণ—

সূত্রধর। নমস্কার
নমস্কার সবে…সভাজন মণ্ডলীর
আনন্দের তরে, আয়োজন করিয়াছি
কিছু, যদি অনুমতি হয় তবে, সেই
হরিষে-বিষাদ নামে প্রকরণ, করি
অভিনয়…যবে পাণ্ডব শিবির পথে
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা
কৃপাচার্য্য, দুই বিপ্র এক ক্ষত্র মিলে

করেছিল অভিযান, পঞ্চ পাণ্ডবের
মুণ্ড আহরণ তরে, সেই দৃশ্য, এই…
ওই, ওই আসে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা
অশ্বত্থামা ! অশ্বত্থামা ওই অশ্বত্থামা !…

[নিষ্ক্রান্ত]

(অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মার প্রবেশ)

[রঙ্গমঞ্চে পাণ্ডব শিবির-সম্মুখ বৃক্ষতলে তিনজন
কথা কহিতে লাগিলেন]

সাত্যকি। কৃতবর্ম্মা বিচঞ্চল কেন, হও স্থির।

কৃতবর্ম্মা। অপমান করিবারে মোরে, বুঝি কৃষ্ণ—

সাত্যকি। চুপ, চুপ,—দেখনা কি হয় অভিনয়…

অশ্বত্থামা। রণ জয় করি সবে হরিষ অন্তরে,
সুখে নিদ্রা যায় এবে উৎসাহিত
পাণ্ডু পুত্রগণ, হে ! মাতুল ওই হের !
অন্ধকার নিশা কালপক্ষ বিস্তারিয়া
কুরুক্ষেত্র রণস্থল ঢাকিয়াছে কিবা,
ঊর্দ্ধে ওই বৃক্ষ চুড়ে, আঁধারে সঞ্চান
পক্ষী শোণিত তৃষায় বৃক্ষ শাখে বসি
করিছে আরাম, অতি শুভ, অতি শুভ
যাত্রা কৃত, পাঞ্চাল পাণ্ডবে আজি শেষ
করি প্রতীজ্ঞা করিব রক্ষা, দেখাইব
রাজা দুর্য্যোধনে, ভীষ্ম আদি বীরগণ
পারে নাই যাহা, শুধু মাত্র দুই বিপ্র

এক ক্ষত্র লয়ে আজি সাধিব সে কাজ।
জনম অবধি মোরা পালিত রাজার,
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা সেই, এই কার্য্য
তার, প্রাণপণে সাধিব এবার···হবে—
তুষ্ট হবে রাজা দুর্য্যোধন, পিতৃবৈরী
ব্রহ্মঘাতী পাতকী পাঞ্চালে শেষ শিক্ষা
দিব আজি···

কৃপাচার্য্য। এই তব শেষ শিক্ষা—তাই
বিনিদ্রিত পঞ্চজনে করিতে আঘাত,
কহ দ্রৌণী, আসিয়াছ এই অন্ধকারে!

অশ্বত্থামা। অন্ধকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যূহ; সূর্য্যালোক
বিনা কেহ না প্রবেশ পায় সেথা, সেই
অন্ধব্যূহ আজ প্রকৃতির রচা, তম
আজি সহায় আমার

কৃপাচার্য্য। মহাতমে মগ্ন
আজি তুমি, তাই এ বিকৃত বুদ্ধি তব···
আসিয়াছ বধিবারে নিদ্রিত জনেরে
একি কার্য্য···আরে বিপ্র, ক্ষত্রধর্ম্মে
ধর্ম্মী তুমি, নিদ্রিত শরণাগত আর
ভয়ার্ত্ত যে জন, তারে প্রহরণ কেহ
কভু নাহি করে, ক্ষাত্র ধর্ম্ম মানে যেই,
না মানি নিষেধ যেই করে হেন কাজ,
পঞ্চম পাতকী বলি গণ্য করি তারে।

অশ্বত্থামা। ক্ষত্র নহি আমি...

কৃপাচার্য্য। কর্ম্মে অবশ্য ক্ষত্রিয়

তুমি...উদরের অন্নের জ্বালায় বিপ্র

ধর্ম্ম করেছ বিক্রয়, ক্ষত্রপতি পদে,

শোন দ্রোণপুত্র! রাখ বচন আমার,

হেনকর্ম্ম না কর কখন, মহাপাপী

মুমুর্ষুর শেষ ঈর্ষাবহ্নি লয়ে, তুমি

বিপ্র চলিয়াছ, রাজার বেতন ভোগী

ঘাতকের মত...

অশ্বত্থামা। হে মাতুল! দ্রোণপুত্র

অশ্বত্থামা আমি, চতুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ

সহ অধীত আমার, ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি

কি শিখাবে মোরে?

কৃপাচার্য্য। কিন্তু, এ ধর্ম্ম, এ অন্যায়—

কৃতবর্ম্মা। কৃপাচার্য্য মহাশয় শত্রুকে করিতে

জয়, আছে বিধি মানা, ছলে বলে কিম্বা

সুকৌশলে, অকাতরে করিবে বিনাশ...

ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপবোধ ইথে আছে কিবা—

রাজধর্ম্মে...

কৃপাচার্য্য। রাজধর্ম্ম! রাজধর্ম্ম—

অশ্বত্থামা। যেই

দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন মিথ্যা অনাচারে, এড়ে

বাণ পিতার বক্ষেতে, মিথ্যা—ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির মিথ্যা বাক্য বারবার করি
উচ্চারণ, নিরস্ত্র করিল যবে পিতা
দ্রোণেরে আমার, পুত্রশোকে যেই ক্ষণে
ব্যাকুল ব্রাহ্মণ, বাণাহত রণস্থলে
ত্যজিল পরাণ ; সেই দিন সর্ব্বস্বাক্ষী
করি, করি নাই অঙ্গীকার, ব্রহ্মঘাতী
দুরন্ত পাঞ্চালে, বধিব, বধিব আমি,
নারায়ণ হয় যদি বাদী রক্ষা নাহি
পাবে সেই ··

কৃপাচার্য্য। পিতৃ বৈরী মারিবারে এত
যদি হ'ল আস্ফালন, সম্মুখ সমরে
কেন নাহি বধ তারে ? ত্যজিয়া ব্রহ্মণ্য
ধর্ম্ম হইলে অসৎ, প্রায়শ্চিত্ত কর
বুঝি তার, পুনঃ এইরূপে ? কি আশ্চর্য্য
অন্নপাপ এত বড় পাপ, বেদ বিদ্যা
নাহি মানে কিছু, হায় বিপ্র ! দাসবুদ্ধি
লয়ে, জন্মেরে করেছ হীন, অনমের
তরে, ধর্ম্মেরে দিয়েছ জলাঞ্জলি, কণ্ঠে
বাঁধি দাসত্বের ফাঁস, চলিয়াছ সেই,
দুর্য্যোধন শিকারীর কুক্কুরের মত
ধরিতে শিকার, কুক্কুরেও কভু নাহি
ধরে নিদ্রিত শশকে, ধিক্ ধিক্ বিপ্র !

অশ্বত্থামা। হে মাতুল ! আমি সেনাপতি এবে এই

অভিযানে, আমার আদেশ, বাধ্য তুমি
করিতে পালন।

কৃপাচার্য্য। কভু নহে, গুরু যদি
কহে, কর এই কায, গুরু ত্যাগ করি
করিব ধিক্কৃত তাঁরে, তুমি কোন্ দ্রোণ
পুত্র রাখিব তোমার মান, সেনাপতি
বলি! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য গেল,
মরিল শকুনি, অশ্বত্থামা সেনাপতি!
মানিব তাহারে, এই হেয় পাপ কার্য্যে…

কৃতবর্ম্মা। চল সেনাপতি, অন্ধকারে আমি রব
হইয়া প্রহরী, রাখ কৃপ, তোমার ও
পাণ্ডবের ভয়…

(রঙ্গমঞ্চের যবনিকার সজ্জা টানিয়া ফেলিয়া
বেগে লক্ষ্মণার প্রবেশ)

লক্ষ্মণা। ধিক্ তোরে অভিনেতা
শত ধিক্ হার্দ্দিক্য তনয় রূপী
পাপ কৃতবর্ম্মা…ধিক্…দূরহ দূরহ,
(নামিয়া আসিয়া)
আর ধিক্, ধিক্ হে কেশব, এই তব
ধর্ম্মবুদ্ধি, এই তব কার্য্য কৃষ্ণ, এই
তব পুরুষত্ব, নারীরে দেখাতে ভয়
করিতে লঞ্ছনা, পুত্রবধুরূপে আনি
বন্দী করি গৃহে, পিতৃকুল ধ্বংস করি

তার, নারায়ণী সেনা লয়ে, সেনাপতি
কৃতবর্ম্মা দিয়ে পিতৃপিণ্ড লোপ করি
মোর, পুনঃ সেই কর্ম্মহীন অকার্য্যের
অভিনয় দেখাও উৎসবে,...

একি ! একি !

নাহি কি ক্ষত্রিয় কেহ এ সভার মাঝে,
মাতৃ দুগ্ধে পুষ্ট দেহ ক্ষত্রিয় সন্তান
নাহি কিরে বীর কেহ পুরুষের মাঝে,
রক্ষা করে মোরে, এই ছিন্ন মর্ম্মভেদী
অপমান হতে...

(সাত্যকি উঠিয়া দাঁড়াইল)

সাত্যকি। আছি, আমি, আমি আছি
শিনি পুত্র সাত্যকি সে নাম, চিরদিন ..

বসুদেব। কি কর, সাত্যকি !

সাত্যকি। চিরদিন আমি, দেব !
সত্যের আশ্রয়ী—মহাপাপাচারী এই
কৃতেরে এখনি, পাঠাইব যমালয়ে,
করিব শাসন। রে হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা !
নীচ পাপাশয়, নিদ্রিত শিশুরে বধি
বড়ই বীরত্ব। সাত্যকি সেথায় যদি
থাকিত সে ক্ষণে, বুঝিতাম, পাণ্ডবের
পঞ্চপুত্র অতর্কিতে চোরের মতন
কেমনে করিতে নাশ !

কৃতবর্ম্মা। আরে যাও, যাও
জানা আছে তব বীরপণা, দ্রোণ সঙ্গে
যুদ্ধকালে পলাইল প্রাণ লয়ে যেই,
দ্রৌণী সাথে যুদ্ধ করে সেই, যাও যাও
রাখ্ রাখ্ বীরত্ব বড়াই তোর্...

সাত্যকি। কি কহিলি
রে পামর, মত্ত সুরাপায়ী, উপহাস
করিস্ আমায়...

প্রদ্যুম্ন। সুরাপানে প্রমত্তের
প্রলাপ সাত্যকি, নহে সম্মুখে মোদের
কৃতবর্ম্মা করে আস্ফালন পানপাত্র
লয়ে হাতে...

উগ্রসেন। আহা! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন!
কি কর, প্রদ্যুম্ন!

শাম্ব। মত্ত কেবা নয় শুনি, কেহ
পূর্ণ কেহবা অপূর্ণ—সকলে সমান
বীর দেখি...বৃথা আস্ফালন, উঠ...
উঠ কৃতবর্ম্মা, সবে মিলে দেয় গালি,
আর তুমি নিঃশব্দে বসিয়া...

কৃতবর্ম্মা। আরে যাও—
ওটা কি মানুষ. ভূরিশ্রবা নরপতি
যুদ্ধহেতু আসিল যখন, অস্ত্রহীন
করি ওরে, কেশে ধরি করিল তাড়না,

অর্জ্জুন আছিল, তাই বাঁচিল যে প্রাণে,
তার এত আস্ফালন? অর্জ্জুনের বাণে
ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবা লুটাইল যবে—
খড়্গ লয়ে ওই, তার মুণ্ডটা কাটিল।
কুরুক্ষেত্রে সবে জানে ওর বীরপণা,
শিখণ্ডীর রথের সারথী, তার কথা
বীরের সমাজে, সে আবার দর্প করি
কথা কয় সভার ভিতর, বীর বলি
তুলে শির, লজ্জাহীন ওর সম
কে আছে ধরায়!

সাত্যকি। আর তোর সম চোর
কেবা আছে ধরা পরে, যেই লুকাইয়া
বধি সত্রাজিতে স্যমন্তক মণি চুরি
করি, পরকে বলয়ে চোর, কেন কৃষ্ণ!
নাহি জান তুমি?

(কৃষ্ণ হাসিলেন)

সত্যভামা। হে অচ্যুত! কৃতবর্ম্মা
বধিয়াছে জনকে আমার, স্যমন্তক
মণি ক্রূরে চুরি, শাস্তি দাও নাই তারে?

সাত্যকি। ভদ্রে! ক্ষণেক অপেক্ষা, এখনি, এখনি
আমি বধিব উহারে, বড় বাড় বাড়িয়াছে
ওর… !

কৃতবর্ম্মা। আরে! আমারে বধিবি তুই! আয়
দেখি…শৈনেয় কুলের পশু…

প্রদ্যুম্ন। মার, মার!

শাম্ব। মার, মার!

সাত্যকি। দেখি তোরে কেমনেবা রাখে
কৃষ্ণ আজ ‥

কৃতবর্ম্মা। চল্ চল্ অস্ত্রাগারে চল্!

সাত্যকি। চল্ চল্!

[সকলে কোলাহল করিতে করিতে পিছনে
"মার্ মার্" শব্দ করিয়া ছুটিল]

লক্ষ্মণা। দেখ, দেখ বাসুদেব, ওই
দেখ, কেমন পাপের খেলা, ধর্ম্মবীর!
কীর্ত্তি তব হবে আজি শেষ,…কুলধ্বংসী
মহামায়া দানব দলনী, নাচ, নাচ
কুরুক্ষেত্রে নেচে ছিলে যথা, যদুক্ষেত্র
করহ শ্মশান, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এস
সঞ্চান পক্ষীরদল এস মিতা! রক্ত
তৃষা মিটাও তোমার, ওই পড়ে ওই
পড়ে…হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…ধ্বংস কর…ধ্বংস কর…

জরা। পিতা! পিতা! একি, দাঁড়াইয়া দেখিতেছ
তুমি, এখনি যে হবে শেষ, সব যাবে…

বসুদেব। থামাও, থামাও কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! সাত্যকি!

বলরাম। একি! কালপুরুষের ছায়া দেখা দিল
আজ, সাত্যকি! সাত্যকি, রোধ খড়্গ, রোধ!

[কৃষ্ণ বলরামের বেগে প্রস্থান]

জরা। পিতা! পিতা! কৃতবর্ম্মা ভূমিতে লুটাল,
একি কৃষ্ণ ধ্বংসরূপী সৃজিল কলহ!

সত্যভামা। পড়েছে, পড়েছে কৃতবর্ম্মা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

[ছুটিয়া গেলেন।]

রা। পিতা! পিতা!
ওই শাম্ব বধিল প্রদ্যুম্নে।

রুক্মিণী। কি হোল, কি হোল, নারায়ণ! নারায়ণ!

[রুক্মিণী ছুটিয়া গেলেন।]

[নেপথ্যে কৃষ্ণ-বলরাম···মার মার, মার,
মহাপাপ এসেছে পুরীতে মার, মার···

জরা। পিতা! পিতা! দেখ দেখ বলদেব গদা
হাতে পাড়ে সকলেরে, যমরূপী, ওই
কৃষ্ণ বধিল সাত্যকি,—একি একি, পিতা
কি হেতু নিশ্চেষ্ট তুমি, শান্ত কর সবে।

লক্ষ্মণা। হা হা, হাহা, আয় আয় প্রলয়ের নিশা!
মৃত্যুর তাণ্ডবে মত্ত মহারুদ্র সাজে

বাজারে বিষাণ, ধ্বংস হোল যদুকুল—
ধ্বংস হোল, হোল প্রতিশোধ…হাহা হাহা…

[নিষ্ক্রান্ত]

বসুদেব। দৈব আজি মৃত্যুরূপে এসেছে প্রভাসে…

জরা। একি পিতা, উন্মত্ত বারুণী পানে সভ্য
যদুকুল এত মত্ত হ'ল, নিজে নিজে
মরিল আপনি! বিনা কার্য্যে! একি…

(রক্তাক্ত গদাহস্তে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। শেষ হ'ল এই অভিনয়! দেখ দেখ
জননী গান্ধারী, জ্বলিত জ্বলন বহ্নি
তব অভিশাপ, ফলিয়াছে যদুকুলে,
নিজ হাতে বধিলাম আত্মীয়-স্বজনে,
ধর্ম্ম মম বল, দুস্কৃত নিধন তরে
কোন অস্ত্র রাখি নাই বাদ, দেখ জরা
বাক্য মম সত্য কিনা, রবু শুধু আমি
তুমি, আর বলরাম…এইবার হবে
শেষ তার…ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস লীলা আজি
প্রকট আমার…

(দারুকের প্রবেশ)

দারুক। মহাত্মন্ সব হল
শেষ,—

বসুদেব। কি হ'লো কি হ'লো,

শ্রীকৃষ্ণ। হবে, হবে, আরো হবে
পাপের স্ফুলিঙ্গ আমি রাখিব না আর
হবে, তাও শেষ হবে,…হে দারুক, শোন
অন্তে গেল যদুকুল কিবা দেখ আর,
যাও তুমি, বজ্রে লয়ে যাও হস্তিনায়
সখারে সম্বাদ দাও, কহিয়ো অর্জ্জুনে
তিনি আসি লয়ে যান পৌরনারীগণে,
দেখিবার আর কেহ নাই পিতা!

বসুদেব। কৃষ্ণ
কৃষ্ণ, একি, কি করিলে পুত্র…

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্ম, কর্ম্ম
কর্ম্ম হেতু সব, অধর্ম্মে গিয়েছে যথা
মহাকুরুকুল, অধর্ম্মে এরাও গেল
দুঃখ কিবা পিতা…পুত্র পৌত্র ধর্ম্ম হেতু,
ধর্ম্মের কারণ এই সংসার সৃজন
ধর্ম্ম যদি গেল তবে আর কেন, যাক্
সব…আর এই শ্মশানে দাঁড়ায়ে দেখ
কেন—যাও ফিরে দ্বারকায়—রক্ষা কর
পৌরনারীগণে…আসিলে অর্জ্জুন লয়ে
যাবে হস্তিনায় সবে, সেথায় আশ্রয়
শুধু একমাত্র আছে, রক্ষিতে এদের।
আমি চলিলাম, যাই যথা বলদেব।
উন্মত্ত সাগর গ্রাসিবে দ্বারকা, এই

পূর্ণিমার প্রচণ্ড প্লাবনে, উথলিবে
মহাসিন্ধু ডুবাবে দ্বারকা জলে সব···
বড় সুসময়ে আসিয়াছ জরা, দেখে
যাও, আর্য্যের প্রতিভা—সৃষ্টি ধ্বংস তালে
তালে নাচালে কেমন···যাই পিতা, তবে···

[নিষ্ক্রান্ত]

জরা। পিতা! পিতা! আমি কিন্তু দিবনা নিস্কৃতি
কুল ধ্বংসকারী এই কপট কৃষ্ণরে।

[নিষ্ক্রান্ত]

[চারিদিকে কোলাহল ও আর্ত্তনাদ নারীগণের ক্রন্দন,—বসুদেব দুইচক্ষে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বারকা প্রান্ত-স্থিত বন পথ

(শ্রীকৃষ্ণ ও জরা)

জরা। অভিনয় দেখিলাম তব, এবে কোথা
যাও কৃষ্ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। দৈবেরে দেখিতে মোর !

জরা। বটে !
এতদিন অহং কর্ত্তা ছিলে ধরা 'পরে,
অকস্মাৎ দৈব সনে এত প্রীতি আজ ?
পুনঃ কিবা নব ভাবে রঞ্জিত বদন
নব ভূমিকার হবে ভাব অভিনয় !
দৈবের দেখেছ মুখ ?

শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম হতে জরা !
অন্ধকার কারা কক্ষ হ'তে কত, কত
অভিনয় হ'ল এ ধরার রঙ্গমঞ্চে,
জন্ম হতে দৈব সনে করেছি বিরোধ,
জন্ম হতে করিয়াছি জয় লাভ, আজি
শেষবার দেখিব তাহারে, বক্ষে মোর
লব আলিঙ্গন।

জরা। আর অনার্য্যের তরে,

এতদিন যেই প্রতিকার করিবারে
আছিল মনন তব, তার কিবা হল ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিকার ! প্রতিকার অনার্য্যের হাতে।

জরা। সাবধান কৃষ্ণ ! অনার্য্য, অসভ্য আমি, নাহি
কর উত্তেজিত মোরে আর। সেদিন ত'
বলনি এ কথা, মিথ্যা, শঠ, ছলনার
মসৃণ মাধুর্য্য লেপি গায়ে চন্দনের
মত, আজি কহ, প্রতিকার অনার্য্যের
হাতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। চিন, চিন, সিংহ শিশু, এতদিনে
চিন আপনারে। অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরি
বসেছিনু দাক্ষিণাত্যে শুধু চিনাবার
তরে···ওঠ্, ওঠ্, ওরে সিংহ, বিকম্পিত
করি বিন্ধ্যের অটবী, কর্‌রে হুকার,
নাড় জটা মেঘ-ঘটা মৃত্যুঞ্জয় সম,
তোল্ তোল্ ডমরুর রোল, বৃদ্ধ বিন্ধ্য
কাঁপুক অন্তরে, অগস্ত্য ফিরিয়া যাক্—
বাজা ভেরী মুক্তির বিষাণ, সিন্ধু গর্জ্জি
প্লাবনেরে ডাক্, পর্জ্জন্যের হস্ত হতে
খসে যাক্ বজ্র-ইরম্মদ, মদোন্মত্ত
করী কুল, যথা ভাঙ্গে অটুট পর্ব্বত,
ভেঙ্গে ফেল্ দেবতার দ্বার, চূর্ণ কর্
চূর্ণ কর্ আর্য্যের সভ্যতা !

জরা। একি! একি!
মোহকরী ভাষা, একি অগ্নিগিরি সম
অনল উদ্গার, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সত্য কহ,
কর'না কর'না ছল, অভিপ্রায় কিবা
তব?

শ্রীকৃষ্ণ। এতদিন মানুষেরে কহিয়াছি
আমি, হইতে মানুষ, হয় নাই কেহ,
রে অনার্য্য! বিধাতার সৃষ্টি তুই, কেন
ভুলে যাস্, হও দৃঢ়, লহ প্রতিশোধ,
আর যদি নাহি পার আজ, জেন তবে
যুগান্ত যুগান্ত ধরি, রবি অসহায়
এই অত্যাচার জন্মান্তর ধরি হবে
সহিবারে।

জরা। লহ তবে ওহে শ্যামঘন
আর্য্যের প্রতীক, লহ অস্ত্র, হোক্ আজি
আর্য্যে ও অনার্য্যে যুদ্ধ, লহ অস্ত্র, লহ।

শ্রীকৃষ্ণ। অস্ত্র ত করেছি ত্যাগ ভাই, ওই পড়ে
আছে কৌমদকী গদা…রক্ত মাখা, সত্য
যাহা করেছিনু, করিয়াছি শেষ সব,
মমতা রাখিনি কিছু।

জরা। অনার্য্যের রক্ত
তরে মমতা এখন কেন তবে? লহ
অস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ তুমি, অনার্য্যের

দাস আমি, বন্য অসভ্য বর্ব্বর, কিন্তু
অস্ত্রহীন সনে যুদ্ধ নাহি করি, লহ,
লহ অস্ত্র...

শ্রীকৃষ্ণ। কোটী কোটী বাসব-সন্ত্রাস,
পড়েছে যাদব, ওই গদাঘাতে, আমি
কৃষ্ণ, সুরাসুরে কে জিনিবে মোরে, কার
সনে চাহ যুদ্ধ অস্ত্র লয়ে, রে বালক!

জরা। শুনিব না কোন কথা, লহ অস্ত্র!

শ্রীকৃষ্ণ। তবু
শুনিবি না...

[গদা তুলিয়া লইলেন]

এইবার! লহ প্রতিশোধ!

জরা। এইবার!

[জরা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বাণ মারিল]

[শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া গদা ফেলিয়া দিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। দৈবের দেখেছি মুখ,
জরা! আয় ভাই! পূর্ণ মনস্কাম, আয়!
জরা দেরে আলিঙ্গন!

জরা। (শ্রীকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িল)
জ্যেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ! ওঃ ওঃ
মৃত্যুতেও করে যাও ছল!

শ্রীকৃষ্ণ।　　রে অনার্য্য !
জয় হোক্ তোর।

[শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া গেলেন]

জরা।　　কৃষ্ণ ! অস্ত্রহীন তোমা
আমি···

শ্রীকৃষ্ণ।　　দুঃখ কিবা ভাই ! এই তব বাণে
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পুঞ্জীভূত জ্বালা,
প্রতি রোমে রোমে করিতেছি পান। ভাই !
জরা, করি আশীর্ব্বাদ, হিংসা যেন পায়
লয় মৃত্যুতে আমার, পার যদি যেয়ো
হস্তিনায়, বল' ধর্ম্মরাজে, পাঞ্চালীর
দুঃখযন—না না···যাক্—পার পার যদি
দেখো ভারতেরে　রে ভারত ! রে ভারত !
হায় ! হায়রে এ মহাভারত কল্পনা !

(মৃত্যু)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সুধর্ম্ম সমুদ্র-গৃহের অলিন্দ

[দূরে সমুদ্র গর্জ্জনের শব্দ ও দ্বারকা-বাসীর ভয় ও কোলাহল]

(অর্জ্জুন ও বজ্র)

অর্জ্জুন। এখনি প্রস্তুত হও, লহমার নাহি
অবসর বজ্র ! শুনিতেছ, ওই দূরে
সমুদ্র গর্জ্জন, সাগর দিয়েছে ডাক্
ভাসাবে দ্বারকা···

বজ্র। তুমি সাথে নাহি যাবে ?

অর্জ্জুন। আমি যাব বিন্ধ্যাচলে আগে,

বজ্র। কিন্তু তাত !

অর্জ্জুন। বল বৎস !

বজ্র। কি জানি কেমন, মনে আসে
ভয়···

অর্জ্জুন। ভয় ! ভয় ! ভারত রাজন্য শ্রেষ্ঠ।
ধর্ম্ম ত্রাতা, ভারতের যে ভাগ্য বিধাতা
তাঁর পুণ্য বংশধর, মহাবীর্য্যবান,
ভয় কিবা ?

বজ্র। নরলোকে নাহি করি ভয়,
তবে সেই···

অর্জ্জুন। ভাগিনেয় যাঁর কুরুক্ষেত্রে,
দিকপাল মহারথ বিরচিত ব্যূহ
করে ভেদ, মাত্র শুধু ষোড়শ বর্ষের
শিশু···আর তুমি, তাঁর বংশধর হ'য়ে,
এই পঞ্চ লক্ষ নর-নারী লয়ে, যেতে
হস্তিনায়, পাও ভয়?

বজ্র। না-না তাত, আর
কারে নাহি করি ভয়, কিন্তু তাত, যেই
মনে পড়ে কালপুরুষের সেই রক্ত
ঘূর্ণিত নয়ন, বিদ্যুতের কড়-কড়া
সম সেই অট্ট হাসি তার, কেন যেন
কাঁপে বুক···ভয়! আর কারে নহে তাত,
ভয় সেই মহাকালে!

অর্জ্জুন। মহাকাল! কেবা
মহাকাল? শিক্ষা তব কালীয়-দমন
হাতে, কাল কিবা করিবে তোমার বৎস!
হও দৃঢ়, আমি একবার দেখিব সে
অনার্য্য জরারে। যেই বাণে কালকেয়
পুড়ায়ে করেছি ভস্ম, যেই বাণে পৃষ্ঠ
দিল আপনি গরুড়, যেই বাণে ভস্ম
হল খাণ্ডবের বন, সেই বাণ আছে
ভরা তূণে, খাণ্ডব দাহন সম জ্বালি
কালানল পুড়াইব বিন্ধ্যাচল, আমি

দেখিব, দেখিব, কেমন সে জরা…কত
শক্তি তার, কে অনার্য্য ভারতের বুকে
বিষদিগ্ধ বাণ মারে সখারে আমার,
অনার্য্যের চিহ্ন নাহি রাখিব ভারতে।

(লক্ষ্মণার প্রবেশ)

লক্ষ্মণা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও তাত ! এই তব
সাম্রাজ্যের দর্পবাণী চিরদিন ধরি
পীড়িছে ধরার বক্ষ। রাখ তব এই
হীন প্রতিশোধ স্পৃহা অনার্য্যের পরে…
ভুলে যাও সব, মুছে ফেল গ্লানি যত।

অর্জ্জুন। কি কহ লক্ষ্মণা ! আনার্য্য নিষাদ শরে
কৃষ্ণ গত-দেহ, আমি রব স্থির ? নাহি
জান, কৃষ্ণ ছাড়া এ সংসারে ছিল কিবা
মোর ! সেই কৃষ্ণ হত ! গুরু সখা, প্রাণ
হতে প্রিয়, জীবনের সর্ব্বস্ব আমার
জীবিতের অগ্নি ছিল সেই, তার মৃত্যু,
লব প্রতিশোধ, ক্ষত্র আমি !

লক্ষ্মণা। ক্ষত্রপতি !
কন্যা আমি তোমারি বংশের, পুরু
বংশে সম্রাট দুহিতা, হয়েছিনু এই
যদু কুলে যাদব ঘরণী। কোন দিন
করি নাই যাদব কল্যাণ। অবিদ্যার

কাল ঘন অন্ধ নিশা সম মন করি
তিমিরের ছবি, প্রতিশোধ তরে সব
করিয়াছি আমি, স্বামীরে করিনি স্বামী,
ভক্তি কার' করি নাই, শশুর কুলের,
আত্মজন বলি, মনে কভু আসে নাই
মোর, নিদারুণ প্রতিশোধে হতজ্ঞান
হয়ে, অকল্যাণ করিলাম যত, কিবা
ফল হ'ল তায় !

অর্জ্জুন ।　　তুমি নারী ।

লক্ষ্মণা ।　　সত্যই ত'
আমি নারী, কিন্তু যবে প্রতিশোধ আশে
ধেয়েছিনু উন্মাদিনী কপালিনী প্রায়
নারীত্ব কি আছিল আমার !　এ সংসারে
কি খেলা খেলিনু···ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ যিনি,
মানবের শ্রেষ্ঠ যিনি, কল্যাণ আকর
যিনি, হয়ে গেল শেষ,···ওই রক্ত চিতা-
বহ্নি হয়ে আসে ছাই ! বল তাত, বল,
কি হল আমার তায় ।　এতদিন যেই
দানবীর মত, পিশাচীর মত চিতা
বহ্নি নিয়ে করিলাম খেলা, যদু বংশ
গেল, কিন্তু জ্বালা কি নিভিল তায়, বল,
যেই চিতা বহ্নি দিয়ে পুড়ানু দ্বারকা
সেই চিতা দহন যাতনা অন্তরাত্মা

তেমনি করিছে দগ্ধ, তবে প্রতিশোধে
সুফল কি হল ?

অর্জ্জুন। ভুল করেছিলে কন্যা।

লক্ষ্মণা। তুমিই বা সেই ভুল কেন কর ফিরে ?
কুরুক্ষেত্রে শ্মশানের বিষ-বহ্নি তাপ
যদু কুলে করিল শ্মশান, আর কেন
বিন্ধ্যাচলে বন-চারী—দুঃখিনী কামিনী
বক্ষে বজ্রবাণ হানি, বৃদ্ধ বিন্ধ্যে দাও
তাপ।

অর্জ্জুন। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন সেই হীন
অসভ্য বর্ব্বরে দিব শাস্তি।

লক্ষ্মণা। জানি তাত!
যে বর্ব্বর প্রাণ ভয়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হ'তে
বিন্ধ্যাচলে লয়েছে আশ্রয়, আত্মরক্ষা
তরে, সে বর্ব্বরে শাস্তি কিবা দিবে আর ?
ফিরিবে কি বাসুদেব ? ফিরিবে কি যদু
কুল ? ফিরিবে কি স্বামী মোর আর ? তবে···
পিতা নাই, মাতা নাই, শ্বশ্রু নাই, স্বামী
নাই,···স্বামী বংশে, বংশর দুলাল এই
এক অস্ফুট প্রদীপ, এই বজ্র, আর
কেবা আছে মোর, তাহারে করহ রক্ষা!
কিবা কাজ দাক্ষিণাত্য শাসিবারে তাত,
বংশ যদি গেল, স্মৃতির প্রদীপ যদি

নিভে গেল, কোন্, কুটা ধরি ভাসিব এ
সংসার সাগরে···বাসুদেব ! বাসুদেব !
রক্ষ তব স্মৃতি, রক্ষ রক্ষ নারায়ণ !
বংশের দুলালে !

অর্জ্জুন। কন্যা, জান নাকি ক্ষাত্র
ধর্ম্ম ?

লক্ষ্মণা। এই তব ক্ষাত্র ধর্ম্ম তাত ? শুধু
কি এ ধনুর্ব্বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ ? আজি
কৃষ্ণ বংশের দুলাল, মাতৃহারা পিতৃ-
হারা সর্ব্বহারা যেই, তারে রক্ষা ধর্ম্ম
নহে, ধর্ম্ম শুধু অনার্য্য পীড়ন ? ধিক্
তবে ক্ষাত্র ধর্ম্মে ! তাত, দেখ দেখ এই
বালকের মুখ, ঠিক সে তেমনি, সেই
নীল ঘন-পদ্ম আঁখি, সেই বজ্রবাহু
সেই মূর্ত্তি।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ হন্তা এখন' জীবিত !
কি বলিয়া বুঝাইব ধর্ম্মরাজে আমি,
কোন্ মুখে ফিরে যাব সেই হস্তিনায়,
যাজ্ঞসেনী সুধাইবে যবে কি উত্তর
দিব তাঁরে ?

লক্ষ্মণা। কি উত্তর দিবে তাত, পরে
নিজের মনেরে, নিজের আত্মারে ! এই
স্নেহের প্রতিম, এই বজ্র, এইটুকু

তরুণ-অরুণ, তোমার আশ্রয় যাচে,
তারে তুমি কি দিবে উত্তর ?

[নেপথ্যে কলরব…"পালাও, পালাও, নারায়ণ ! নারায়ণ ! রক্ষা কর ! রক্ষা কর !" ধ্বনি উঠিল—]

[লক্ষ্মণা বজ্রকে আঁকড়াইয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল]

লক্ষ্মণা। বাসুদেব ! বাসুদেব !

অর্জ্জুন। ওই উন্মত্ত সাগর আসে ধেয়ে, লয়ে
যাও হস্তিনায়, বজ্র ! বজ্র ! শীঘ্র চল।
হে নীলাম্বু উন্মাদ উদ্দাম, রহ রহ !
তুমি স্রষ্টা বিশ্বধাতা ! অসীম নীলাম্বু
নীল জলধি বিপুল, শান্ত কর, শান্ত
কর তরঙ্গ ভীষণ, স্বর্গ মর্ত্ত চায়
গ্রাসিবারে…শুনিবেনা, তবু শুনিবেনা,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ তবে রাখিব জলধি
রহ, রহ !

[নেপথ্যে কলরব…পালাও, পালাও, মহাসাগর ধেয়ে আসছে।]

(জনৈক বৃদ্ধ পৌরজনের প্রবেশ)

বৃদ্ধ পৌরজন। কোথায় অর্জ্জুন ! কোথায় ফাল্গুনী ! ওই যে… সর্ব্বনাশ, শীঘ্র হস্তিনার পথে চল, সাগর গ্রাস করে এল, সাগর গ্রাস করে এল,—দ্বারকা গেল ; সব ভাসিয়ে দিলে— ওই এল, এল !

অর্জ্জুন। নাহি ভয়! নাহি ভয়! চল, চল বৃদ্ধ
শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমি রাখিব জলধি।

[নেপথ্যে কোলাহল···হস্তিনার পথে, হস্তিনার পথে···।]

অর্জ্জুন। চল চল, লক্ষ্মণা, বজ্রকে সঙ্গে নাও, চল চল।

লক্ষ্মণা। বাসুদেব! বাসুদেব!

[নেপথ্যে কোলাহল বাড়িয়া উঠিল সকলে বাসুদেব! বাসুদেব! ধ্বনি করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পঞ্চনদ পার্ব্বত্য প্রদেশ—রন্ধ্রপথ

[পর্ব্বতের আড়াল হইতে ইতঃস্ততঃ দস্যুদল উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে। আর পর্ব্বত গাত্রস্থিত গুহার সম্মুখে বসিয়া মাদল বাজাইয়া গান করিতেছে]

(গান)

একজন দস্যু। আজ ধরেছি বুনো ঘোড়া
পরিয়েছি তায় লতার জিন্।

সর্দ্দার। সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্ রে ভাই
বাজা মাদল তাধিন্ ধিন্॥

সমস্বরে দোহার। সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্ রে ভাই—
বাজা মাদল তাধিন্ ধিন্
তাধিন ধিন্, তাধিন ধিন্॥

দ্বিতীয় দস্যু। লাফ্ দিয়ে সে চড়ব্ ঘোড়া
মারব কসে বাড়ি—
তুল্‌ব ধরে সুন্দরীরে উড়্‌বে রাঙা সাড়ি—
(হাওয়ায় উড়বে রাঙা সাড়ি)

সর্দ্দার। সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্ রে ভাই
বাজা মাদল তাধিন্ ধিন্
তাধিন্ ধিন, তাধিন্ ধিন ॥

তৃতীয় দস্যু। মির্জাম যাব, বস্তরু যাব,
যাব অসুর দেশ
লাখে লাখে সোনা পাব
মজা হবে বেশ,—
(হো হো মজা হবে বেশ)

চতুর্থ দস্যু। (আরে) মরুভুঁয়ে উড়িয়ে বালি
ছুটব্ সারাদিন
তাধিন্ ধিন্, তাধিন্ ধিন্।

সর্দ্দার। সাবাস্, সাবাস্, সাবাস্ রে ভাই,
বাজা মাদল তাধিন ধিন্,
তাধিন ধিন, তাধিন ধিন্ ॥

প্রথম দস্যু। সর্দ্দার ! সর্দ্দার ! ওই সব আসছে।

সর্দ্দার। চুপ, চুপ, এই সব ঘাঁটি আগলা—দেখ্ দেখ্।

দ্বিতীয় দস্যু। এই তুই ওই বাঁকের মোড়ে দাঁড়া, সর্দ্দার ! সর্দ্দার ! ওই এসে পড়ল, ওই হাতীর গলার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে।

সর্দ্দার। ইয়ে সাবাস্…চুপ্ চুপ্ আস্তে, দেখ কোন্ পথে…

তৃতীয় দস্যু। সর্দ্দার, এ দিকে ওই যে, ওঃ অনেক মেয়ে মানুষ, আর সঙ্গে ওই একটা রাজার মত কে, আরে একটা ছেলে···

সর্দ্দার। ইয়ে সাবাস্ আরে ও পুরুষটা কে জানিস্ ওই অর্জ্জুন, যাদবদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে···

প্রথম দস্যু। খাণ্ডব বনে আমাদের বড় সব জঙ্গল পুড়িয়ে তাড়িয়ে ছিল, এইবার বুঝে নেব···এইবার বাগে পেয়েছি···

তৃতীয় দস্যু। সর্দ্দার হাজারের ওপর সোনার রথ, ওঃ কত ঘোড়া, কত উট, কত হাতী, হো হো···

প্রথম দস্যু। সর্দ্দার হো হো ! সুন্দরীর ঝাঁক, সুন্দরীর ঝাঁক।

সর্দ্দার। ইয়ে সাবাস্ ! দেখ, যেই এই পথের মুখে আসবে অমনি পেছন থেকে, 'রারারারা' করে পড়বি বুঝলি, ইয়ে সাবাস্ হাঁ হাঁ···সব ঘাঁটী আগলে ফেল, দেখ, সব, ঘাঁটী আগলে ফেল—দেখ এদিক দিয়ে তোরা সামনে রুখবি, আর ওদিকে সব পাচার সব পাচার···ইয়ে সাবাস্।

প্রথম দস্যু। সর্দ্দার, অনেক, অনেক হো হো।

[দস্যুরা লুকাইয়া পড়িল। পরক্ষণেই 'রারারারা' কোলাহল নারীগণের চীৎকার ছাড় ছাড়্ ছাড়্···আরে ছাড়্···রারারারা হো হো হো হো

সর্দ্দার। ছিনিয়ে নে, ছিনিয়ে নে, ইয়ে সাবাস্···ইয়ে সাবাস্

[রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া কতকগুলি যদুকুলনারী ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া পলাইল, পিছনে দস্যুদল, ধর ধর, মার, মার, হো হো করিতে করিতে ছুটিয়া গেল]

(জনৈক বৃদ্ধ যাদবের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। না, আর রক্ষা করতে পারলাম না, ওঃ ওঃ নারায়ণ! নারায়ণ! (বাণ ছুঁড়িতে লাগিল) অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! বজ্রকে রক্ষা কর, বজ্রকে রক্ষা কর,

[ছুটিয়া প্রস্থান]

[নেপথ্যে নারীগণের চীৎকার...ক্রন্দনধ্বনি, দস্যুদের হো হো হো হো শব্দ চলিতে লাগিল]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য প্রদেশের অপর প্রান্ত—উন্মুক্ত প্রান্তর

[নেপথ্যে কলরব ও দস্যুদের চীৎকার]

(লক্ষ্মণা, বজ্র ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

লক্ষ্মণা। হে ফাল্গুনী, রক্ষাকর বংশের দুলাল,
কি দেখিছ...সব গেল, ধরহ গাণ্ডীব!

অর্জ্জুন। গাণ্ডীব! গাণ্ডীব। কোথায় সারথি!
কোথা রথ...যদুকুলনারী নিয়ে গেল...
কোথায় সারথি...

[তীর আসিয়া পড়িতে লাগিল]

লক্ষ্মণা। রক্ষা কর বজ্রে তাত!
একি, হে গাণ্ডীবী! কৌরব সমরে তুমি

একচ্ছত্র বীর, চিত্ররথ গন্ধর্ব্বেরে
নাগপাশে বাঁধি বাঁচাইলে দুর্য্যোধনে,
তাত !

বজ্র। দেবি ! দেবি ! ছাড় হাত যদুকুল
নারী লুণ্ঠে দস্যুদল, আমি যুদ্ধ করি।

[হাত ছাড়াইয়া বাণ ছুঁড়িতে লাগিল]

অর্জ্জুন। হ্যাঁ ফাল্গুনী—সব্যসাচী অক্ষয় তূণীর
মোর···এই যে, এই যে বাসুদেব ! কই
দাঁড়াও আঁখির আগে, কুরুক্ষেত্র রণে
সখা আমি,

[অর্জ্জুন গাণ্ডীবে ছিলা পরাইতে যাইতেছেন, হাত
হইতে ছিলা পড়িয়া যাইতেছে]

হায় ! হায় একি হোল, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ ! সখা !

লক্ষ্মণা। একি বিকম্পিত দেহ তাত,
বংশ পত্র সম, অশক্ত গাণ্ডীবী আজ।
ওই চক্ষের সম্মুখে দস্যুলুণ্ঠে যত
যদুকুল নারী, আর্ত্তত্রাতা হে ক্ষত্রিয় !
দাঁড়ায়ে দেখিছ তুমি, যুঝিছে বালক ?
ওই শোন, উচ্চকণ্ঠে দস্যুর উল্লাস,
নারীগণ কাঁদে আর্ত্তস্বরে, রক্ষ বলি,
ধর ধনু, ধর ধনু হে পুরুষ সিংহ।

[অর্জ্জুন বহুকষ্টে গাণ্ডীবে ছিলা পরাইলেন]

অর্জ্জুন। ব্রহ্মশিরঃ! পাশুপত! রুদ্রঅগ্নি! একি
সকলি বিস্মৃত আমি, প্রয়োগ বিজ্ঞান
সকলি গিয়াছি ভুলে, একি, একি কৃষ্ণ
কোথা, কোথায় সারথী, এ দেহের বল
বীর্য্য শৌর্য্য ফাল্গুনীর···ব্রহ্মশিরঃ! মা মা
সকলি বিস্মৃত আমি, বিকুল বিবশ···

লক্ষ্মণা। একি সম্মোহনে হ'ল বিস্মরণ, একি
তাত, দেখিছ না কৃষ্ণ বংশধর এই
সম্মুখে তোমার কিবা ভয়, কর রণ
কর প্রাণ পণ···বজ্র! বজ্র!

বজ্র। ওই দেখ
ওই দেখ দেবি পড়িছে দস্যুরদল,
এস তাত এক সাথে করি মহারণ
দ্যুলোক ভুলোক ছায়ি করিব সন্ধান
ছার দস্যু কতক্ষণ রবে বানমুখে
আমি কৃষ্ণ বংশধর বজ্র মোর নাম
বান মুখে অগ্নি বৃষ্টি করি।

লক্ষ্মণা। বজ্র! বজ্র!

অর্জ্জুন। কোথা শক্তি! কোথা শক্তি, হায়! হায়!
একি হ'ল, একি হল, হে কেশব! কোথা
তুমি, হে যাদব! হে প্রসব! দাও শক্তি
দাও শক্তি। কুরুক্ষেত্রে দিয়েছিলে যথা,

(রক্তাক্ত আহত অবস্থায় বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! পালাও, পালাও বজ্রকে রক্ষা কর,
নারায়ণ! নারায়ণ

(পতন ও মৃত্যু)

লক্ষ্মণা। হায়! তাত। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি কোথা
শক্তি ছিল এতদিন, হায়! হায়! আমি
নহি বাসুদেব! কি করে জাগাব তোমা
বাসুদেব! বাসুদেব!

বজ্র। নাহি ভয় দেবি!
বাসুদেব বংশের সন্তান, এই দেখ!

অর্জ্জুন। হে গাণ্ডীব! শত বজ্র ভৈরব আরাবে
করেছ উদ্গার, নিবাত কবচ তুমি
করেছ নিধন, উত্তরগোগৃহ রণে,
কুরুক্ষেত্রে শরজালে ছেয়েছ গগন,
আজি কেন বিলুণ্ঠিত অস্ত্র তুমি মোর,
উঠ, উঠ, অগ্নিদত্ত বীরত্ব আত্মার
উঠ হে গাণ্ডীব! শেষ চেষ্টা, শেষ চেষ্টা।
না না;…নাই বাসুদেব! নাই, কৃষ্ণ নাই…
আলোকের অর্থ নাই, জীবনের অর্থ
নাই, যদুকুল নারীর লুণ্ঠন, অর্থ
নাই তার, কোথায়! যাদব!

লক্ষ্মণা। সেকি! তাত!

এই বজ্র, এই যে যাদব!

বজ্র। হের পার্থ!

প্রাণভয়ে দস্যুরা পলায়, আরে দস্যু!

অর্জ্জুন। দস্যু! কিরীটীর কিরীট গেছে টুটে, ওঃ!

নিজশক্তি আস্থা নাই। কি হবে বধিয়া

দস্যু, কার তরে যুদ্ধ! কৃষ্ণ কোথা···কেবা

বজ্র মোর···যদুকুলনারী কেবা? এরে

শেষ। উচ্চাশার উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে

ছিল যেই মোরে, করেছে প্রয়াণ সেই,

নিয়েছে বিদায়! বিদায় তাহার সাথে

সব।

লক্ষ্মণা। ক্ষাত্র ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে তাত, এই

তব···

অর্জ্জুন। যে আকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম বলি তুলেছিল

রোল বিদায় তাহার। রথের ঘর্ঘর

হ্রেষা রব, বৃংহতি নিনাদ, বাদ্যোদ্যম

দামামা নাকাড়া রাজ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম রাজ্য

রাজার পতাকা, বিদায় নিয়েছে সব,

পৃথিবীর যত অর্থ, যতেক ঐশ্বর্য্য

যত শৌর্য্য জয়ন্তের বিজয়-গৌরব

মহান আহবে, সে জয়ের অন্ত আজ,

অর্জ্জুনের শব দেহ আমি, ফুরায়েছে

কৃষ্ণ সাথে, ফুরায়েছে অর্জ্জুনের কাজ,
শেষ হ'ল অর্জ্জুনের—বিদায় ! বিদায় !

বজ্র । দেবি ! পালাও ! পালাও !

[বজ্র তীরবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল লক্ষ্মণা আসিয়া ধরিয়া ফেলিল]

লক্ষ্মণা । হে ফাল্গুনী দেখ,
দেখ, তুল বজ্রে পালাও ! পালাও, আমি
বুঝি ততক্ষণ, রুদ্ধ করি বান স্রোত।
হে কৌরব ! ধাও, ধাও, তীব্র বেগে বজ্র
লয়ে কর পলায়ন, বাঁচাও, বাঁচাও
যদু বংশের সন্তান, শেষ স্মৃতি, শেষ
স্মৃতি কেশবের···বজ্র ! বজ্র ! যাও পার্থ !
যদুকুল বধু আমি, সম্রাট নন্দিনী,
রণে মৃত্যু নাহি করি ভয়, যাও যাও !

[অর্জ্জুন আহত পানে চাহিয়া হতভম্বের মতন বসিয়া পড়িলেন]

এইবার ! এইবার ! দেখ্ দস্যু রণ,

[নেপথ্যে—ইয়ে, সাবাস্, ইয়ে সাবাস্, ইয়ে সাবাস্,]

[তীর আসিয়া বক্ষে পড়িল লক্ষ্মণা পড়িয়া গেল]

বাসুদেব ! বাসুদেব ! হে মহা কারণ !
ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ !

(মৃত্যু)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

হস্তিনা রাজপ্রাসাদ—নাট্যশালা

(সারিকা ও মালিকার প্রবেশ)

মালিকা। আজ কয়দিন ধরে নাট্যশালার যবনিকা আর ওঠে না, সেই যে তৃতীয় পাণ্ডব দ্বারকায় গেলেন—

সারিকা। সত্যি মালিকা, ধর্ম্মরাজ, মহাদেবী যাজ্ঞসেনী ও আর্য্যেরা কেউ আর এখানে বসে বিশ্রান্তালাভ করেন না··· গান গাইতে না পেয়ে, আমার প্রাণটা যেন চাতকের মত তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে রয়েছে, দেখ্ সারিকা সত্যি ভাই গান না গাইলে আমি থাকৃতে পারি না···

মালিকা। আমিও ভাই তোর গান না শুন্‌তে পেলে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠি, আমার যেন আজ কয়দিন ধরে প্রাণটা হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে উঠছে···তুই গা না ভাই, আমি শুনব···

সারিকা। কি গান গাইব বল্···

মালিকা! সেই যে সেই, তুই আজ কদিন ধরে···দিবানিশি গুণ গুণ করছিস্ ··সেই লো সেই!

সারিকা। সেই···সেই···

(গান)

চাপার মতন আলোর কলিটী
রেখেছে সাঁঝের পাতার ছায়ায়।
রবির কিরণ পরশে অমনি
ফুটিবে আপনি ভোরের হাওয়ায়॥

মাল্লিকা। হ্যাঁ ভাই চাঁপার কলি ভোরের হাওয়ায় ফুটবে কি! চাঁপা কি ভোরে ফোটে!

সারিকা। আহা হা থাম না তুই…আঃ…

আলোক-বিরহী বিরহ আমার
চলেছে একেলা আঁধার পথে,
আলোকের পারে লয়ে যেতে মোরে
অঞ্চলে ঢাকি তিমির রথে……

মালিকা। এ কি গান, এ কি গান গাইছিস্ সারিকে, একে ওই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, এ কি গাইছিস্?

সারিকা। তাইত আজ এ গান এত ভাল লাগছে, এ যে আমার মর্ম্মের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে, আমি গাই,তুই শোন্…ওই! ওই!

তারাগণ ডাকে আয় আয় আয়,
উত্তর কুরু ওই দেখা যায়,
দিনের এ চিতা ওই যে মিলায়—
উদয় অচলে তুষারের গায়,
ওইখানে, ওইখানে চলে আয়…

মালিকা। আহা! আহা!

সারিকা। যা কিছু সুখের দুঃখের-সুখ
যাবার বেলায় আয় ফেলে আয়…

মালিকা। বাঃ বাঃ…

উত্তর কুরু ওই দেখা যায়—
আয় চলে আয়, আয় চলে আয়
উত্তর কুরু ওই দেখা যায়…
উত্তর কুরু…

[নেপথ্যে কঞ্চুকী…মহাদেবি ! মহাদেবি !]

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ধর্ম্মরাজ !…আহা—থামাও, থামাও, এখন গানের সময় নয়…আহা…

সারিকা। দাদামশায়, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে, গানের আবার সময় অসময়…

কঞ্চুকী। আহা !…ধর্ম্মরাজ, শীঘ্র ধর্ম্মরাজকে সংবাদ…মহাদেবি ! যাও, যাও শীঘ্র সংবাদ দাও…

[সারিকা ও মালিকার প্রস্থান।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কি কঞ্চুকী, কি সম্বাদ !

কঞ্চুকী। দুঃসম্বাদ দেবি ! বড় দুঃসম্বাদ…

দ্রৌপদী। দুঃসম্বাদ ! দুঃসম্বাদ…ধর্ম্মরাজ !

[নেপথ্যে যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ এসেছে, কৃষ্ণ এসেছে…]

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ এসেছে, কৃষ্ণ এসেছে,

কঞ্চুকী। কৃষ্ণ আসে নাই মহারাজ।

যুধিষ্ঠির। তবে—তবে স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখিলাম আমি…কি কঞ্চুকী, বল,…

কঞ্চুকী। প্রভু, বড় দুঃসম্বাদ!

যুধিষ্ঠির। বল…

কঞ্চুকী। তৃতীয় পাণ্ডব…

দ্রৌপদী। বল, কি হয়েছে?

কঞ্চুকী। পঞ্চনদ পথ হতে
তৃতীয় পাণ্ডব ফিরিছেন পদব্রজে,
সাথে এক রুদ্যমান তরুণ বালক,
হাত ধরি তার—

দ্রৌপদী। রুদ্যমান বালকের হাত
ধরি পদব্রজে ফিরিছে অর্জ্জুন, দিবা
ভাগে স্বপ্ন তুমি দেখেছ ব্রাহ্মণ।

কঞ্চুকী। স্বপ্ন
নয় মহাদেবি! রাজরথ ল'য়ে সেথা
ধেয়েছে সারথী আনিবারে তাঁরে, শুন
মহাভাগ!

দ্রৌপদী নিশ্চয়, নিশ্চয় স্বপ্ন, স্বপ্ন
এই!

যুধিষ্ঠির। হে ব্রাহ্মণ! রবির পরিধি সম
পুরোভাগে গাণ্ডীব যাহার; সে ফাল্গুনী,
রথশূন্য হ'য়ে আসে পদব্রজে, কি এ
প্রলাপ কথা…

। সত্য প্রভু, না, সত্য কহি
আমি না-না, নহে এ প্রলাপ, ছিন্নবাস
রুক্ষকেশ, ধূলি ক্লিন্ন, মুহুর্মুহু ফেলে
ঘণশ্বাস, অশ্রুধারে বক্ষ ভেসে যায়,
ভূমি লগ্ন আঁখি, শুধু সে দক্ষিণ হাত
তুলি করিছে বারণ সবে, মুখ শুধু
কাতর ক্রন্দন-সিক্ত ধর্ম্মরাজ স্বর,
প্রজাকুল বিহ্বল আকুল, ভয়ে কেহ
কথা নাহি কয়, জিজ্ঞাসিতে ডরে তারা
সবে, বিক্ষোভ বেদনা মূর্ত্তি হেরি তাঁর
অশ্রুভারে সজল নয়নে আসে তারা
পাশে পাশে অতি ম্রিয়মাণ। নাহি
জানি দেবি, নাহি জানি প্রভু ; ভয়াবহ
কি নির্ম্মম দুর্ভোগ বারতা বক্ষ পুটে
ধরি আনিতেছে সেই...ওই...ওই প্রভু ওই !

[নেপথ্যে কলরব—"অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব"]

(ভীমের প্রবেশ পশ্চাতে নকুল ও সহদেব)

ভীম। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !
যুধিষ্ঠির। শান্ত হও বৃকোদর—
[নেপথ্যে অর্জ্জুন]। ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরাজ।

("রুদ্যমান বজ্রের হাত ধরিয়া কম্পিত পদে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।　　ধর্ম্মরাজ !

　　ধর বজ্রে।

ভীম।　　একি !

দ্রৌপদী।　　শ্লথপদে, নতদেহে,

　　বজ্র লয়ে হেথা আসে অগ্রজ সম্মুখে

　　পাণ্ডব ফাল্গুনী, কৃষ্ণের দুলাল আসে

　　কেঁদে হস্তিনায়, এ কি এ বিস্ময়, পার্থ !

　　কি হয়েছে ?···পার্থ—

ভীম।　　পার্থ !

যুধিষ্ঠির।　　ভীম, যাজ্ঞসেনী !

　　শান্তম্‌, শান্তম্‌,···কহ ভাই !

অর্জ্জুন।　　কৃষ্ণ নাই।

[সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—দ্রৌপদী, কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন, ···যুধিষ্ঠিরের স্থৈর্য্য কাতরোন্মুখ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল···ভীম, "কৃষ্ণ নাই, কৃষ্ণ নাই" বলিয়া উঠিলেন]

অর্জ্জুন।　　কৃষ্ণ নাই—

বজ্র।　　কেহ নাই—গেছে পিতামহ, গেছে দাদা

　　বলরাম, যদুবংশ হয়ে গেছে শেষ,

　　মাতৃগণ পিতামহীগণ নিজ হাতে

　　অগ্নি জ্বালি, যজ্ঞ অগ্নি হতে, দেছে প্রাণ

বিসর্জ্জন, দাদা ! দাদা ! কেহ নাই, শুধু,
শুধু আমি একা…

অর্জ্জুন। একা, একা এ সংসারে
আসে সবে, একা চলে যায়, কিন্তু জ্যেষ্ঠ !
কৃষ্ণ যায় নাই একা, এসেছিল একা;
চলে গেল, চলে গেল, সর্ব্বশক্তি নিয়ে—

দ্রৌপদী। সর্ব্ব শক্তি নিয়ে !

অর্জ্জুন। সর্ব্বশক্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি,
হ'য়ে গেছে ছাই, দীন সর্ব্বরিক্ত হ'য়ে,
দীনবন্ধু ভস্ম লেপি ভালে, হাহাকারে
কৃষ্ণশূন্য দ্বারকা করিনু ত্যাগ, সাথে
লয়ে হরিকুল কলকণ্ঠী শত শত
নারী শত শিশু কত তরুণ বালক ;
কত কত বার্দ্ধক্য পীড়িত বৃদ্ধ, যত
পৌরনারী অগনন—ওহো ! জ্যেষ্ঠ ! জ্যেষ্ঠ !

যুধিষ্ঠির। হে ! ফাল্গুনী, বল স্থির হয়ে—বল. বল,

অর্জ্জুন। হে আর্য্য ! হে সৌম্য ! এখন, এখন সেই
ভৈরব আরাব হো হো…গর্জ্জিতেছে কর্ণে
মোর, সেই সমুদ্র গর্জ্জন ধ্বনি, হো হো,…

ভীম। একি এ বিস্ময় !, যার বাণে থল-জল
আকাশ পবন, নীলাম্বু গর্জ্জন, ভয়ে
দুলে উঠে, বারিধি অতল তলে টলে
পড়ে দারুণ বরুণ, ফণিত বাসুকী

শীর্ষ নমিত চরণে যার, ভয় যারে
হেরি পায় ভয়, সেই পার্থ আজ পায়
ভয়, সমুদ্র কল্লোলে, একি এ বিস্ময় !

অর্জ্জুন। যেই শ্যামনীল ঘন, নবীন নীরদ
মূর্ত্তি, কৃষ্ণরূপে ছিল উদ্ভাসিত, সেই
শ্যাম নীলাঞ্জন পদ্মের বরণ, ছেয়ে
গেল, সেই ঊর্দ্ধে-দূরে নীল মহাকাশে,
বারিধি বিপুল বক্ষে, সেই নীলাঞ্জন
রূপ, উঠিল উথলি, ঘনরোলে, সেই
ঘোর পাঞ্চজন্য ধ্বনি, গরজনি শত
শঙ্খ রবে, ফেনমুখে ধেয়ে এল উগ্র
ভৈরব নর্ত্তনে দ্বারকা করিতে গ্রাস !

ভীম। দ্বারকা ! দ্বারকা ! দ্বারকা করিতে গ্রাস—

অর্জ্জুন। ছুটে ধাই, ফিরে চাই, সেই মূর্ত্তি পিছে
'এল এল পালাও পালাও, চল সবে
হস্তিনার পথে' ক্রন্দিয়া উঠিল জন
গণ, সমুদ্র করিল তাড়া, ধায় বেগে
উভরড়ে আশ্রয়ের তরে, 'নিরাশ্রয়
আশ্রয় কারণ কোথা, কোথা, নারায়ণ'
বলি, কল্লোলিল ভয়াকুল পৌরকুল
যত, আলোড়িত তরঙ্গের নীলঘন
বিরাট উদ্বেল হেরি, জোড়করে সবে
তারে করিল প্রণাম, হো হো ! নারায়ণ

নীল সিন্ধুরূপে খলখল অট্টহাস্যে
উদ্দাম প্লাবনে প্লাবিত করিল পুরী!

ভীম। তারপর, তারপর!

অর্জ্জুন। কত গ্রাম, কত
জনপদ বালুময় মরুর প্রান্তর
বাহি, আসিলাম পঞ্চ নদে! দেবি! দেবি!
হে আর্য্য, হে জ্যেষ্ঠ!
...ওহো! ওহো!

দ্রৌপদী। পার্থ! পার্থ!

অর্জ্জুন। কি কহিব! আমি পার্থ
চক্ষের সম্মুখে মোর অনার্য্য ম্লেচ্ছ
দস্যু ঝড়ের মতন, করিল লুণ্ঠন
অনিন্দ্যা সুন্দরী...যত যদুকুল নারী!

ভীম। আর তুমি!...

অর্জ্জুন। বিশ্বহতে আহরিত শ্রেষ্ঠ
যত বাণিজ্য সম্ভার, যাদবের যত
রত্ন ধন, স্যমন্তক মণি, স্বর্ণরাশি
রাশি যার ভারে অতিকায় বারণও
নতকায়, শত শত হয়, শত উষ্ট্র,
শতেক সুবর্ণ রথ, সব উড়ে গেল
অনার্য্যের ঝড়ে।

দ্রৌপদী। আর তুমি ঝড়ে ওড়া
শুষ্ক পত্রের মতন হস্তিনার এই

পুণ্য রাজনাট্য-শালে, উড়ে এলে দিতে
শুষ্ক অনুরাগ, জ্যেষ্ঠ অগ্র ধর্ম্মরাজ
পদে, ময় দানবের রচা এই স্বর্ণ
স্তম্ভশ্রেণী, শুনি তব পলায়ন কথা,
হেরি তব ভাব অভিনয়, শুষ্ক হাস্যে
উঠিছে হাসিয়া, ঠিক ঠিক, গাণ্ডীব না
আছিল তোমার ?

অর্জ্জুন। যাজ্ঞসেনী যত পার
কর অগ্নির উদ্গার, অগ্নিগিরি সম
উঠ জ্বলি, উঠ জ্বলি, দেবি ! অর্জ্জুনের
শৈত্য আর তপ্ত নাহি হবে, হা ! গাণ্ডীব !

ভীম। রে অর্জ্জুন !
বায়ুতে সমুদ্র শোষে, মহাচল করে
সঞ্চলন আকাশ পত্তন, অগ্নি করে
শৈত্য অনুভব, অভিশ্বাস্য ছিল যাহা,
আজ দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে, অগ্নিহতে
উদ্ভব যাহার সে গাণ্ডীব···

অর্জ্জুন। শুন শুন !
মহাভাগ, ভাগ্য এ আমার গাণ্ডীবে না
উঠিল টঙ্কার, যে পার্থ সারথী রূপ
করেছিল রথীন্দ্র বিজয়ী রথী, মোরে,
যার তেজে তেজোময় কুরুবৃদ্ধ পিতামহে
দিয়েছিনু রণ, যে কবচ বুকে বাঁধি

নিবাত কবচে আমি করেছিনু জয়,
সে কবচ খসে গেছে, ওহো ! আমি পার্থ !
গাণ্ডীব লাগিছে গুরুভার···হে অগ্রজ !
পঞ্চ লক্ষ, পঞ্চ লক্ষ, নরনারী আর্ত্ত
স্বরে করিল ক্রন্দন, রক্ষিতে নারিনু,
ক্ষাত্রধর্ম্ম হতে হয়েছি পতিত, শাস্তি
দাও ধর্ম্মরাজ···

(জরার প্রবেশ)

জরা। কারে শাস্তি দিবে ? এই
নির্বীর্য্য ক্ষত্রিয়ে, লক্ষ লক্ষ যদুনারী
হাত হ'তে লুন্ঠিত হ'ল যার, না এই
ভ্রাতৃঘাতী এ অনার্য্যে ?

যুধিষ্ঠির। তুমি !

জরা। আমি জরা !

দ্রৌপদী। তুমি জরা !

জরা। আমি জরা, আমি জরা
কৃষ্ণ হন্তা···যে শক্তিতে তোমাদের এই
সাম্রাজ্য সৃজন, সে মূর্ত্তি নিধন মম
হাতে, ভাই আমি তার, এক পিতা এক
রক্ত, সেও বাসুদেব, আমিও,···না আমি
জরা, অনার্য্য চণ্ডাল ! ধর্ম্ম সিংহাসন !

তাই, তাই আসিয়াছি শাস্তি নিতে মোর !
শাস্তি দাও ধর্ম্মরাজ !

যুধিষ্ঠির। কিবা শাস্তি চাও
বৎস !

জরা। ধর্ম্ম বিধি মতে, ভ্রাতৃঘাতী এই
কুলঘ্ন অনার্য্যে যেবা শাস্তি···

ভীম। ধর্ম্মরাজ !

যুধিষ্ঠির। শান্ত
হও ভীম সেন···

ভীম। জ্যেষ্ঠ ! দাও অনুমতি,
শাস্তি আমি দেব···কৃষ্ণ হন্তা ! শাস্তি আমি
দেব তোরে···

[নেপথ্যে—কলরব···কৃষ্ণহন্তা ! কৃষ্ণহন্তা ! শাস্তি ! শাস্তি !]

জরা ! জরা !

(প্রকৃতিমণ্ডলের প্রবেশ)

ধর্ম্মরাজ ! শাস্তি চাই, এ কৃষ্ণহন্তার
শাস্তি চাই, ধর্ম্মরাজ

নকুল ও সহদেব। জ্যেষ্ঠ ! জ্যেষ্ঠ ! দাও অনুমতি
মোরা শাস্তি···

যুধিষ্ঠির। রহ রহ···লোকে বলে মোরে
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্ম যদি সত্য
হয়, সত্য যদি ধর্ম্ম হয়, তবে শ্রেষ্ঠ

শাস্তি গ্রহনীয় অগ্রে মোর। জরা শুধু
ভ্রাতৃঘাতী, আর আমি, গুরুঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী,
পিতার পিতৃব্যঘাতী, নারী হন্তা,
শত শত বিধবার ধাতা, কোটী কোটী
ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুস্রষ্ঠা, বর্ণ শঙ্করের
জন্মদাতা—শিশু বৃদ্ধ বালকেরে দিই
নাই বাদ, পুড়ায়েছি পশু, পুড়ায়েছি
বনরাজী, অগন্য নগর ভস্ম করি—
বসে আছি ধর্ম্ম সিংহাসনে, ধর্ম্মরাজ
হয়ে, শাস্তি অতি গুরুতর মোর! কার
কাছে শাস্তি নিতে আসিয়াছ বৎস তবে?
কহ তবে প্রকৃতিমণ্ডল! কার শাস্তি
প্রাপ্য আজ? জরা, না এই এ যুধিষ্ঠির।

অর্জ্জুন। 　　কুরুক্ষেত্র সমর প্রারম্ভে সেই প্রশ্ন
উঠেছিল হৃদয়ে আমার,

(বেদব্যাসের প্রবেশ)

ব্যাস। 　সে প্রশ্নের
সমাধান কৃষ্ণই করিয়া গেছে।

যুধিষ্ঠির। 　　এস,
এস পিতামহ! ভারত রাজন্য স্রষ্টা,
এস লোক পাল! জানিয়াছ হৃদয়ের
ব্যথা মোর প্রভু!

[সকলে মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিলেন]

জরা। (অগ্রসর হইয়া) নমস্তে, নমস্তে, ঋষি!
অনার্য্যের লহ নমস্কার, বেদবিদ
তুমি! অতঃপর সমাধান কিবা করে
গেল কৃষ্ণ, সেই প্রশ্ন মোর।

ব্যাস। মূর্খ তুমি,
জরা! তাইত চাহিছ শান্তি ধর্ম্মরাজ
পাশে।

জরা। তাইত চাহি এ শান্তি, তুমি ঋষি
সত্য দ্রষ্টা, জন্ম নিলে মৎসগন্ধা ক্রোড়ে,
হ'লে আর্য্য, হ'লে ঋষি, আর আমি সেই
চিরদুঃখী শবরীর ছিন্ন অঞ্চলের পাতে
চিরদিন রহিনু অনার্য্য, মাতা তব
সম্রাট মহিষী হলে, তুমি হ'লে কৃষ্ণ
দ্বৈপায়ন, ভারত রাজন্য স্রষ্টা, আর
আমি, মানুষের মত করিয়া অন্যায়,
মানুষের মত বিবেকের তাড়নায়
পাপবোধে চাহিলাম ধর্ম্মবিধিমতে
শাস্তি মোর,...মানুষের শাস্তি প্রাপ্য যাহা,
তাহাও দিবেনা মোরে, মূর্খ আমি বটে
আমি কি মানুষ নই? কহ ঋষি, সত্য
কহ, সত্য দ্রষ্টা তুমি!

ব্যাস। বার বার তাই,
ভ্রাতৃঘাতী অনার্য্য মানুষ বলি কর

দম্ভ, দর্পভরে কহ তাই বধিয়াছ
কৃষ্ণে তুমি। স্মুরাসুর বিজিত বিজয়,
নিজ ইচ্ছামতে ইচ্ছামৃত্যু নিয়েছিল
তোর বানে, ওরে মুর্খ তুই কি বধিবি
তারে, তুই কিসে শাস্তি যোগ্য, বল্ ? শাস্তি
কিম্বা পুরস্কার প্রাপ্য ছিল যার, নিয়ে
গেছে সাথে সব। মৃত্যু নিয়ে করে গেছে
সমাধান তার !

জরা। হে মহান্ ঋষি, ক্ষম
এ ঔদ্ধত্য মোর, মৃত্যুতে কি সমাধান
হ'ল তার, এবে পুনঃ সেই প্রশ্ন মোর।

ব্যাস। বৎস জরা ! ক্ষুব্ধ নাহি হও, বুঝ ধীরে,
কৃষ্ণের ভারত কথা, এ মহাভারত,
কৃষ্ণের ভারত। কৃষ্ণের জন্মের আগে
ভারতের ইতিকথা কর অবধান !
ক্ষুদ্র স্বার্থ ঈর্ষাভরা ক্ষত্ররাজগণ,
পরস্পর কলহে মগন, শক্তিহারা
ব্রাহ্মণেরা ছলনায় যোগায় ইন্ধন,
ঘোর নিপীড়ন, কংসকারাগার সম
ভারতের সমগ্র আগার ; কোন দিকে,
কোন শান্তি নাহি ছিল কাঁর'। আর্য্যে, আর্য্যে
ক্রুর আস্ফালন, অনার্য্য লুণ্ঠন, নারী
প্রতি অনাচার, ঘোর নিস্পেষনে, প্রতি

গৃহ হ'ল কারাকক্ষ···কৃষ্ণ জন্ম নিল,
সেই ভারতের অন্ধতম কারাগারে।
বেদ-বিদ্যা ধনু-র্ব্বেদ করি আহরণ
স্বপ্ন জাগিল তাহার, এই অত্যাচারে
হইবে দমিতে। দিকে দিকে দৃপ্ত অসি
কোশল পাঞ্চাল, বিদর্ভ বিরাট, মধ্য
ভাগে জরাসন্ধ, অবিরাম ছিন্ন-ভিন্ন
করে, দেখিলা কেশব সব ; দরিদ্র না
পায় অন্ন ধনী লুটে খায়, শ্রম লব্ধ
ধান্যরাশি যায়, গোধন হরণ করে
গৃহ হতে নারী লয়ে যায়, অসহায়
রক্ষা করে সাধ্য নাহি তার। ব্যথিতের
কি বেদনা ব্যথাহারী বুঝিল সেদিন।
বিচ্ছিন্ন এ ভারতেরে এক করিবারে ;
নবধর্ম্ম সৃষ্টি করি প্রতিষ্ঠিল ধর্ম্ম
সিংহাসন, এই হস্তিনায়। ধর্ম্মরাজ্য
এল, হ'ল রাজসূয়।

যুধিষ্ঠির। হায়, মহাভাগ !
রাজসূয়ে কুরুক্ষেত্র সমরের বীজ
আমি করিনু বপন !

ব্যাস। করিলে বপন
তুমি ? ভুল তব যুধিষ্ঠির, তুমি কেবা ?
কৃষ্ণ কর্ত্তা, কৃষ্ণ কর্ম্ম, সে মহা বিরোধ

কৃষ্ণেরি সৃজিত। ক্ষুদ্র যত খণ্ড
যত, আছিল বিরোধ, সকল সংঘাত
মহান সংঘাতে তার করিলা নিবৃত্তি
তারপর…

জরা। ধর্ম্মরাজ্য যদি কুরুক্ষেত্র
হল কেন ?

ব্যাস। অরণি কাষ্ঠের মাঝে অগ্নি
যথা রহে লুক্কায়িত, ঘর্ষণে জ্বলিয়া
উঠে, লুক্কায়িত ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত
হ'ল দাবানল সম…কুরুক্ষেত্র হল।
যে শক্তিতে এ ভারত হ'ত নিপীড়িত
সেই ক্ষত্র-শক্তি দিয়ে করিল নিগ্রহ
তার। হইল বিফল।

অর্জ্জুন। হইল বিফল সব
কৃষ্ণের জীবনে তবে ?

ব্যাস। হিংসা দিয়ে নাহি
হয় হিংসার বিলয়, পাপ দিয়ে নাহি
হয় পাপের নিগ্রহ। যেদিন বুঝিল
কৃষ্ণ, দেখিল সম্মুখে পাপের বিচিত্র
লীলা, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। স্বপ্ন যদি গেল,
জীবনের কাম্য যদি গেল, মৃত্যু আসি
দাঁড়াল সম্মুখে…

দ্রৌপদী। তবে এই বেণী মোর,

দুঃশাসন বক্ষরক্ত মাখা হাতে যাহা
হয়েছে সংহার, তাহারও হইল শেষ।

ব্যাস। পাণ্ডবের কার্য্যশেষ। শোন যুধিষ্ঠির!
শোন জরা! তোমার নাহিক শাস্তি কিছু,
তোমার নাহিক দায় আর। দাক্ষিণাত্যে
ফিরে যাও জরা, তোমার অনেক কার্য্য
সেথা—শুধু, যে পূজারী ভারত দেউলে
এতদিন করিত আরতি, সে পূজারী
গেছে চলে, দ্বাপরের পূজা হল শেষ।

যুধিষ্ঠির। বেদমূর্ত্তি সাক্ষাত হে তপোধন, তুমি
জ্ঞানবিদ্ তুমি মহাভাগ, কহ ঋষি
এবে কে করিবে পূজা ভারতের তবে?

ব্যাস। ভারতের নবীন পূজারী আসে কলি
মহাবলী, বিরচিবে নব চক্র, নব
সুদর্শন, সে চক্রমণ্ডলে এক হবে
পূজ্য ও পূজক, আর্য্য ও অনার্য্য মিলে
নবপুষ্প নব মন্ত্র করিবে চয়ন—
নববেদ করি আমন্ত্রণ করিবে হে
ভারতের পূজা—যে পূজার ডালি পার্শ্বে
পঞ্চ প্রদীপের মত এই পঞ্চভাই,
পঞ্চদীপ শিখা, এক ডালে গাঁথা
যে পঞ্চ প্রদীপ ধরি, পাঞ্চাল নন্দিনী,
একাধারে পঞ্চাঙ্গিনী হয়ে নিত্য তাঁর

করিয়াছ পূজা নিবেদন, সে পূজার
হ'ল শেষ, এল নবযুগ, নবসৃষ্টি
নব শিল্প, নব অবদান, সেথা স্থান
নাহি তোমাদের। ত্যজশোক ধর্ম্মরাজ
যার বলে, ধর্ম্ম সিংহাসন সে ধর্ম্মের
মহালয় হ'ল বিশ্বআত্মা মাঝে, ওই
সে উত্তর-কুরু দেবযান পথ, ওই
খানে, ওইখানে পিতৃপিতামহগণ
সাথে, ওইখানে হইবে মিলন, যেথা
অগ্নি অহঃ শুক্ল মহা জ্যোতিষ্মান
ওই পথে কর সবে সে মহাপ্রস্থান
স্বংগচ্ছস্ব ! সংগচ্ছস্ব !...

[সকলে মহর্ষিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন, ও ধীরে স্তোত্র গান উঠিল]

ক্রোড় অঙ্ক

উত্তরকুরু পর্ব্বত

(স্তোত্র)

সং গচ্ছস্ব, সং গচ্ছস্ব উত্তর কুরুপথে, উত্তর কুরুপথে।
উজ্জ্বল দেহ করহ ধারণ পিতৃগণের সাথে॥
পরিহর পাপ প্রবেশ অন্তে কর্ম্মফলের রথে।
ধর্ম্মফলের মহান স্বর্গ উত্তর কুরুপথে, উত্তর কুরুপথে
উত্তর কুরু পথে॥

[নেপথ্যে স্তোত্রের সঙ্গীতধ্বনি ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন নকুল সহদেব ও দ্রৌপদী, তুষার মণ্ডিত পর্ব্বতের উপর দিয়া মহাপ্রস্থানের পথে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন]

যবনিকা পতন